

বাংলাদেশের
সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২০-২০২১



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২০-২০২১



বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ ভাদ্র ১৪২৮

৯ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

বিদ্যুৎ বিভাগ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১' প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

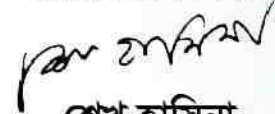
বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে প্রায় শতভাগ মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিগত এক যুগে ১৪০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে গ্রিড সুবিধাবঞ্চিত ২ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছেন। বিদ্যুৎখাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ২ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৮ হাজার ৫৬ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ব আজ প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস জনিত মহামারির কারণে বিপর্যস্ত। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করার ফলে দুর্যোগকালীন সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা





ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

বাণী

উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে বিদ্যুৎখাত মূল নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত এক যুগে আমরা বিদ্যুৎখাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (শ্রেডা), বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) গঠন করা হয়েছে।

দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা ২০০৯ সালে শতকরা ৪৭ ভাগ থেকে বর্তমানে প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে এবং গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনগণ এর সুফল ভোগ করছে। কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে উত্তরোত্তর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে, যার ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অনুসরণযোগ্য মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ প্রকাশনাটি গত এক বছরে বিদ্যুৎখাতে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম





নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক

বিদ্যুৎ বিভাগ ২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সবার জন্য যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে বিপর্যস্ত। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চলমান রাখতে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করার ফলে এই দুর্ঘটনার সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয়েছে।

বিগত এক বছরে ২,১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন যেমন স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট মিটার, আন্ডারগ্রাউন্ড বিতরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৪১ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে পেপারলেস অফিস বাস্তবায়নে Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় কয়লাভিত্তিক ১০টি প্রকল্প বাতিল করা হয়েছে, যার মোট ক্ষমতা ৮,৪৫১ মেগাওয়াট। আমার বিশ্বাস বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১' প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


নসরুল হামিদ, এমপি





মোঃ হাবিবুর রহমান
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

মুখাবন্ধ

বিদ্যুৎ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য চালিকাশক্তি। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অত্যাবশ্যিকীয় কার্যক্রমসমূহের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হলো। বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সরকারের বিশদ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র এ প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যুৎখাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪ কোটি ০৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ ৩৪ লক্ষ নতুন গ্রাহক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষ শতকরা ৯৭ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে শতকরা ৯৯.৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস ৮.৭৩ শতাংশ হতে ০.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮.৪৮ শতাংশে পৌঁছেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎখাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ। মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে মুজিববর্ষের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করছে।

কোভিড মহামারির বিরূপ পরিস্থিতিতেও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তথ্য সরবরাহ করে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। বিদ্যুৎ বিভাগ এ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রস্তুত/প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিবেদনটি বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা প্রদান এবং মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

মোঃ হাবিবুর রহমান





“ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।
ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। ”

শেখ মুজিবুর রহমান

জুলাই ১৯৭৫



বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়



শেখ হামিনার
উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

“মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী” উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে সরকার মুজিববর্ষের সময়কাল ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষকে ‘সেবাবর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা এবং গ্রাহক সেবা আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

- ০১) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক মুজিববর্ষকে ‘সেবাবর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে;
- ০২) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত “পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান” কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৭টি জেলা ও ২৮৮টি উপজেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে। ‘মুজিববর্ষের’ মধ্যে অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম চলমান;
- ০৩) প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনাকে (Grievance Redress System) উন্নত করতে নির্দেশনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ হটলাইন নম্বর প্রবর্তন করা হয়েছে। এ হটলাইনে কল করতে গ্রাহকগণের যেন কোন অর্থ ব্যয় না হয়, সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- ০৪) গ্রাহক সেবার উৎকর্ষসাধনে বঙ্গবন্ধু দর্শনের ভিত্তিতে সংস্থাসমূহে ‘ইনোভেশন প্রতিযোগিতা’ গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগসমূহকে পুরস্কৃত করা হবে;
- ০৫) প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক জিএম/নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে গ্রাহক সমাবেশ করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে নিয়মিত সমাবেশ আয়োজন করা হচ্ছে;
- ০৬) “আমার গ্রাম আমার শহর” বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে সারাদেশে ২৬৯টি মডেল গ্রাম নির্বাচনপূর্বক পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রামের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রমসমূহ হলো:
 - ক) মডেল গ্রামসমূহে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক মোবাইল টিম/ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার তৈরি করে গ্রাহক সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
 - খ) নির্বাচিত মডেল গ্রামে শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে;
 - গ) যে সকল স্থানে জনসমাগম হয় (গোথ সেন্টার, গ্রাম্য হাট বাজার, সেন্টার ফর এ্যাসেম্বলি), সে এলাকাগুলোতে স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ০৭) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুফলভোগী দরিদ্র মানুষের জন্য বিদ্যুৎ সেবা সহজীকরণে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:
 - ক) মুজিববর্ষে গৃহহীনদের মধ্যে গৃহ প্রদান কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি ও বেসরকারি আইপিপি কর্তৃক ৪৩৭টি গৃহ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২০৭টি গৃহ নির্মাণ সম্পন্ন ও হস্তান্তর করা হয়েছে;
 - খ) বাবিউবো নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুফলভোগী ১৮২ জনের তালিকা প্রণয়ন করেছে এবং ইতোমধ্যে ১১৮ জনকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। বাবিউবো কর্তৃক সিলেট অঞ্চলের ৫৯ জন চা শ্রমিককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম চলমান। নেসকো নিজস্ব অর্থায়নে রাজশাহী ও রংপুর জোনের ২১টি চরাঞ্চলে ১২,৪৫২ জন গ্রাহককে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে।

- ০৮) বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহকগণকে প্রদত্ত সেবার বিষয়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শহরকেন্দ্রিক নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা এবং গ্রামকেন্দ্রিক কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় মোট ১,৪০০ জন গ্রাহকের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ০৯) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও বৈদ্যুতিক ক্যাবলের Standard Specification এবং বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ইউনিফাইড করার যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তা হলো: (ক) ১৪ জুন ২০১৫ তারিখে সিঙ্গেল ফেজ বিতরণ ট্রান্সফরমারের স্পেসিফিকেশন বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক পরিপত্র আকারে জারি করা হয়েছে; (খ) ২০ জুন ২০২১ তারিখের সভায় বিদ্যুৎ বিতরণ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামতের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবলের Standard Specification কমিটির সভায় Electrical Wiring in Residential Building & Specification of Electrical Cable, Fittings and Accessories শীর্ষক গাইডলাইন এবং সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত গাইডলাইন ও সুপারিশসমূহ পরিপত্র আকারে জারি করার কার্যক্রম চলমান;
- ১০) বিদ্যুৎখাতে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তি চাহিদা পূরণকল্পে বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুজিববর্ষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ হাজার বেকার মানুষকে মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য ইতোমধ্যে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) কর্তৃক ৩০০ জনকে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড কোর্স এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক ২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- ১১) বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি প্রণয়নের কাজ চলমান;
- ১২) মুজিববর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক সৌন্দর্য্যবর্ধনের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে এবং চলমান আছে। দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে;
- ১৩) বিদ্যুৎখাতের পুঞ্জীভূত উন্নয়নের উপর আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনার লক্ষ্যে ভিডিও ক্লিপ/এ্যানিমেশন/ মুজিব কর্ণার স্থাপনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর ২০২১ মাসে বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হবে, এর বিবরণ নিম্নরূপ-
- ক) “বিদ্যুতের গল্পঃ বঙ্গবন্ধু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা” শীর্ষক দুই বা তিন মিনিটের ভিডিও ক্লিপস নির্মাণ করা হবে;
- খ) মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উপর ভিডিও ক্লিপস এবং Animation নির্মাণে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তুতি চলছে;
- গ) সারা দেশে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অফিসসমূহে যে সমস্ত ‘মুজিব কর্ণার’ স্থাপন করা হয়েছে; সে সব কর্ণারগুলোর বিভিন্ন দৃশ্যমান আইডিয়াগুলো নিয়ে স্বল্প সময়ের Animation তৈরির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে;
- ঘ) বিদ্যুৎখাতের পুঞ্জীভূত উন্নয়নের উপর আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনার বিষয়টি ভিডিও ক্লিপ/ এ্যানিমেশন/মুজিব কর্ণারের কার্যক্রমের সাথে বাস্তবায়ন করা হবে;
- ১৪) সেবা সম্পর্কিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি সংকলন করে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ এবং জনগণকে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্লয়ার্স/লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে;
- ১৫) জাতীয় পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইটের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের লিংক স্থাপন করা হয়েছে;
- ১৬) বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিদ্যুতের ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়নে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও বিদ্যুতের যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ১৭) বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় বছরব্যাপী সেবা প্রদান সম্পর্কিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুদ্ধকরণের কাজ চলমান রয়েছে;

- ১৮) দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেবা সম্পর্কিত বক্তব্য ও উক্তিসমূহ ইলেকট্রনিক বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- ১৯) বিদ্যুৎখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি/বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হবে;
- ২০) মুজিববর্ষ উপলক্ষে জরুরি বিদ্যুৎ কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহনে সেবাবর্ষের পৃথক লোগো ব্যবহার ও সজ্জিতকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ২১) বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় রোধ ও অবৈধ সংযোগমুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসাধারণ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য লিফলেট ও পোস্টার তৈরি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাবিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো ও নেসকো কর্তৃক জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ অব্যাহত আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুললে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হবে;
- ২২) বিদ্যুতের অপচয় রোধে দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪০.৫১ লক্ষ গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটার এর আওতায় আনা হয়েছে এবং অবশিষ্ট গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান;
- ২৩) দেশব্যাপী বিদ্যুতের অপচয় এবং বিদ্যুতের দুর্ঘটনা রোধকল্পে স্কুল/কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;
- ২৪) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ নিবন্ধ, সাহিত্য সাময়িকী ও ক্রোড়পত্র এবং পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে;
- ২৫) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন' বিষয়ে আলোচনা, জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।



পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সূচিপত্র

ভিশন ও মিশন	১-২
এক নজরে বিদ্যুৎখাত	৩-৩২
বিদ্যুৎ উৎপাদন	৩৩-৪৪
বিদ্যুৎ সঞ্চালন	৪৫-৫০
বিদ্যুৎ বিতরণ	৫১-৫৮
বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ	৫৯-৬০
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	৬১-৬৪
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঞ্চয়	৬৫-৭৪
বিদ্যুৎখাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম	৭৫-৮০
আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন	৮১-৮৪
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	৮৫-৯০
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৯১-৯৪
এডিপি বাস্তবায়ন	৯৫-৯৮
বিশেষ কার্যক্রম	৯৯-১০৯
চ্যালেঞ্জ	১১০
পরিশিষ্ট-ক চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	১১১-১২০
পরিশিষ্ট-খ চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন এবং দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১২১-১২৬
পরিশিষ্ট-গ নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১২৭-১৩২
পরিশিষ্ট-ঘ পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ	১৩৩-১৩৮
পরিশিষ্ট-ঙ আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৩৯-১৬০
পরিশিষ্ট-চ আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১৬১-১৬২
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	১৬৩



প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল ও হাউজ কনস্ট্রাকশন ফান্ড বাই প্রাইভেট ফাইন্যান্স তহবিলে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ দুটি তহবিলে মোট ১০ (দশ) কোটি টাকার চেক অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। চেকটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস গ্রহণ করেন। এ সময় গণভবন প্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত ছিলেন। তারিখঃ ১০ জুন ২০২১



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ১১টি গ্রিড-উপকেন্দ্র, ৬টি সম্বলন লাইন ও ৩১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

গল্পামারী-গোপালগঞ্জ ১৩২ কেভি সম্বলন লাইন

ভিজন ও মিশন



হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ভিশন

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন
২. বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন
৩. বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন
৪. বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আওতা সম্প্রসারণ

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৪. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যবলি

১. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন;
২. বিদ্যুৎখাতের আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
৩. বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার বহুমুখীকরণ;
৪. বিদ্যুৎখাতে যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;
৫. পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
৬. বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম তদারকি;
৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন; এবং
৮. প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি এবং হাইড্রো-পাওয়ার প্রকল্পের বিনিয়োগে অংশগ্রহণ।

কর্মপরিকল্পনা

১. দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো;
২. ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
৩. ২০৩০ সালের মধ্যে সঞ্চালন লাইন প্রায় ২৮ হাজার ৩২০ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন প্রায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধন করা;
৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৫. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা;
৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;
৭. বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে মেট্রোপলিটন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপন;
৮. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা;
৯. ২০৪১ সালের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রিডের মাধ্যমে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করা;
১০. অগাধিকার ভিত্তিতে বেজলোড কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;
১১. সিস্টেম লস হ্রাস করা;
১২. পর্যায়ক্রমে সকল মিটার প্রি-পেইডে রূপান্তর;
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয় করা;
১৪. গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা;
১৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
১৬. কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ৭০ জনঘণ্টায় উন্নীত করা।

এক নজরে বিদ্যুৎখাত



গাজীপুর ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বিদ্যুৎখাত: উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বিদ্যুৎ আমদানি, ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং মুজিববর্ষ (ডিসেম্বর ২০২১) এর মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকারের বিগত দিনের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরেও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

- (০১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যুৎখাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪ কোটি ০৭ লক্ষে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ ৩৪ লক্ষ নতুন গ্রাহক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে।
- (০২) বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৯৭ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে শতকরা ৯৯.৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ২.৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- (০৩) ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস ৮.৭৩ শতাংশ হতে ০.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮.৪৮ শতাংশে পৌঁছেছে।
- (০৪) মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৮ কিলোওয়াট ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- (০৫) ২০২০-২১ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৪ হাজার ৮৩১ কিলোমিটার বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন এবং পিজিসিবি কর্তৃক এপিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং ডিপিডিসি ও ডেসকো কর্তৃক এপিএ বহির্ভূত ৫০ সার্কিট কিলোমিটারসহ মোট ৫৫৩ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়।
- (০৬) ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে;

২০১৯-২০ অর্থবছরের সাথে ২০২০-২১ অর্থবছরের বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

বিষয়		২০১৯-২০	২০২০-২১
উৎপাদন ক্ষমতা	মেগাওয়াট	২৩,৫৪৮*	২৫,২৩৫*
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	টি	১৩৮	১৪৬
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	১২,৭৩৮	১৩,৭৯২
সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কিলোমিটার	১২,২৮৩	১২,৮৩৬
গ্রিড সাবস্টেশনের ক্ষমতা	এমভিএ	৪৫,১৯৪	৫০,৩৫৯
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৯৭%	৯৯.৫০%
মাথাপিছু উৎপাদন	কিলোওয়াট ঘণ্টা	৫১২	৫৬০
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	৩৭৩	৪০৭
বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন	কিলোমিটার	৫ লক্ষ ৭৭ হাজার	৬ লক্ষ ১২ হাজার
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ	কোটি টাকায়	২৬,০৩২	২৩,৭৬০
সামগ্রিক সিস্টেম লস	%	১১.২৩	১১.১১

*বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবসর এবং ক্যাপটিভ বৃদ্ধি বিবেচনায়

বিদ্যুৎখাত: বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংস্থা/কোম্পানি

বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর দায়িত্বাবলি সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে উন্নয়ন, প্রশাসন, পরিকল্পনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা এবং বাজেট অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ০৫টির অধীনে ১০টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ২০টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব রয়েছে। এছাড়া অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপসচিব/সিস্টেম এনালিস্ট এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল বিদ্যমান রয়েছে ১৩২ জন। অনুমোদিত ১৩২ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে গত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য Reform Management and Policy Research (RM & PR) অনুবিভাগের জন্য ০৫টি ক্যাডার পদ সৃষ্ণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত ছকের মাধ্যমে শূন্য পদের তথ্যাদি দেখানো হলো:

ক্র: ন:	পদবি	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	সচিব	১	১	০
০২	অতিরিক্ত সচিব	১	৫	০
০৩	যুগ্মসচিব	৪	৯	০
০৪	উপসচিব	৯	১৯	০
০৫	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৯	০৫	১৪
০৭	প্রোগ্রামার	১	০	১
০৮	সহঃ প্রোগ্রামার	১	০	১
০৯	সহঃ মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১
১০	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
১১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭	১৩	৪
১২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫	০৪	১১
১৩	হিসাব রক্ষক	১	০	০
১৪	কম্পিউটার অপারেটর	৪	১	৩
১৫	সাঁট মুদ্রা: কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	৩	৩
১৬	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রা:	১৬	১১	৫
১৭	ক্যাশিয়ার	১	১	০
১৮	ক্যাশ সরকার	১	১	০
১৯	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	০
২০	অফিস সহায়ক	৩১	২৪	৭
		১৩২	৯৯	৫১

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান



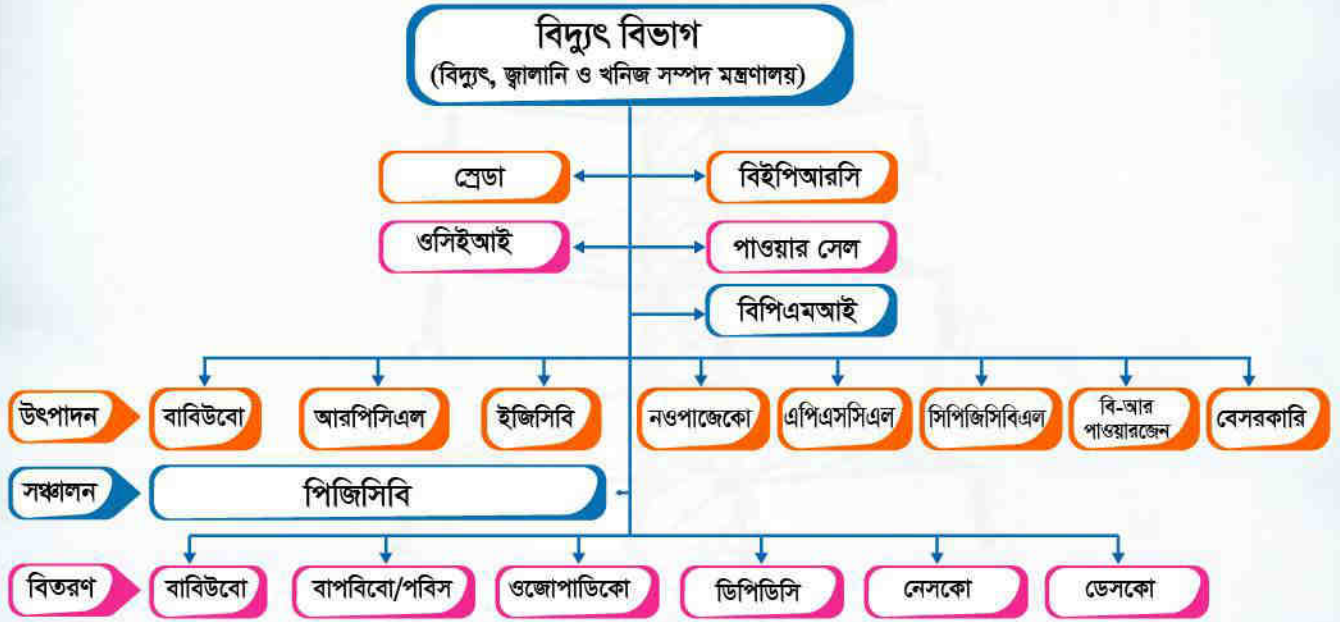
বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) ও বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ বর্তমানে সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকিকরণের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাঁদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজারি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করে থাকে। এছাড়া পাওয়ার সেল বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রস্তুত প্রক্রিয়াকরণ, এ খাতের পারফরমেন্স মনিটরিং, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎখাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ

১. বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি) (www.eprc.gov.bd);
২. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) (www.sreda.gov.bd);
৩. প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.ocei.gov.bd);
৪. পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
৫. বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) (www.bpmi.gov.bd);
৬. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
৭. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) (www.reb.gov.bd);
৮. ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি) (www.dpdc.gov.bd);
৯. ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) (www.desco.gov.bd);
১০. ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) (www.wzpdcl.gov.bd);
১১. ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি) (www.egcb.gov.bd);
১২. পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) (www.pgcb.gov.bd);
১৩. আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) (www.apscl.gov.bd);
১৪. রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) (www.rpcl.gov.bd);
১৫. নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো) (www.nwpgcl.gov.bd);
১৬. কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) (www.cpgcbl.gov.bd);
১৭. নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) (www.nesco.gov.bd);
১৮. বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ (www.brpowergen.gov.bd)

বিদ্যুৎখাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো



চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ সম্মুখ রেখে রাষ্ট্রের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশীয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর এ চিন্তাধারার সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতের দক্ষ, শাস্যী এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে উদ্ভাবনী কার্যক্রম সমাধানের লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে আইনানুগ ভিত্তির মাধ্যমে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎখাতে গবেষণার প্রয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম গড়ে তোলার জন্য ইনোভেশন, ইনকিউবেশন ও অস্ট্রাপ্রনারশিপ (I²E) এ তিনটি মূলনীতি অনুসরণে দেশের বিদ্যমান প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১) বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল ০৭টি ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে:

- Responsible Energy Conservation
- Energy Efficiency and Demand Management
- Renewable Energy
- Conventional Energy
- Transmission and Distribution Integration and Infrastructure
- Energy, Environment and Socio-economic Impact Analysis
- Energy Storage

- প্রায়োগিক গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নসহ কাউন্সিলের বিভিন্ন কার্যক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষকদের সমন্বয়ে ১১৬ (একশত ষোল) জন সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল অব এক্সপার্ট গঠন করা হয়েছে ও প্যানেলের হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তাদের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখা হচ্ছে;
- বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে MoU স্বাক্ষর করার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ল্যাব আধুনিকায়নে বিইপিআরসি পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এরই অংশ হিসাবে Building Energy Management System Lab (BEMS Lab) স্থাপনের লক্ষ্যে অর্থায়ন করা হয়েছে। BEMS Lab প্রকল্পটির ইনোভেশন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রযুক্তিটি অল্প সময়ের মধ্যে প্রডাক্ট হিসেবে মার্কেটে নেয়ার লক্ষ্যে কাউন্সিল কর্তৃক ইতোমধ্যে Incubation গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। Incubation গাইডলাইন এর আলোকে উক্ত প্রযুক্তিটির প্রডাক্ট স্পেসিফিকেশন প্রণয়নের জন্য প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের নিজস্ব দপ্তরে Incubation কার্যক্রম গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে;
- Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR)-এ বিইপিআরসি এর অর্থায়নে “Design and optimization of parabolic reflector type solar cooker for indoor application” শীর্ষক প্রকল্পটির ইনোভেশন কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে। তবে প্রযুক্তিটিতে এখনও কিছু ত্রুটি রয়েছে। সেগুলো সমাধান করার লক্ষ্যে ভারতের আদলে স্টিমের প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে Solar Cooker টির প্রডাক্ট স্পেসিফিকেশন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে Clean Cooking এর জন্য সৌরশক্তি ব্যবহারের পথ সুগম হবে;
- ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এ “Future Grid: Demand Response Enabled Future Smart Grid to Maximize Intermittent RE Penetration and Reduce Electricity Loss and Theft” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩১/০৫/২০২২ তারিখে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় Demand Management এ গ্রাহকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে;
- কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট এ “Integrated Concept for Converting Solid Waste to Energy (InConSolE) – Waste to Biocoal for Power Generation” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩১/১০/২০২১ তারিখে;



Building Energy Management System Lab (BEMS Lab)

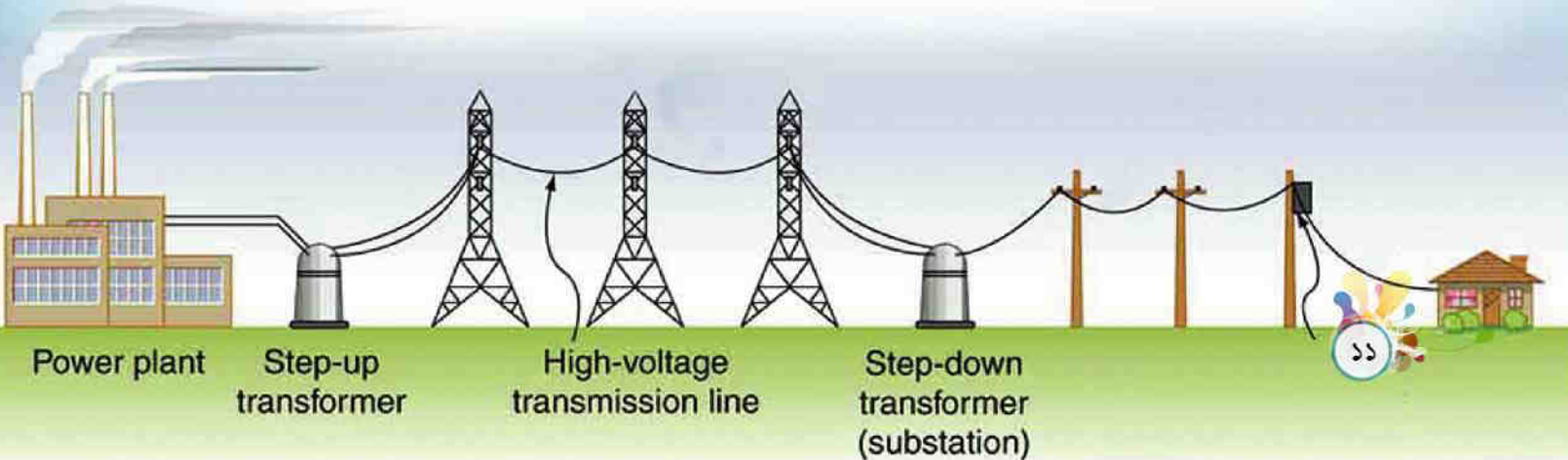
- ৭) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট এ “Design and development of a strategic flow-acceleration system to maximize the power output of a conventional open (bare) wind turbine in context of Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩০/১১/২০২১ তারিখে;
- ৮) গ্লাস এন্ড সিরামিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট এ “Energy Harvesting Glass for Green Building Application” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩০/০৬/২০২৩ তারিখে;
- ৯) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নর্থসাইড ইউনিভার্সিটি এ “Remotely Accessible Cyber- Physical System Testbed and Open Architecture Synchro Phasor System for Bangladesh’s National Power Grid’s Cyber Security and Reliability” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩১/১২/২০২২ তারিখে;
- ১০) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ, বুয়েট-এ “Capacity Build- Up for Power and Energy System Research and Teaching at BUET (Modern Power System Simulator)” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ৩১/১০/২০২১ তারিখে।
- ১১) রসায়ন বিভাগ, বুয়েট-এ “A novel biomass derived Na/K-ion battery prototype for the next generation low-cost energy storage system” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে ২৯/০২/২০২৪ তারিখে;
- ১২) বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের ৫৫ জন জনবল সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে;

১৩) বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ প্রণীত হয়েছে;



Design and optimization of parabolic reflector type solar cooker for indoor application

- ১৪) বিইপিআরসি'র অর্থায়নে চলমান গবেষণা প্রকল্পসমূহের বিষয়ে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রখ্যাত জার্নালে Article প্রকাশিত হচ্ছে;
- ১৫) কাউন্সিলের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ১৬) কাউন্সিলের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ১৭) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবন্টন আদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ১৮) কাউন্সিলের সকল আর্থিক কার্যক্রম iBas++ এ সংযুক্ত হয়েছে;
- ১৯) মুজিববর্ষের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনীর উপর বিদ্যুৎ ও শিক্ষা খাতে অবদান সংক্রান্ত রচনা প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে;
- ২০) মুজিববর্ষ উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।





মুজিববর্ষ উপলক্ষে সেচ্ছায় রক্তদান ও মরনোত্তর চক্ষুদান কর্মসূচী

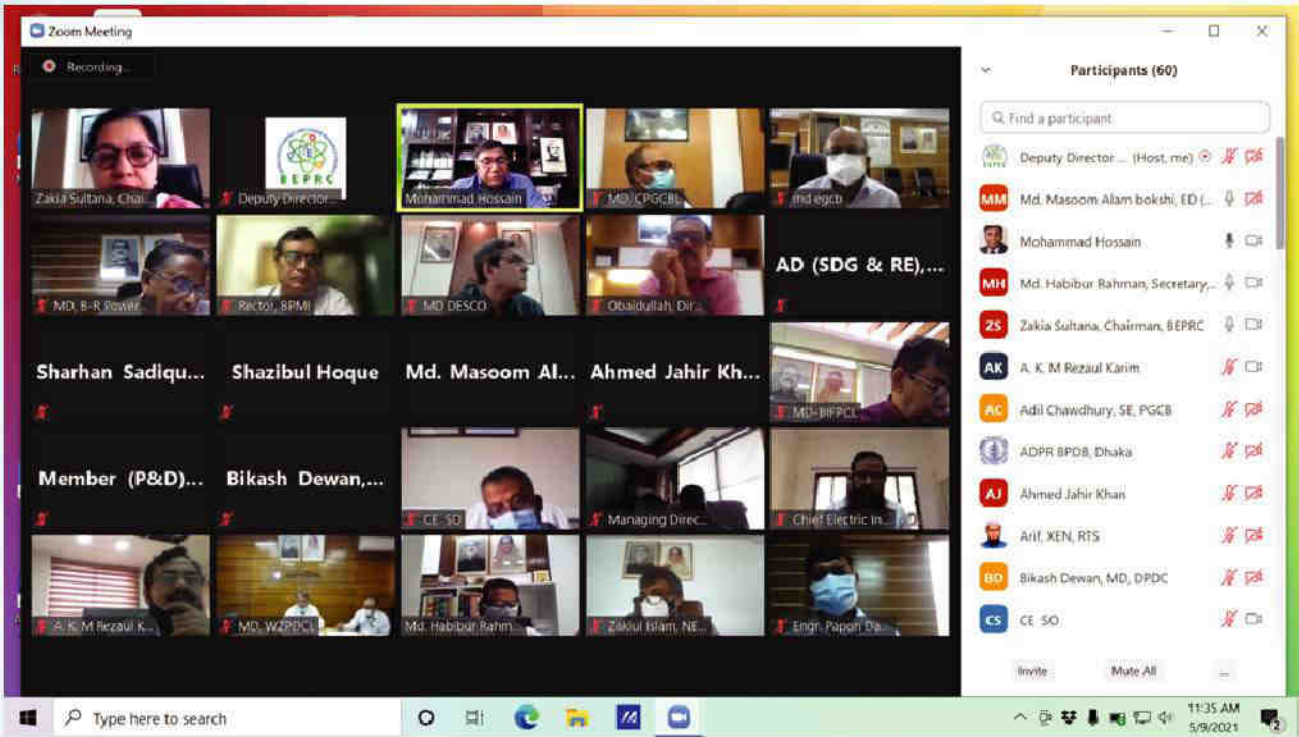
বিভিন্ন সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজনঃ

- (০১) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ০৭/০৭/২০২০ তারিখে “Harnessing Power of Big Data to Formulate Public Policy Ensuring High-Quality Electricity for All” শীর্ষক একটি সেমিনার অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়;
- (০২) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ২৩/০৭/২০২০ তারিখে “ঢাকার আশেপাশের ৫টি শিল্প ক্লাস্টারে Big data analysis ও Sample survey-এর জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ” বিষয়ক সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়;
- (০৩) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ২৩/০২/২০২১ তারিখে “A Review of BEPRC Funded Applied Research Projects” শীর্ষক একটি সেমিনার অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়;
- (০৪) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ২৮/০২/২০২১ তারিখে “Energy and Power Research” শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়;
- (০৫) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ১১/০৩/২০২১ তারিখে “Development of a Design Standard for Easybikes in Bangladesh” শীর্ষক একটি সেমিনার অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়;
- (০৬) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ২১/০৩/২০২১ তারিখে “A Proposal to Set up Bangladesh National Renewable Energy Laboratory (BNREL)” শীর্ষক একটি সেমিনার অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়;
- (০৭) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ০৯/০৫/২০২১ তারিখে “বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে চিহ্নিতপূর্বক গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত” একটি ওয়ার্কশপ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়;

(০৮) বিইপিআরসি কর্তৃক গত ৩০/০৬/২০২১ তারিখে “Big Data Analysis and Sample Survey for Uninterrupted and Quality Power Supply in Industrial Clusters Around Dhaka City” শীর্ষক একটি সেমিনার অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান চলমান আরও কার্যক্রম:

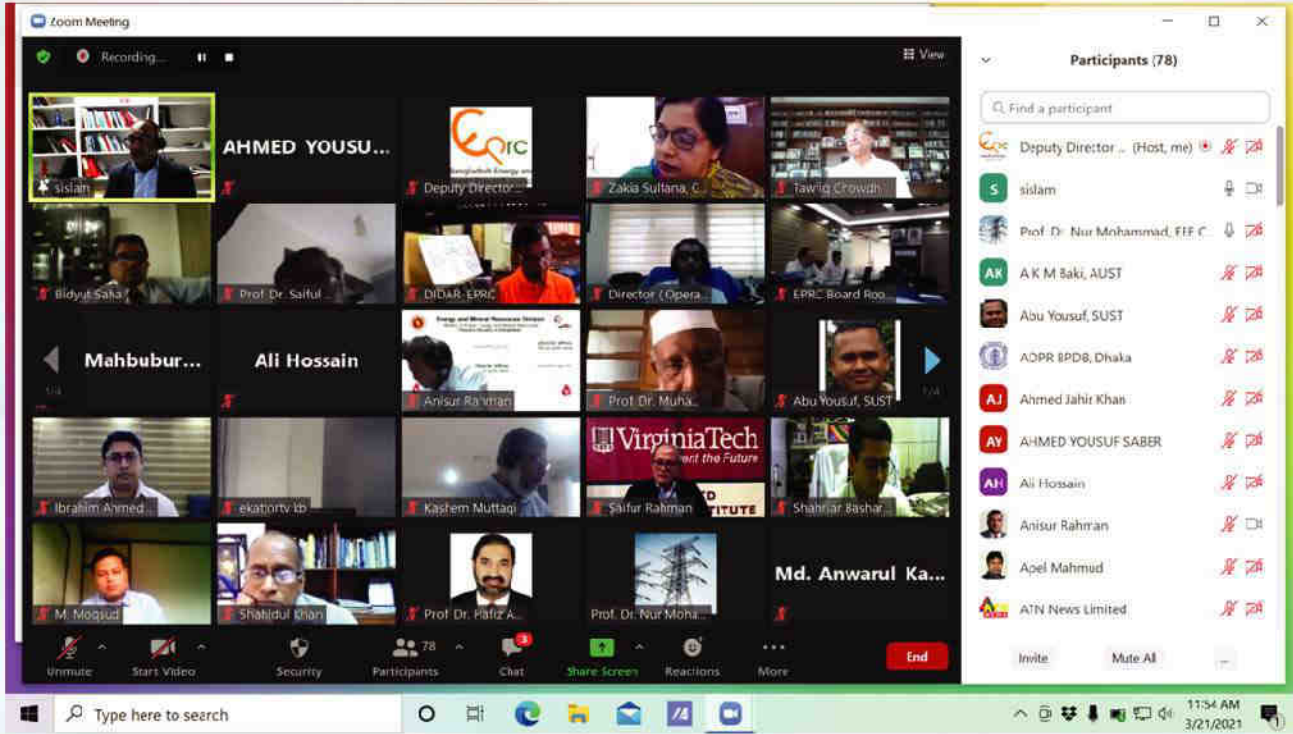
- (১) Bangladesh Energy and Power Research Lab (BEPRL) নামক আন্তর্জাতিক মানসম্মত জাতীয় গবেষণা ল্যাব স্থাপনের বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি MoU স্বাক্ষরের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে;
- (২) ইনকিউবেশন গাইডলাইন প্রণয়নের কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।



“A Proposal to Set up Bangladesh National Renewable Energy Laboratory (BNREL)” শীর্ষক সেমিনার

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- (১) নিজস্ব জায়গায় পরিবেশবান্ধব গ্রিন বিল্ডিং তৈরি;
- (২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক গবেষণা বৃত্তি প্রদান নীতিমালা-২০২১ এর আলোকে ২০২১-২২ অর্থবছরে কমপক্ষে ৫ জনকে গবেষণা বৃত্তি প্রদান করা;
- (৩) গবেষণা মঞ্জুরি প্রদানের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং
- (৪) দেশি ও বিদেশি গবেষকগণের সমন্বয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরিকরণ।



“বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে চিহ্নিতপূর্বক গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত” শীর্ষক সেমিনার



“Big Data Analysis and Sample Survey for Uninterrupted and Quality Power Supply in Industrial Clusters Around Dhaka City” শীর্ষক সেমিনার

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

২০১২ সালের ৪৮ নং আইন দ্বারা টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) গঠিত হয় এবং ২০১৪ সালের ২২ মে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, জ্বালানি সাশ্রয় এবং সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসডিজি-৭ এর জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে শ্রেডা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প

টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গঠন।

অভিলক্ষ্য

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও প্রসার, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধান।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি
২. জ্বালানি সাশ্রয় ও সংরক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ
৩. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
২. দাপ্তরিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণসহ লেবেলিং এবং ব্যবস্থাকরণ;
৩. জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির মান নিরূপণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
৪. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত উন্নয়ন কাজে উৎসাহ প্রদান এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
৬. জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষক নিয়োগ এবং স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন;
৭. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন এবং বেসরকারি পর্যায়ে টেকসই জ্বালানির বাণিজ্যিক বাজার গড়ে তোলা;
৮. টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
৯. জ্বালানি অদক্ষ যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১০. জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন গ্রাহক বা গ্রাহক শ্রেণিকে 'ডেজিগনেটেড কঞ্জুমার' হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১. নবায়নযোগ্য জ্বালানী সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তির খতিয়ান (Inventory) প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ এবং ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণসহ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাইপূর্বক আহরণের সম্ভাব্যতা নিরূপণ;
১২. নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং এই খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
১৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ;
১৬. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধনে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;
১৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালাসহ শ্রেড আইনের আওতায় নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
১৮. বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।



২০ জুন ২০২১ তারিখ চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেড-এ ১৬ মেগাওয়াট রুফটপ সোলার পাওয়ার প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন একটি সংযুক্ত সরকারি দপ্তর। ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্টের ৩৬নং ধারা ও ১৯৩৭ সালের ইলেকট্রিসিটি রুলস এর বিধি ৪-১০ অনুসরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ এবং ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তরের কার্যাবলি গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ৩১ ধারা অনুসরণে দপ্তরের নাম সংশোধনপূর্বক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর নামকরণ করা হয়। শিল্প কল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাস্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, এ দপ্তর পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম বাবদ সরকারের রাজস্ব (Non-tax Revenue) আদায় করে থাকে।

রূপকল্প (Vision):

বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনজীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাস্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাঁদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজারি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দক্ষ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি চিহ্নিতকরণ ও লাইসেন্স প্রদান;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দপ্তরের প্রধান কার্যাবলি:

- গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যম, উচ্চ ও অতিউচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাস্তে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান করা এবং প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন নবায়ন করা;
- এ দপ্তরের অধীনে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজারি কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত লাইসেন্সসমূহ প্রতিবছর নবায়নপূর্বক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা;
- বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারা মোতাবেক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্বে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্ল্যান পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

- ঙ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি (ট্রান্সফরমার, এইচটি সুইচগিয়ার, এলটি সুইচগিয়ার, পিএফআই প্ল্যান্ট) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;
- চ) ট্রান্সফরমার তৈরি পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;
- ছ) উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে সরকারের নন-ট্যাক্স রাজস্ব (Non-Tax Revenue) আয় করা।

সাংগঠনিক কাঠামো:

১৯৪৭ সালে ১১ (এগার)টি পদ সৃষ্ণের মাধ্যমে এ দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮২ সালে এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৩৩ জন (৮ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারী) জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনসহ ১৯৮৫ সালে নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদিত হয়। সেবার মান অধিকতর উন্নয়ন ও দ্রুততরকরণের লক্ষ্যে ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে ০৪ মে ২০১৪ তারিখে নতুন আরও ১২টি পদ চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে এ দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ৪৫ জন। দপ্তরটি শক্তিশালী, আধুনিকিকরণ ও ডিজিটলাইজড এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন করার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনে নতুন আরও ৬৯টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃষ্ণে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, ফলে দপ্তরটির জনবল ১১৪ জনে উন্নীত হবে। আশা করা যায় নিয়োগ বিধিসহ পদসৃষ্ণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে একটি শক্তিশালী আধুনিক অফিস স্থাপন করা সম্ভব হবে।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের ডিজিটলাইজেশন :

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটলাইজেশন করা হয়েছে। ফলে অনলাইন ও অফলাইন ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করে ন্যূনতম জনবলের মাধ্যমে এ দপ্তরের কাজসমূহ দক্ষতার সাথে সম্পাদন, গ্রাহকদেরকে উত্তম সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুফল পাওয়া যাচ্ছে:

- ডাটা সেন্টার এবং ডিজাস্টার রিকোভারি-ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে;
- উপকেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম করার জন্য আধুনিক ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, পরিদর্শন রিপোর্ট এবং অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে;
- বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং এবং পরিদর্শন কার্যক্রম দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানটি;
- লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রকৌশলী এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের আধুনিক চিপ সম্বলিত স্মার্ট কার্ড দেয়া হচ্ছে;
- প্রতিষ্ঠানের পুরনো সব নথি বা ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে;
- লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অটোমেশনের ফলে গ্রাহক অনলাইনের মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন করছে;
- প্রশাসনিক, পিএমআইএস এবং আর্থিক সবধরনের কার্যক্রমকে একটি সুরক্ষিত ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- ডিজিটলাইজেশন বা ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেস এর মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ফলে সরকারের নন-ট্যাক্স রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ইলেকট্রিশিয়ান অ্যাপস তৈরির ফলে জনগণ অ্যাপস ব্যবহার করে নিকটস্থ ইলেকট্রিশিয়ানের তাৎক্ষণিক সেবা পেয়ে থাকে।

সেবাভিত্তিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা প্রদানের অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৯-২০ অর্থবছর	২০২০-২১ অর্থবছর	২০১৯-২০২০ অর্থবছর এর তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অগ্রগতির হার (%)
০১	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	৩১৬৪	৩৩৪০	(+) ৫.৫৬%
০২	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স জারি	৮৮৩	৬২৮	(-) ২৮.৮৭%
০৩	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট জারি	১৮৪৮	১৪৩৯	(-) ২২.১৩%
০৪	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	৮৫১১	৮৫২৬	(+) ০.১৭%
০৫	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স নবায়ন	৪৫০২	৫০৪১	(+) ১১.৯৭%
০৬	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৫৩১১	৬৫৯২	(+) ২৪.১১%
০৭	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	৭৮২০	১১৬৯১	(+) ৪৯.৫০%

আর্থিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিবছরই রাজস্ব (Non-tax Revenue) আয় করে আসছে। বিগত ২(দুই) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নিচের ছকে দেয়া হলো।

অর্থ বছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের হার (কম/বেশি)
২০১৯-২০	১১,০০,০০০০০.০০	১০,০৫,৩৩,০০০.০০	(-) ৯৪৬৭০০০.০০	(-) ৮.৬০%
২০২০-২১	১১,০০,০০০০০.০০	১১,১৬,৭০,০০০.০০	(+) ১৬৭০০০০.০০	(+) ১.৫%



মধুমতি ১০০ মেগাওয়াট এইচএফও বেইজড বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

সমস্যা

- (১) জনবলের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় রুটিন পরিদর্শন কাজে বিঘ্ন ;
- (২) পরিদর্শন যানবাহন না থাকায় পরিদর্শন কাজে বিঘ্ন ;
- (৩) বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস না থাকা ।

চ্যালেঞ্জ

- (১) সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধিসহ বিভাগীয় শহরে অফিস স্থাপন;
- (২) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের অফিস ভবনটি বহুতল ভবনে রূপান্তর করা;
- (৩) পেপারলেস অফিস চালু করা ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৪ সালের মধ্যে দপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন । দপ্তরের জনবল বৃদ্ধিকরণ, পরিদর্শন যানবাহন ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ, সমস্ত সেবা কার্যক্রম ডিজিটাইজের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া । বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনশক্তি চিহ্নিত করে লাইসেন্স প্রদান এবং হাই ভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাব স্থাপনসহ দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রূপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করা ।



পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ১ম পর্যায় (যৌথ উদ্যোগ)

পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল” গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগ্য নতুন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎখাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দলিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্সসহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকিকরণসহ পারফরমেন্স মনিটরিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

১. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগ্য নতুন আইন/বিধিমালা/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎখাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
২. বিদ্যুৎখাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
৩. বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও নতুন কোম্পানি গঠনে সহায়তা প্রদান;
৪. বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
৫. বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
৬. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
৭. বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারি খাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
৮. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
৯. বিদ্যুৎখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পেপারলেস অফিস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
১০. পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
১১. বিদ্যুতের দক্ষ ও শাসনীয় ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
১২. বিদ্যুৎখাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
১৩. বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১৪. বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
১৫. এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
১৬. বিদ্যুৎখাত সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
১৭. বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
১৮. বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত “টিএ ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত “টিএ ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (দ্বিতীয় পর্যায়)” প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি বিভিন্ন ধরনের স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সম্পন্নকৃত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- পেট্রোবাংলা ও বাবিউবো এর বাস্তবায়নাধীন এলএনজি প্রকল্পে আইনানুগ ও কারিগরি সহায়তা পরামর্শক সেবা প্রদানে সহায়তা;
- Feasibility Study for development of utility scale Solar PV & Wind Project of EGCB;
- Baseline Survey for Global Multi-Tier-Measurement for Access to Energy;
- Residual Life Assessment (RLA) of Steam Turbine and Generator of Unit # 4 & 6 Ghorasal Power Plant

- Enhancement and strengthening of power Network in Eastern Region of PGCB;
- Technical Audit Study for old Power Plants of Bangladesh;
- Cumulative Environmental Impact Assessment (CEIA) at Siddhirganj Power Hub;
- Digitalization of Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA);
- Master Plan for the Ghorasal, Goalpara and Baghabari Generation Hub;
- Feasibility Study construction of Aminbazar-Maowa-Mongla Transmission Line & Associated Substation and Anwara-Meghnaghat Transmission line & Associated Substation;
- Survey of Customer Satisfaction under DPDC, WZPDCL and one PBS;
- Feasibility Study on Solar Irrigation System in Bangladesh;
- Reliability Study of Bangladesh Power Grid System;
- Energy Efficiency & Conservation Expert for SREDA ;
- Implementation of Enterprise Resource Planning in Power Sector of Bangladesh;
- Central Complain and Feedback Management System.



কেরাদীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



“বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)”

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎখাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে জ্বালানি বৈচিত্র (Fuel Diversification) বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পকে আরও অত্যাধুনিক করে তুলছে। গ্রাহকদের নিকট নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য একদিকে যেমন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োজন, তেমনি সেসব প্রযুক্তি ব্যবহারের এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎখাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনবল।

বিদ্যুৎখাতের প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য এবং বিভিন্ন স্থাপনার কারিগরি নকশা তৈরি, নির্মাণ, কমিশনিং, পরীক্ষা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। নিরবচ্ছিন্ন এবং মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দক্ষ, স্ব-প্রণোদিত পেশাদার কর্মী বাহিনী প্রয়োজন, যা শুধুমাত্র যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্ভব।

অতীতে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত জনবলের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্ণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে (বিদ্যুৎ বিভাগ পরিদর্শনকালে প্রদত্ত) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ‘বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট’ বা বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের একটি গভর্নিং বডি রয়েছে, যার সভাপতি বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব। ১৬ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডির নির্দেশনা অনুসারে বিপিএমআই-এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিপিএমআই-এর একটি জেনারেল বডি রয়েছে। প্রতি বছর অন্ততঃ একবার জেনারেল বডির সভা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উভয় বডিতে বুয়েট এবং বিদ্যুৎখাতের প্রধান সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ ও বাংলাদেশ ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার’স এসোসিয়েশন (BIPPA)-এর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

বিপিএমআই-এর মূল কার্যাবলি

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের মূল কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. পাওয়ার সেক্টরের প্রশিক্ষণ নীতিমালা বা পিএসটিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহায়তা করা;
২. দক্ষ জনবল গঠনে যোগোপযোগী ও মানসম্মত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৩. বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
৪. বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;
৫. প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদ্যুৎখাতে পরামর্শক ও উপদেষ্টা সেবা প্রদান;
৬. সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৭. ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৮. সহস্রাধিক প্রশিক্ষণার্থীর সমন্বয়ে ভার্চুয়াল ক্লাস রুমে একযোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
৯. বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম ও স্টাডি সম্পাদন করা।

প্রশিক্ষণের মূল বিষয়

বিদ্যুৎখাতে যে সকল বিষয়ে জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, ভবিষ্যতে সে সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করবে। তবে বর্তমানে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের বিষয়ে প্রশিক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে:

১. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ
২. বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
৩. কোল সোর্সিং ও হ্যান্ডলিং
৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন
৫. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
৬. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনা
৮. উন্নত গ্রাহক সেবা
৯. বিদ্যুৎখাতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার
১০. প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি)
১১. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ
১২. আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
১৩. সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ
১৪. লিডারশিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

এ সব বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, বাকি বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণ কোর্স যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা হবে।

উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন প্রশিক্ষকদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স

কারিগরি, ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বিপিএমআই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানিতে কর্মরত পেশাজীবীদের নিয়ে প্রশিক্ষক পুল গড়ে তোলার কাজ করছে। প্রতিটি বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষকদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

বিদেশে অবস্থানরত বা প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা অধ্যাপক, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী রয়েছেন, যাদের অনেকের সাথেই বিপিএমআই ইতোমধ্যেই যোগাযোগ গড়ে তুলেছে এবং তারা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

বিপিএমআই উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক তৈরি করার জন্য নিয়মিতভাবে 'ট্রেনিং অব ট্রেনার্স' কোর্সের আয়োজন করে যাচ্ছে। এ সকল কোর্সে ট্রেনিং-এর জেনেরিক বিষয়ে নিবিড়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা বা কোম্পানির প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা কেন্দ্রের প্রশিক্ষকরা ও উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে জেনেরিক বিষয় ছাড়াও কারিগরি, ব্যবস্থাপনা বা আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষক গড়ে তোলার জন্য বিষয় ভিত্তিক 'ট্রেনিং অব ট্রেনার্স' কোর্সের আয়োজন করা হবে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানিতে নব নিযুক্ত প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ইউনিফাইড কোর্স কারিকুলামের ভিত্তিতে বিপিএমআই কর্তৃক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করা হয়েছে। তাদের জন্য প্রণীত কারিকুলামে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস, সংবিধান, পররাষ্ট্র নীতিসহ বিভিন্ন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিষয়াদি, উন্নয়ন সহযোগী, ইংরেজি কথোপকথন বিষয়ও রয়েছে। এ কোর্স সফলভাবে সম্পাদন করলে কর্মকর্তাগণ নিজেদের কর্মদক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন।

এছাড়া, যারা চাকরি জীবনের শুরুতে বুনিয়াদি বা অনুরূপ কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি এবং ইতোমধ্যে মধ্য বা সিনিয়র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন, তাদের জন্য উচ্চতর বুনিয়াদি কোর্স এবং সিনিয়র পর্যায়ের জন্য পলিসি লেভেলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে বিপিএমআই এর কার্যক্রম

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,৬৫০ জন কর্মকর্তা/প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতির কারণে প্রায় ৩ মাস প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে জুন ২০২০ মাস থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

বিপিএমআই ২০২০-২১ অর্থবছরে যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা নিম্ন ছকে উল্লেখ করা হলো:

বিগত অর্থবছরের প্রশিক্ষণের বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রশিক্ষণ পুঞ্জি ২০২০-২১ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)
০১	প্রশিক্ষণ কোর্স	৬৫টি
০২	কর্মশালা	২টি
০৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	৩,৩০২ জন
০৪	প্রশিক্ষণ দিবস	৮২৯ দিন
০৫	প্রশিক্ষণ জনদিবস	৪০,২৩৪ জনদিবস
০৬	প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	৩,১৮,৯৭২ জনঘন্টা
০৭	জনপ্রতি জনঘন্টা (প্রশিক্ষণ)	১১৩.৫১ ঘন্টা

বিপিএমআই ২০১৮ সালের ৫ মে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে, তা নিম্ন ছকে উল্লেখ করা হলো:

বিপিএমআই-এর শুরু থেকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিবরণী

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রশিক্ষণ পুঞ্জি (মে ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)
০১	প্রশিক্ষণ কোর্স	১২০ টি
০২	কর্মশালা	৫ টি
০৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	৫,২৪৬ জন
০৪	প্রশিক্ষণ দিবস	১,২২৮ দিন
০৫	প্রশিক্ষণ জনদিবস	৫২,৭১৮ জনদিবস
০৬	প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	৪,১৮,৮৪৪ জন ঘন্টা
০৭	জনপ্রতি জনঘন্টা (প্রশিক্ষণ)	৭৯.৭৪ ঘন্টা

বিপিএমআই-এর ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত কোন কার্যালয় ছিল না। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোন হল বা ক্লাশ রুম ছিল না। তথাপি বিদ্যুৎ ভবনের বিভিন্ন হলে কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। সেক্ষেত্রে ঐ হলে অন্য কোন সভা হলেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হত এবং প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকগণ বাইরে অপেক্ষা করত। ফলে প্রশিক্ষণ প্রদানে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। মে ২০১৯ মাসে বর্তমান অস্থায়ী ভবনে কার্যক্রম শুরু করার পর প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতি আসে।

সম্পাদিত প্রশিক্ষণের বিষয়

বিদ্যুৎখাতের প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির সাথে আলোচনা করে বিপিএমআই বিভিন্ন কোর্সের আয়োজন করে। এছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের সিবিআইএসপি প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত একটি ট্রেনিং নিড অ্যাসেসমেন্ট-কে ভিত্তি ধরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। ঐ স্টাডিতে কিছু কোর্সের কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির দক্ষ প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে হালনাগাদ করা হয় এবং সেগুলোর ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। নতুন কিছু বিষয়েও কোর্স ডিজাইন করা হয় এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কারিগরি বিষয়সমূহ

- Generation Planning, Power Plant Project Formulation & Implementation
- Fundamental Components, Operations & Maintenance of Distribution Substation, Line and Related System
- Power System Protection
- Power System Operations
- Operation and Maintenance of Distribution & Power Transformer
- Operation & Maintenance of Sub-Station
- Operation & Maintenance of GT Power Plant
- Design, Manufacturing and Testing of Transformer
- O&M of Switchgear, Circuit Breaker and Relay
- Operation, Maintenance and Protection of Sub-Station
- Design & Construction and Maintenance of Power Distribution Line
- Design & Construction of Solar Power Plant
- Basic Training on GIS & SCADA
- Smart Pre-payment Metering System & Smart Grid
- Instrumentation and Control Systems of Power Plants
- Training on ICT for Power Sector

সাধারণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহ

- Leadership Development Programme
- Audit and Financial Management
- Public Procurement Management
- Public Procurement for Power Sector
- Financial Management & Corporate Governance
- Foundation Training
- Project Formulation, Implementation, Monitoring & Evaluation (PIME)
- Training of Trainers
- Fixed Asset Management & Inventory Control
- Financial & Economic Analysis of Development Project
- Coal Supply Chain & Coal Management
- Company Affairs
- Physical Security and Access Control for KPIs
- Contract Negotiation and Conflict Management

ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ

- Computer Hardware and Troubleshooting
- Strategic Leadership
- Adaptive Leadership
- Accounting for Non-Accountants
- Supply Chain Management
- International Procurement and Supply Chain Management
- E-Governance & E-Commerce
- Fundamental Components, Operation & Maintenance of Coal Fired Thermal Power Station
- Customer Service Excellence
- Cyber Security and Ethical Hacking
- Power Purchase Agreement (Basic)
- Power Purchase Agreement (Advanced)
- Occupational Health, Safety Environment & First Aid
- Underground Electrical Distribution Line Planning and Installation
- Website Development and Security Issues
- Computer Hardware and Troubleshooting
- E-Government Procurement
- Office Management
- Contract Negotiation Skills
- Advanced HRM Practice
- Financial Management for Non-Finance Executives
- Transparency, Accountability & Good Governance
- Linux Operating Systems
- Oracle

এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্য হতে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের কোর্স কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং উপযুক্ত রিসোর্স পারসন খুঁজে বের করার কাজ চলমান রয়েছে। 'রিসোর্স পারসনস' পুলে দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হবে। বিদ্যুৎখাতের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আরও কিছু বিষয় ভবিষ্যতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কোর্স কারিকুলাম চূড়ান্ত করে সেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে।

অবকাঠামোগত সুবিধাদি

ঢাকার সল্লিকটে কেরাণীগঞ্জে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)-এর মূল ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হবে। এ জন্য বিপিডিবি কর্তৃক ২৫ একর জমি নেয়া হয়েছে, যাতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ভূমি উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। ঐ স্থানে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ন্যূনতম চাহিদা নিরূপণের জন্য বিপিএমআই-এর গভর্নিং বডি কর্তৃক বিপিডিবি-এর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঐ কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর মাস্টার-প্ল্যান তৈরি ও বিস্তারিত আর্কিটেকচারাল ডিজাইন তৈরির কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

মূল ক্যাম্পাস চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এর প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পূর্বাচলের ৪নং সেক্টরে ডেসকো এর ৬ তলা বিশিষ্ট সাবস্টেশন বিল্ডিং-এ পরিচালিত হচ্ছে। এ অস্থায়ী ক্যাম্পাসে দুটি ক্লাশরুম ও একটি কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। এছাড়া একটি ডাইনিং হল রয়েছে, যাতে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা সেমিনার অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কক্ষ, নামাজ রুম, একটি স্টুডিও, লাইব্রেরি, সার্ভাররুমসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি রয়েছে। এ কেন্দ্রে ২ বা ৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ এক সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ ভবন ও ডিপিডিসি'র কাঁটাবনস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শ্রেণিকক্ষ ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিপিএমআই এখন বিদ্যুৎ বিভাগ

ও এর আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুরোপুরি সক্ষম। বিপিএমআই-এর মূল প্রশিক্ষণসমূহ এ ক্যাম্পাসে বা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে, সকল ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মানসম্পন্ন ওয়ার্কশপ, ল্যাবরেটরি ও সিমুলেটরসহ নানা সুবিধা প্রয়োজন। কেরাণীগঞ্জের মূল ক্যাম্পাসে এসব সুবিধা নিশ্চিত করা হবে, ফলে বিপিএমআই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে পরিণত হবে।

সমস্যাবলি

বিপিএমআই-এর কার্যক্রম পরিচালনার প্রায় ৩ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ইনস্টিটিউটটি প্রশিক্ষণের মান এবং পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিপিএমআই এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছে।

বিপিএমআই যে সকল সমস্যার মধ্য দিয়ে নিজের কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সেগুলো হচ্ছে:

- জনবলের স্বল্পতা
- পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব
- নিজস্ব ভবন না থাকা
- ক্লাস রুমের স্বল্পতা
- নিজস্ব ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপের অভাব
- বিভিন্ন বিষয়ের সিমুলেটর না থাকা
- যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব
- প্রশিক্ষার্থীদের যথাসময়ে ও চাহিত সংখ্যায় মনোনয়ন প্রদান না করা

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিপিএমআই প্রশিক্ষণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করার ফলে প্রশিক্ষার্থীরা যে কোন বিষয়ে আইসিটির সর্বোত্তম ব্যবহার শিখছে; যা ভবিষ্যতে আরও বাড়ানো হবে। এতে করে বিদ্যুৎখাতে আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কোর্স ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে এ সংস্থা তার নিজের পদচিহ্ন রেখে যেতে চায়। প্রশিক্ষণে এক্সারসাইজ, প্রাকটিস, গ্রুপ-ওয়ার্ক, ডাটা কালেকশন ও অ্যানালাইসিস, পারসোনাল ও গ্রুপ ইম্প্রভমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ ও বাস্তবায়নসহ প্রশিক্ষণের সর্বোত্তম পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের এবং গবেষণার কাজে সর্বাঙ্গিক অংশগ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে বিপিএমআই।

বিপিএমআই প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষমতা বাড়ানোর, প্রশিক্ষণের মানবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যেগুলো হচ্ছে:

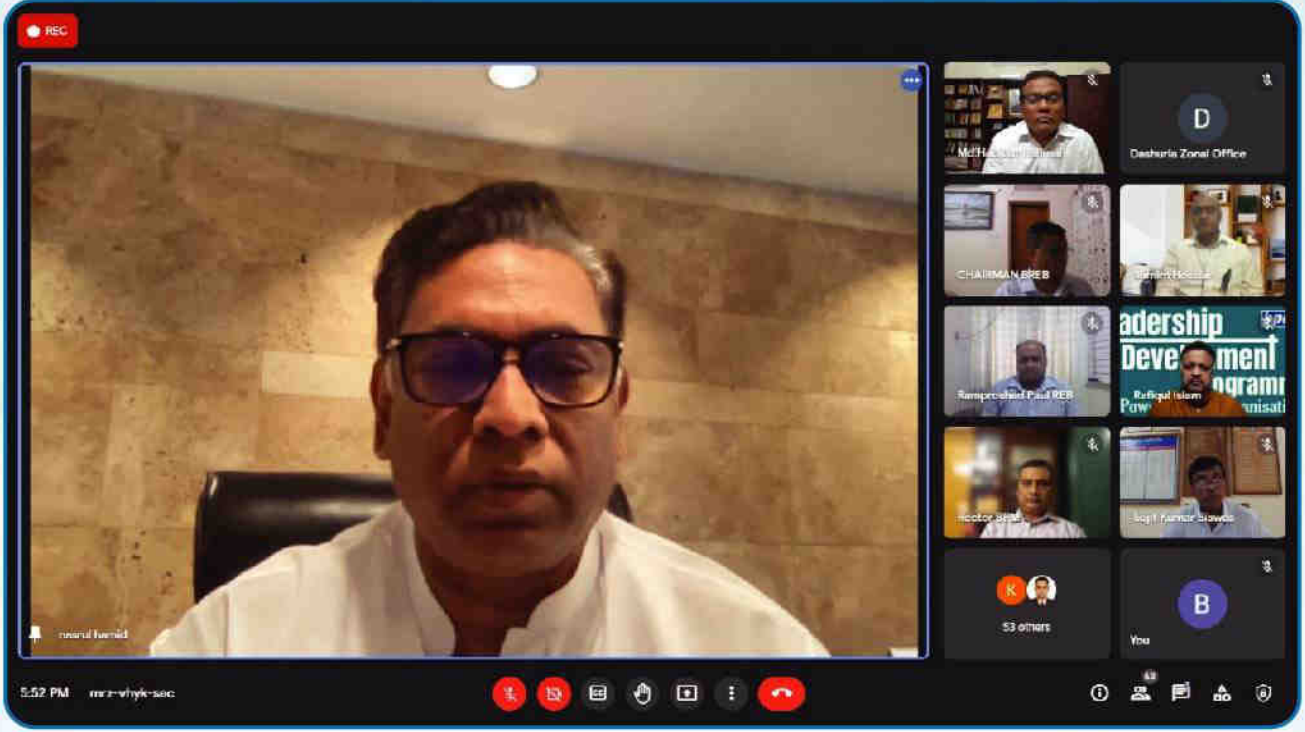
- ১) এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে বিদ্যুৎখাতে উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ, পেশাদার কর্মী বাহিনী তৈরির জন্য বিপিএমআই প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;
- ২) মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোর্স কারিকুলাম ও কোর্স ম্যাটেরিয়াল তৈরি করবে;
- ৩) কারিগরি, জনবল ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক উচ্চ দক্ষতার প্রশিক্ষক তৈরি করবে;
- ৪) বিদ্যুৎ সেक्टरের বেসরকারি খাতে কর্মরত জনবল-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ৫) বিদ্যুৎ খাতে প্রশিক্ষণের একটি মান নির্ধারণেও বিপিএমআই কাজ করবে;
- ৬) বিপিএমআই ভবিষ্যতে বিদ্যুৎখাতে সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান করবে। কনসালটেন্সি সার্ভিসের জন্য বিদেশ-নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলকে এক ছাতার তলায় আনা হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- ৭) বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য জনবল, আর্থিক, কারিগরিসহ নানা বিষয়ে রিসার্চ, স্টাডি পরিচালনা করা;
- ৮) কারিগরি সহায়তার জন্য দেশের সরকারি /বেসরকারি খাত এবং বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ভারত, জাপান, চীন, জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার জন্য এমওইউ সম্পাদনের জন্য বিপিএমআই আলোচনা অব্যাহত রেখেছে;

- ৯) কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত জনবল গড়ে তোলা হবে;
- ১০) বিদ্যুৎ বিষয়ে পরামর্শ বা বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা প্রদান করবে;
- ১১) স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেরাণীগঞ্জ ২৫ একর জমি নেয়া হয়েছে। ঐ স্থানে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিপিডিবি'র সহায়তায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে;
- ১২) সামগ্রিকভাবে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএমআই-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনস্টিটিউট বা সেন্টার অব এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

শুরু থেকেই বিপিএমআই কোর্স নির্ধারণ, কোর্স কারিকুলাম তৈরি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে উচ্চমান রক্ষার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের সহযোগিতায় বিপিএমআই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ভবিষ্যতে বিদেশি বিভিন্ন সমশ্রেণির প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে প্রয়োগের লক্ষ্যে বিপিএমআই সব সময় সচেষ্ট থাকবে।



কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা



বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত লিডারশিপ অনলাইন প্রশিক্ষণের ১৩ তম ব্যাচের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি



বিপিএমআই কর্তৃক আয়োজিত লিডারশিপ অনলাইন প্রশিক্ষণের ১৫ তম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস



নবনির্মিত রাজশাহী ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র



হাতে কলামে প্রশিক্ষণ



ভেড়ামারা ৪১০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র



খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ উৎপাদন



ষোড়শাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র



১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুশ্রম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে নিবিড়ভাবে তদারকির মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইজিসিবি এবং মারুবেনি এর মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষর

২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ২৫ হাজার ২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে গ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২২,০৩১ মেগাওয়াট, ক্যাপটিভ ২,৮০০ মেগাওয়াট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি (অফগ্রিড) ৪০৮ মেগাওয়াট।

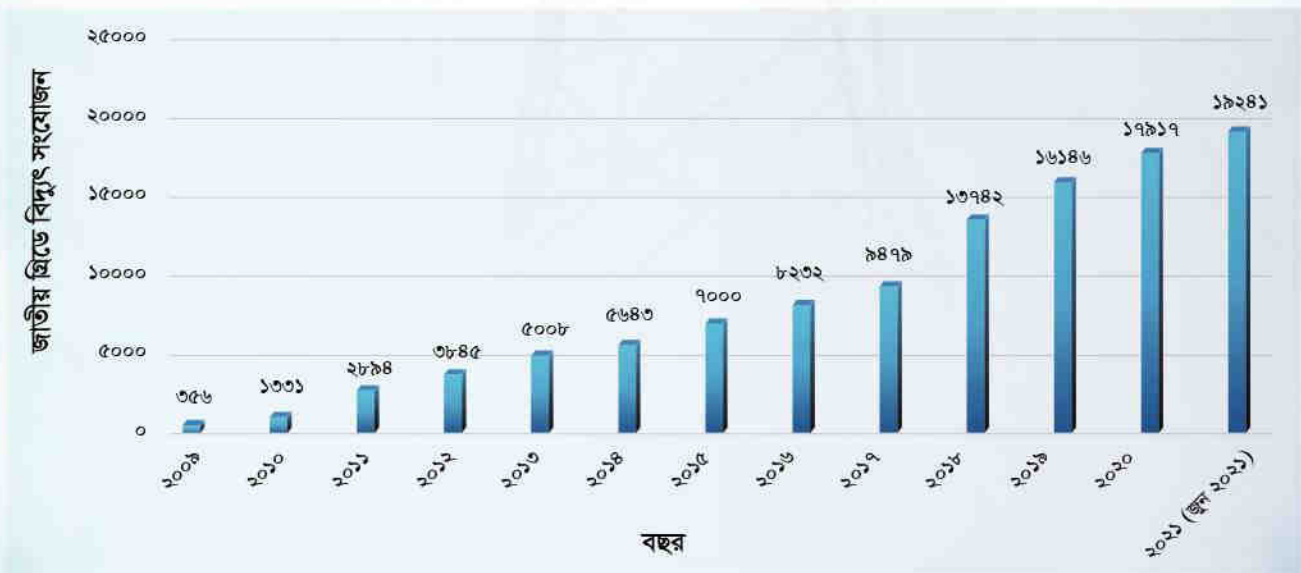
ক্রমিক নং	খাত		স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
ক	গ্রিড		২২,০৩১
খ	অফগ্রিড	ক্যাপটিভ	২,৮০০
		নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৪০৮
মোট			২৫,২৩৫

গ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২২,০৩১ মেগাওয়াট; এর মধ্যে সরকারি খাতে ১০,১৪৬ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৪৮১ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,২৪৪ মেগাওয়াট, বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্রমিক নং	খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	শতকরা হার
ক	সরকারি	১০,১৪৬	৪৬%
খ	বেসরকারি	৯,৪৮১	৪৩%
গ	যৌথ উদ্যোগ	১,২৪৪	৬%
ঘ	বিদ্যুৎ আমদানি	১,১৬০	৫%
মোট		২২,০৩১	

বর্তমানে আরও ১২ হাজার ৯৬৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৩৩৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকারি খাতে, ৩ হাজার ৭৩১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে এবং ৪ হাজার ৮৯৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারি খাতে নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ৩ হাজার ৪০৪ মেগাওয়াটের ২২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও ৩৩৩ মেগাওয়াটের ৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১১ হাজার ৮৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ৩২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৯,২৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৪০টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষমতা দেখানো হলো:

সাল (ক্যালেন্ডার)	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১ (জুন ২০২১)	মোট
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	৬৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১১৩২	১১৮৭	৩৭৬৩	২৪০৪	১৭৭১	১৩২৪	১৮,০৮১
বিদ্যুৎ আমদানি (মেগাওয়াট)	০	০	০	০	৫০০	০	০	১০০	৬০	৫০০	০	০	০	১,১৬০
মোট	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	১১৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১২৩২	১২৪৭	৪২৬৩	২৪০৪	১৭৭১	১৩২৪	১৯,২৪১



বছরভিত্তিক জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোজন (ক্রমপুঞ্জিভূত)

১.১ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৫১টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে; যার মোট ক্ষমতা ৩০,০২৯ মেগাওয়াট। তন্মধ্যে রয়েছে সরকারি খাতে ৫৩টি, যৌথ উদ্যোগে ৪টি, ভাড়াভিত্তিক ২০টি এবং আইপিপি ৭৪টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমানে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চিত্র দেখানো হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	৫৩	১১,৪৮১
যৌথ উদ্যোগ	৪	৪,৯৭৫
ভাড়াভিত্তিক	২০	১,৬৫৩
আইপিপি	৭৪	১১,৯২০
মোট	১৫১	৩০,০২৯

৩ হাজার ৪০৪ মেগাওয়াটের ২২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	১	৪৩৮
যৌথ উদ্যোগ	১	১০০
বেসরকারি	২০	২,৮৬৬
মোট	২২	৩,৪০৪

৩৩৩ মেগাওয়াটের ৭টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	১	১
যৌথ উদ্যোগ	২	১৩২
বেসরকারি	৪	২০০
মোট	৭	৩৩৩

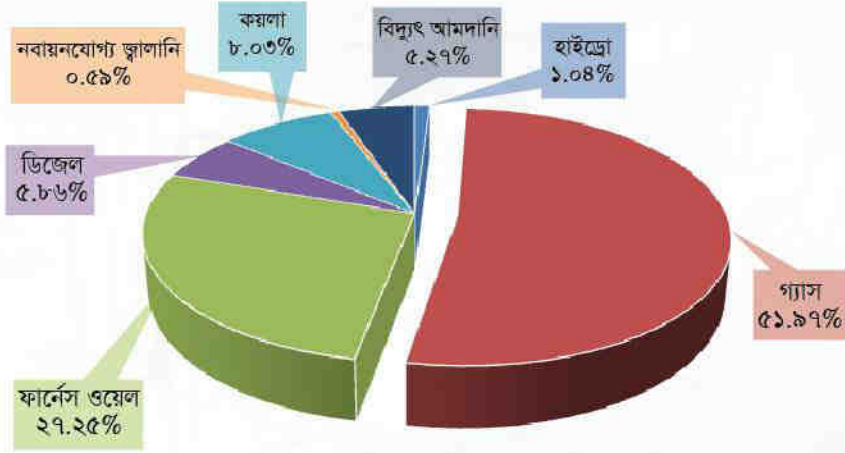
২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ পরিশিষ্ট 'ক', চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'খ' এবং নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট 'গ' তে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.২ জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

জুন ২০২১ সালে জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (গ্রিড) ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

জ্বালানির ধরন	সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
হাইড্রো	১	২৩০
গ্যাস	৬৫	১১,৪৫০
ফার্নেস ওয়েল	৬০	৬,০০৪
ডিজেল	১০	১,২৯০
কয়লা	৩	১,৭৬৮
নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৭	১২৯
বিদ্যুৎ আমদানি		১,১৬০
মোট	১৪৬	২২,০৩১

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড) ২২,০৩১ মেগাওয়াট

প্রযুক্তি	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
গ্যাস টারবাইন	১,২১১
রেসিপ্রোকটিং ইঞ্জিন	৮,৪০৫
সিটম টারবাইন	৩,২৬৮
কম্বাইন্ড সাইকেল	৭,৬২৮
পানিভিত্তিক	২৩০
সোলার	১২৯
বিদ্যুৎ আমদানি	১,১৬০
মোট	২২,০৩১

প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড) ২২,০৩১ মেগাওয়াট

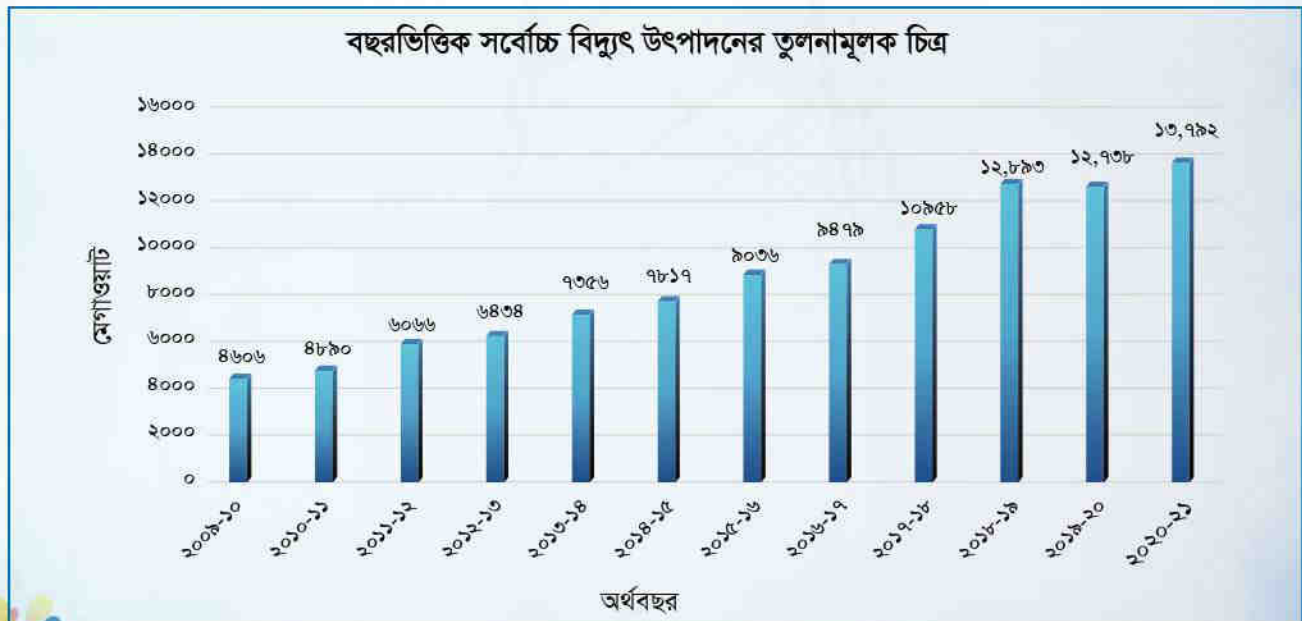
১.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি খাতে ৯,৭১৭ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৮,৮৮৪ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ৬২২ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২০,৩৮৩ মেগাওয়াট। ২০২০-২১ অর্থবছরে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ১০,১৪৬ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৪৮১ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,২৪৪ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ ২২,০৩১ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৮% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৬০৬ মেগাওয়াট। যা ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়ে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ ১৩,৭৯২ মেগাওয়াটে (২৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে) দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে তীব্র গরম এবং সেচের কারণে প্রতিবছর বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং সে আলোকে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে ২০২০-২১ সালে করোনা মহামারির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্কুল, কলেজ, কলকারখানা বন্ধ থাকায় বিদ্যুতের চাহিদা প্রক্ষেপণ থেকে কম ছিল। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো:

অর্থবছর	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৪,৬০৬
২০১০-১১	৪,৮৯০
২০১১-১২	৬,০৬৬
২০১২-১৩	৬,৪৩৪
২০১৩-১৪	৭,৩৫৬
২০১৪-১৫	৭,৮১৭
২০১৫-১৬	৯,০৩৬
২০১৬-১৭	৯,৪৭৯
২০১৭-১৮	১০,৯৫৮
২০১৮-১৯	১২,৮৯৩
২০১৯-২০	১২,৭৩৮
২০২০-২১	১৩,৭৯২

বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র

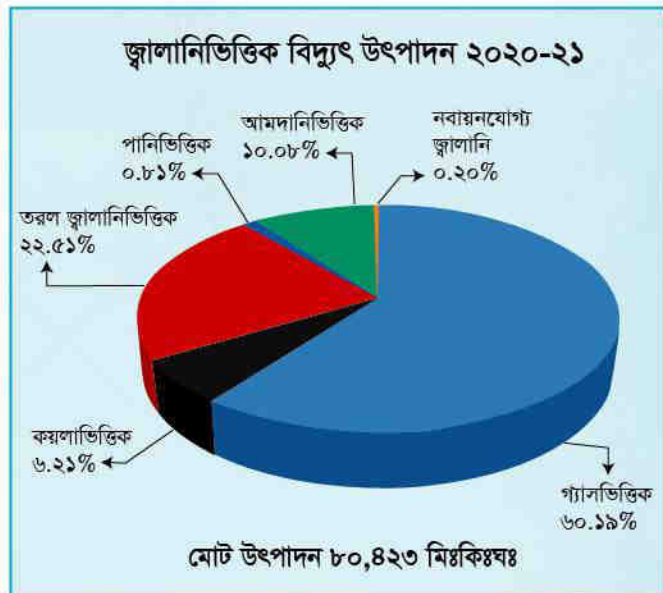
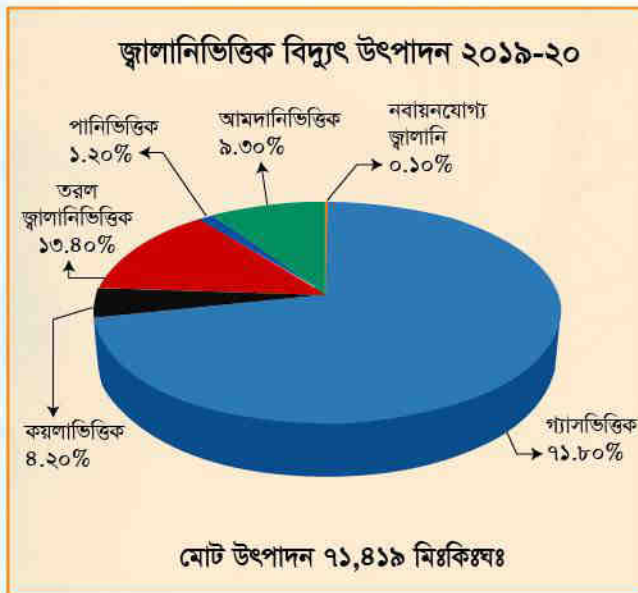


১.৪ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

জ্বালানি নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের একক জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্র্যতাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০.১৯ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল প্রায় ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হলো:

অর্থবছর	মোট উৎপাদন (বি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাসভিত্তিক (%)	কয়লাভিত্তিক (%)	তরল জ্বালানি ভিত্তিক (%)	পানিভিত্তিক (%)	আমদানি ভিত্তিক (%)	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (%)
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--	
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--	
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--	
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--	
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--	
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭	
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৯০	১.২৩	৭.৩৭	
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩	৬৮.৬৩	১.৬২	২০.৫৭	১.৮৪	৭.৩২	
২০১৬-১৭	৫৭,২৭৬	৬৬.৪৪	১.৭৬	২১.৯৬	১.৭১	৮.১৩	
২০১৭-১৮	৬২,৬৭৮	৬৩.৩১	২.৭০	২৪.৭২	১.৬৩	৭.৬৩	০.০১
২০১৮-১৯	৭০,৫৩৩	৬৮.৪৯	১.৭৪	১৯.০৭	১.০৩	৯.৬২	০.০৫
২০১৯-২০	৭১,৪১৯	৭১.৮০	৪.২০	১৩.৪০	১.২০	৯.৩০	০.১০
২০২০-২১	৮০,৪২৩	৬০.১৯	৬.২১	২২.৫১	০.৮১	১০.০৮	০.২০

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার



২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৭১,৪১৯ মিগাকিঃঘঃ (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা) নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০,৪২৩ মিগাকিঃঘঃ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৯,০০৪ মিগাকিঃঘঃ নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৫.০ পরিকল্পনাধীন গ্যাস / এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন গ্যাস / এলএনজি ভিত্তিক ৮,০৭৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা ৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১	হরিপুর ২৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
২	সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৩	ঘোড়াশাল ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৪	গজারিয়া ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	আরপিসি এল	এলএনজি	জুন ২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৫	সোনাগাজী, ফেনী ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	ইজিসিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৮	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৬	ভেড়ামারা ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০৩০	প্রাথমিক কাজ চলছে
৭	পায়রা ৩×১২০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	২৪০০	যৌথ উদ্যোগ	এলএনজি	জুন ২০২৪ জুন ২০২৭	Siemens Ges NWPGCL এর মধ্যে JDA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন
৮	মহেশখালি ৩×১২০০ মেগাওয়াট এলএনজিভিত্তিক সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	২৪০০	যৌথ উদ্যোগ	এলএনজি	জুন ২০২৬ জুন ২০২৮	GE Ges BPDB- এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
৯	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	৬০০	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	এলএনজি	জুন ২০২৮	প্রকল্পের Feasibility Study Ges ESIA Study এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে

মোট ৮,০৭৫

১.৫.১ নির্মাণাধীন গ্যাস / এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

গ্যাস/ এলএনজি ভিত্তিক ৩,৭৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মাগিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং	৪০৯	বিপিডিবি	গ্যাস	আগস্ট ২০২১	৯৪%
০২	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (এস টি ইউনিট)	১৫৬	বিপিডিবি	গ্যাস	সেপ্টেম্বর ২০২১	৯৮%
০৩	আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব)	৪০০	বিপিডিবি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২১	৮০%
০৪	রূপসা ৮০০ (২*৪০০) মেগাওয়াট সিসিপিপি	৮৮০	বিপিডিবি	এলএনজি	১ম ইউনিটঃ মে ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৩	৩৮%
০৫	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৮৩	আইপিপি	এলএনজি	১৬ আগস্ট ২০২২	৩৩%
০৬	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৮৪	আইপিপি	এলএনজি	৩১ আগস্ট ২০২২	২০%
০৭	মেঘনাঘাট ৭১৮ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৭১৮	আইপিপি	এলএনজি	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৪২%
	সর্বমোট	৩,৭৩০				



সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মেগাওয়াট ফটোভোলটাইক সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.৫.২ দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস / এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক ১,৫২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মাগিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১	রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪৩৮	বিপিডিবি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৩	০৬-০৬-২০২১ তারিখে NOA ইস্যু করা হয়েছে।
০২	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৩	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
০৩	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪৫০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	জুন ২০২৪	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৪	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৯০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	জুন ২০২৪	২৫/০২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
	সর্বমোট	১,৫২৮				

১.৬.০ পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ২,৫২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মাগিকানা	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১৩২০	বিপিডিবি	জুন ২০২৭	২য় ধাপের দরপত্র আহবানের জন্য অপেক্ষমাণ।
০২	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১২০০	সিপিজিসিবিএল	জুন ২০২৯	Feasibility Study চলাচ্ছে।
	মোট	২,৫২০			



সিরাজগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (হাব)

১.৬.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পায়রা, পটুয়াখালি ১,২০০-১,৩২০ মেগাওয়াটের ২টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল ১,২৪০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ৬১২x২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পসহ সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ৭,০৯৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।

মিরসরাই ১,২৪০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের (হাংবু, চায়না) দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিম্নে কয়লাভিত্তিক নির্মাণাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তথ্য দেয়া হলো:

১.৬.২ নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৭,০৯৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়)	১২০০	সিপিজিসিবিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	৪২%
০২	মৈত্রী সুপার ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২৪০	বিআইএফপিসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২২ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২২	৬৫%
০৩	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২৪৭	আরএনপিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৩	৩০%
০৪	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১২৪৪	বিআইএফপিসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জুন ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৩	২০%
০৫	বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই ২০২২	৫৫%
০৬	চট্টগ্রাম ২x৬১২ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প	১২২৪	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	৭৩%
০৭	ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬৩৫	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৬	২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
সর্বমোট (সরকারি খাত)		৭,০৯৭ মেগাওয়াট				

১.৬.৩ দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক ১,২৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মাগিকানা	জ্বালানি	চাণুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	মিরসরাই ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (হাংবু, চায়না)	১২৪০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৬	২৭/০৩/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
	মোট	১,২৪০				



বগুড়া ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ সঞ্চালন

মংলা-বাগেরহাট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন

২.০ বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাত

দেশের বিদ্যুৎখাতে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে ১৯৯৬ সালের ২১শে নভেম্বর পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। পিজিসিবি নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং উক্ত সঞ্চালন সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আন্তঃদেশীয় সঞ্চালন গ্রিড লাইন নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিজিসিবি সারাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রাপ্তে পৌঁছে দিয়ে থাকে।

২.১ এক নজরে সঞ্চালন খাত

- ৪০০ কেভি আন্তঃদেশীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র : ১টি (২x৫০০ মেগাওয়াট HVDC Back to Back স্টেশন)

মোট সঞ্চালন লাইন	: ১২,৮৩৬ সার্কিট কিলোমিটার
৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৯৫০ সার্কিট কিলোমিটার
২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩,৬৫৮ সার্কিট কিলোমিটার
১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৮,২২৮ সার্কিট কিলোমিটার

- গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা : ৫০,৩৫৯ এমভিএ
- ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৪টি (৩,৭৭০ এমভিএ)
- ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০২টি (১,৩০০ এমভিএ)
- ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ২৮টি (১৫,১৭৫ এমভিএ)
- ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৩টি (৯১০ এমভিএ)
- ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ১৫৬টি (২৯,২০৪ এমভিএ)

সঞ্চালন অবকাঠামোর সংস্কারিক বিবরণ

সংস্থার নাম	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিলোমিটার)
পিজিসিবি	৪২,৫৩৭	১২,৬৯৪.৩৪
ডিপিডিসি	২,৯৯৫	৯৮.২০
ডেসকো	১,৬৮০	৪৩.৩৭
বাবিউবো	৫৭২.৬	
এপিএসসিএল	১০৬৬	
বাল্ক কনজিউমার	১,৫০৮	
সর্বমোট	৫০,৩৫৯	১২,৮৩৬.৯১

২০২০-২১ অর্থবছরে সঞ্চালন খাতে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ:

পিজিসিবি:

- নতুন সঞ্চালন লাইন (এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) : ৫০৩ সার্কিট কিলোমিটার
- উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি (এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী) : ২,৯১০ এমভিএ

* এছাড়া জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের বিভিন্ন উপকেন্দ্রে পিজিসিবির ওএলএম এর অধীনে আরো ৩৮৭ এমভিএ ক্ষমতার ট্রান্সফরমার জরুরি রিনোভেশন ও আপগ্রেডেশন কাজের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে।

ডিপিডিসি এবং ডেসকো:

- নতুন সঞ্চালন লাইন : ৫০ সার্কিট কিলোমিটার (১৩২ কেভি)
- উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি : ১,৭৮৫ এমভিএ (১৩২/৩৩ কেভি)

২.২ গত ২০২০-২১ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- ভেড়ামারা-বহরমপুর (বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত) ২য় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ
- বিএসআরএম-মীরসরাই ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ
- কেরাণীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ
- বরগুনা জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

ভেড়ামারা-বহরমপুর (বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত) ২য় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের মাধ্যমে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে এইচভিডিসি ব্লক-২ এর কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে এইচভিডিসি দ্বিতীয় ব্লক এর কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের এইচভিডিসি ব্লক-১ এবং ব্লক-২ এর মাধ্যমে মোট ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্যভাবে আমদানি করা হচ্ছে। ভেড়ামারা-বহরমপুর ১ম ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের দুটি সার্কিট সচল থাকার পাশাপাশি ভেড়ামারা-বহরমপুর (বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত) ২য় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন চালু হওয়ায় ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নতা ও নির্ভরযোগ্যতা আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে:

- ভেড়ামারা এইচভিডিসি স্টেশনের Reliability বৃদ্ধি করেছে;
- ভারত থেকে পূর্ণ ক্ষমতায় ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করার ক্ষেত্রে সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে শিল্প এলাকায় মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে;
- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, যা সরকার কর্তৃক দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করবে;
- নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
- ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তৈরি হবে;
- এছাড়াও দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়নে অবদান রাখবে।

বিএসআরএম-মীরসরাই ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন) বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ চ্যানেলের উপকূল রেখার ২৫ কিলোমিটার জুড়ে ফেনী নদীর মুখে অবস্থিত মীরসরাই, সীতাকুণ্ড ও সোনাগাজী উপজেলা তিনটির প্রায় ৩০,০০০ একর জমিতে গড়ে তোলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর (বিএসএমএসএন)। বিপুল সংখ্যক শিল্প, বাণিজ্যিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য একটি সম্ভাবনাময় আকর্ষণীয় স্থান হওয়ায় চট্টগ্রাম বিএসএমএসএন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের অন্যতম উপযুক্ত স্থান। দেশের প্রথম পরিকল্পিত শহর বিএসএমএসএন বিশ্বমানের ব্যবসা ও শিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবে। সমুদ্র বন্দর, রেল যোগাযোগ, মেরিন ড্রাইভ, আবাসিক অঞ্চল, পর্যটন উদ্যান, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিসহ এই শিল্প নগরী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বেঙ্গা কর্তৃক প্রক্ষেপিত চাহিদা অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বিএসএমএসএন এলাকায় বিদ্যুৎ চাহিদা হবে ১,৪০০ মেগাওয়াট। উক্ত চাহিদামত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য বিএসআরএম-মীরসরাই ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে:

- বাংলাদেশের প্রথম শিল্পনগরে উক্ত লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে;
- বিএসএমএসএন ও আশেপাশের এলাকায় নবায়নযোগ্যসহ অন্যান্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইন্ডাকুয়েশন করা সম্ভব হবে;
- ৪০০ কেভি সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ফলে বেঙ্গা শিল্প এলাকায় মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে;

- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করবে;
- নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
- ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ফেনী, চট্টগ্রাম এলাকায় নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হবে;
- এছাড়াও দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়নে অবদান রাখবে।

কেরাণীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ, দোহার এবং মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাসহ আশেপাশের এলাকায় ইতঃপূর্বে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ৩৩ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হতো না। ফলশ্রুতিতে উক্ত এলাকাসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটত এবং সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হতো। উক্ত সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রীনগর ও নবাবগঞ্জ এলাকায় দুটি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং কেরাণীগঞ্জ ২৩০/১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র হতে উক্ত গ্রিডসমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ঢাকা শহরের নিকটবর্তী হওয়ায় কেরাণীগঞ্জ এলাকাটিও শিল্প-কলকারখানা সমৃদ্ধ এলাকা। এছাড়াও উক্ত এলাকায় একাধিক আবাসন প্রকল্প চলমান রয়েছে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর উক্ত এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে যা নির্মিত নতুন সঞ্চালন অবকাঠামোর মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হবে।

উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে:

- কেরাণীগঞ্জ উপজেলাসহ আশেপাশের অন্যান্য জেলার চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে;
- কেরাণীগঞ্জ এলাকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক আরো শক্তিশালী হয়েছে, যার মাধ্যমে উক্ত এলাকায় স্থাপিত একাধিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইন্ডাকুয়েশন এর Reliability বৃদ্ধি পেয়েছে;
- পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর উক্ত এলাকার বিদ্যুতের বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে;
- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাবে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করবে;
- নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে;
- ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কেরাণীগঞ্জ ও আশেপাশের জেলাসমূহের বিভিন্ন এলাকায় নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

বরগুনা জেলায় ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ

বরগুনা জেলায় ইতঃপূর্বে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। ৩৩ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা ছিল প্রকট। পাশাপাশি চাহিদামত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হত না এবং বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি ছিল। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা হওয়ায় বিভিন্ন সময় ঝড়ের কারণে ৩-৪ দিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ থাকত। ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। এতে উক্ত এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। উক্ত অবকাঠামো নির্মাণের আওতায় নির্মিত বাকেরগঞ্জ হতে বরগুনা পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিলোমিটার ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এর মাধ্যমে বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রটি জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হয়েছে।

উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছে:

- বরগুনা জেলা প্রথমবারের মত ১৩২ কেভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে জেলার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কাছে চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে;
- বরগুনা জেলায় চাহিদামত নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে;
- এই অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে বরগুনা জেলার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি হয়েছে;
- এ এলাকার ৩৩ কেভি লোভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হয়েছে;
- এই লাইন নির্মাণের ফলে বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের লসের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে;
- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সরকারের দারিদ্র বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে।

২.৩ বিগত এক বছরে সঞ্চালন খাতে (পিজিসিবি ও অন্যান্য সংস্থাসহ) নির্মিত নতুন অবকাঠামোসমূহ

● ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০২টি (১,৫০০ এমভিএ)
● ২৩০ কেভি সুইচিং উপকেন্দ্র	: ০১টি
● ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ১১টি (২,১৯০ এমভিএ)
● উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন	: ১,৩৯২ এমভিএ
● ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৮৮.৬৫ সার্কিট কিলোমিটার
● ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৪৬৩.৯৯ সার্কিট কিলোমিটার
● ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতাবর্ধন	: ৯১.৫৬ সার্কিট কিলোমিটার

২.৪ আন্তর্গদেশীয় গ্রিড সংযোগ ও বিদ্যুৎ আমদানি

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) বিদ্যুতের আন্তর্গদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন কাজ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পিজিসিবি ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তর্গদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন করেছে। বর্তমানে ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

বর্তমানে ভেড়ামারায় বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্রের ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিরবচ্ছিন্ন এবং নির্ভরযোগ্যভাবে আমদানির লক্ষ্যে ভেড়ামারা-বহরমপুর আরেকটি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন চালু করা হয়েছে। ভেড়ামারা-বহরমপুর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের দুটি সার্কিট সচল থাকায় N-1 Contingency নিশ্চিত করে পূর্ণ ক্ষমতায় ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে। এতে ভেড়ামারা এইচভিডিসি স্টেশনের Reliability বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খণ্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে। গত ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে বাবিউবো ও আদানি গ্রুপের মধ্যে PPA এবং বাংলাদেশ সরকার, পিজিসিবি ও আদানি গ্রুপের মধ্যে IA স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ ১,৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। উক্ত বিদ্যুৎ আমদানির জন্য বাংলাদেশ অংশের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং জিওবি এর অর্থায়নে দুটি প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে উভয় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

২.৫ ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি)

বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত বিগত এক দশকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্য পূরণে নির্মিত হচ্ছে নতুন সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ অবকাঠামো। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টারের (এনএলডিসি) কার্যক্রম পরিচালনের মাধ্যমে সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। এনএলডিসিতে প্রধানত চারটি কাজ করা হয়:

- জাতীয় গ্রিডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডিসপ্যাচিং
- এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- এলডিসি কমিউনিকেশন সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের প্রোটেকশন ও মিটারিং নিশ্চিতকরণ

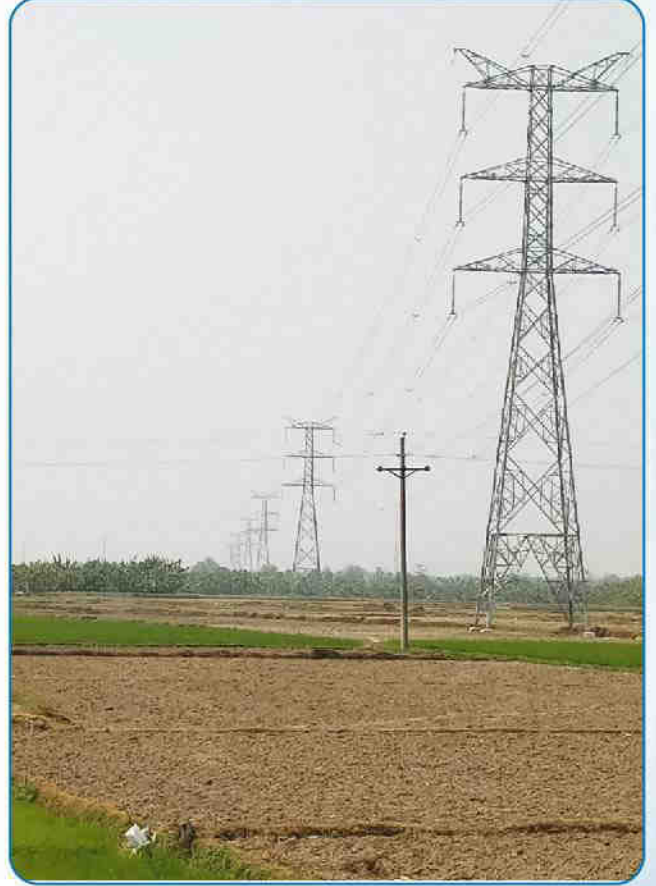
আধুনিক Delta VPS এবং অপারেটর কনসোলার মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিকভাবে মোট ২১,১৮০ মেগাওয়াটের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের ১৪২টির বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তাৎক্ষণিক উৎপাদন পরিস্থিতি মনিটর করেন। একইসাথে প্রায় ১২,৮৩৬ সার্কিট কিলোমিটার বিস্তৃত ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন এবং মোট ১৯৩টি গ্রিড উপকেন্দ্রসহ যাবতীয় সঞ্চালন অবকাঠামো পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও এনএলডিসি হতে ২x৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ভেড়ামারা এইচভিডিসি ব্যাক টু ব্যাক উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের বহরমপুর হতে

আমদানিকৃত বিদ্যুৎ এবং কুমিল্লা দক্ষিণ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা হতে আমদানিকৃত বিদ্যুতের চাহিদা প্রদান, সার্বক্ষণিক প্রবাহ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বাংলাদেশের পাওয়ার সিস্টেমের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলার প্রথম ধাপ (প্রাইমারি কন্ট্রোল) তথা গভর্নর কন্ট্রোলারের মাধ্যমে Free Governor Mode of Operation (FGMO)-তে প্লান্টসমূহ চালনা করার কোন বিকল্প নেই। বাবিউবো এবং পিজিসিবির যৌথ প্রচেষ্টা ও দিক নির্দেশনায় এখন পর্যন্ত ২৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে, যা থেকে প্রায় ৪০০-৪২০ মেগাওয়াট স্পিনিং রিজার্ভ রাখা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি ভেরিয়েশন ব্যান্ড ২.৫ হার্জ থেকে কমিয়ে ১.৫ হার্জ এ আনা সম্ভব হয়েছে। বাবিউবো এবং পিজিসিবির এই যৌথ প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে, যাতে সম্ভাব্য সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীল করে গ্রাহকদের মানসম্মত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা যায়।

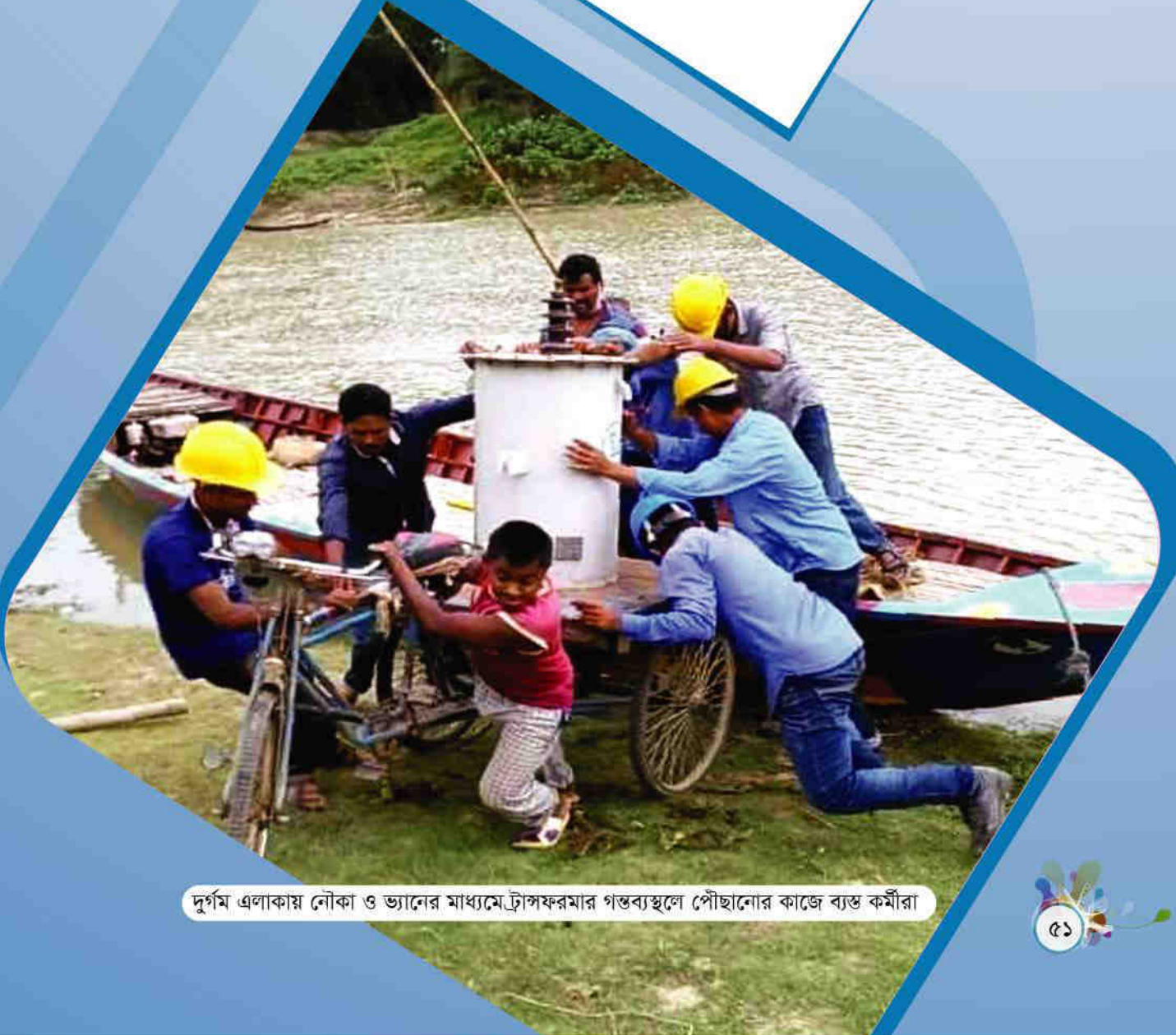
বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের উপর স্থাপিত দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে দেশের অন্যতম বৃহত্তম অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে এনএলডিসির SCADA System এ সংযুক্ত করেছে।

ওভারহেড অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে স্থাপিত এ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তুলনামূলক বেশি নিরাপদ, দ্রুতগতির ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য হটলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে এনএলডিসির নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ড অপারেটররা খুব সহজে যে কোন বিদ্যুৎ স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সংরক্ষণ কাজে সময় ও রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, সশস্ত্রী ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি ও এর অধীন এনএলডিসি নিরলসভাবে কাজ করেছে।



রাজশাহী-ঈশ্বরদী ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন

বিদ্যুৎ বিতরণ



দুর্গম এলাকায় নৌকা ও ভ্যানের মাধ্যমে ট্রান্সফরমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর কাজে ব্যস্ত কর্মীরা

৩.০ বিতরণ খাত

গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) এই ছয়টি সংস্থা/কোম্পানি।

৩.১ বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। একদিকে যেমন সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রামে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিতরণ লাইনসহ প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র, অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, অপরদিকে উন্নত সেবা প্রদানে উপকেন্দ্র, লাইন ও অবকাঠামোর ক্ষমতাবর্ধন, প্রি-পেইড/স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ নানা ধরনের ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৩.২.০ গ্রাহক সংখ্যা

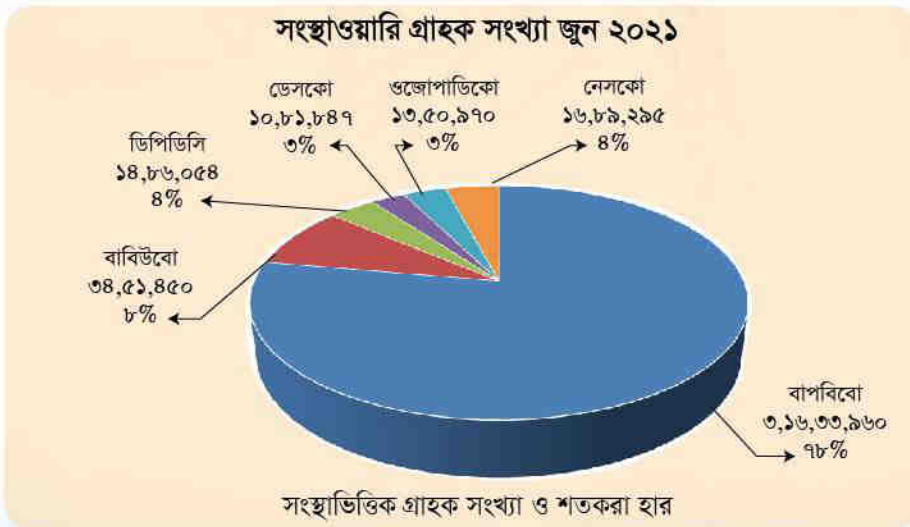
সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে বিগত একযুগে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিতরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪ কোটি ৭ লক্ষ দাঁড়িয়েছে।

৩.২.১ সংস্থাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

বিগত এক বছরে প্রায় ৩৪ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎখাতে বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৭ লক্ষ দাঁড়িয়েছে; যার ৭৮ শতাংশ গ্রাহকই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

সংস্থাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা ও শতকরা হার

সংস্থার নাম	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
বাপবিবো	৩,১৬,৩৩,৯৬০	৭৭.৭৪%
বাবিউবো	৩৪,৫১,৪৫০	৮.৪৮%
ডিপিডিসি	১৪,৮৬,০৫৪	৩.৬৫%
ডেসকো	১০,৮১,৮৪৭	২.৬৬%
ওজোপাডিকো	১৩,৫০,৯৭০	৩.৩২%
নেসকো	১৬,৮৯,২৯৫	৪.১৫%
মোট	৪,০৬,৯৩,৫৭৬	১০০%



৩.৩ বিতরণ লাইন

বর্তমানে ছয়টি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১২ হাজার কিলোমিটার। ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩৪ হাজার ৮৩১ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে সংস্থাভিত্তিক ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বিতরণ লাইনের তুলনামূলক চিত্র ছকে দেখানো হলো:

সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন

সংস্থার নাম	বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কিলোমিটার)	
	২০১৯-২০	২০২০-২১
বাপবিবো	৪,৯৯,২৮৩	৫,৩০,৯০৮
বাবিউবো	৩৩,৬৪০	৩৫,৫৬৫
ডিপিডিসি	৫,৭৪১	৫,৮১০
ডেসকো	৫,২৩৫	৫,৩৫৬
ওজোপাডিকো	১১,৮৩০	১২,১৪০
নেসকো	২১,৭৫০	২২,৫৩১
মোট	৫,৭৭,৪৭৯	৬,১২,৩১০



দুর্যোগে আলোর গেরিলা টিমের কার্যক্রম

৩.৪ বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন/উপকেন্দ্র এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন করছে। এতে করে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

৩.৫ সিস্টেম লস

উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট পৌঁছাতে সক্ষমতা ও বিতরণ পর্যায়ে সিস্টেম লস হয়ে থাকে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম গ্রহণসহ বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা নিয়মিত তদারকি করা হয়; ফলে বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৬.৮৫% হতে ৫.৭৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১১.১১% হয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

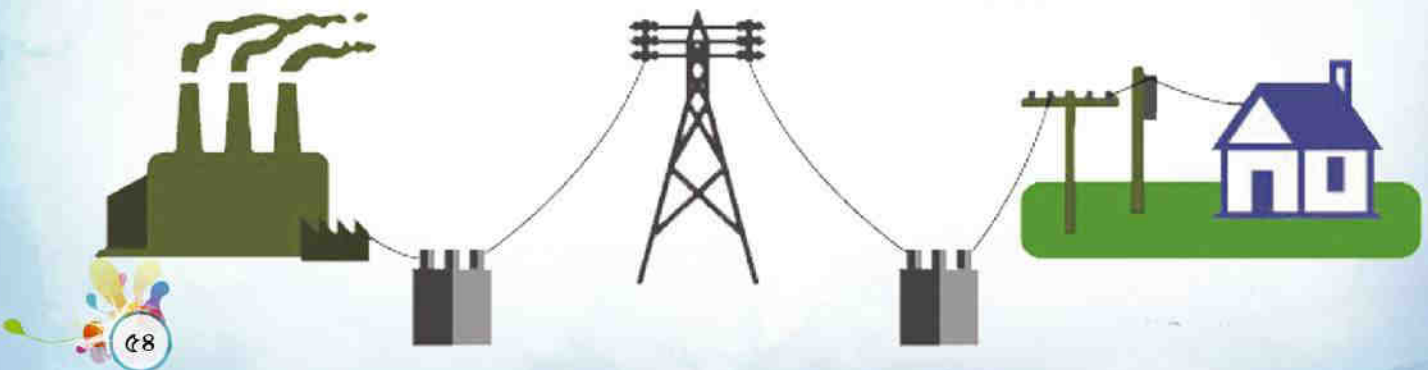
অর্থবছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%
২০১৫-১৬	১০.৯৬%	১৩.১০%
২০১৬-১৭	৯.৯৮%	১২.১৯%
২০১৭-১৮	৯.৬০%	১১.৮৭%
২০১৮-১৯	৯.৩৫%	১১.৯৬%
২০১৯-২০	৮.৭৩%	১১.২৩%
২০২০-২১	৮.৪৮%	১১.১১%

অর্থবছরভিত্তিক সামগ্রিক সিস্টেম লস

২০০৮-০৯ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



অর্থবছরভিত্তিক সামগ্রিক সিস্টেম লস



৩.৫.১ সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লস

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নেসকো ব্যতীত বাপবিবো, বাবিউবো, ডিপিডিসি, ডেসকো ও ওজোপাডিকো বিতরণ লস ইতোমধ্যে সিঙ্গেল ডিজিটে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সামগ্রিক বিতরণ লসের লক্ষ্যমাত্রা ৯.০০% এর বিপরীতে জুন ২০২১ পর্যন্ত অর্জিত বিতরণ লসের অর্জন ৮.৪৮%। নিম্নের টেবিলে সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংস্থা/ কোম্পানিভিত্তিক ও মোট বিতরণ লসের অর্জন দেখানো হল:

সংস্থার নাম	সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা	সিস্টেম লস (%)
বাবিউবো	৯.১০	৮.৫০
বাপবিবো	৯.৯৮	৯.৬৭
ডিপিডিসি	৭.২০	৬.৭৭
ডেসকো	৭.০০	৫.৫৮
ওজোপাডিকো	৮.৯০	৭.৮৮
নেসকো	১০.৫০	১০.৪৯
সামগ্রিক বিতরণ লস	৯.০০	৮.৪৮

২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থাভিত্তিক বিতরণ সিস্টেম লস

৩.৬ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

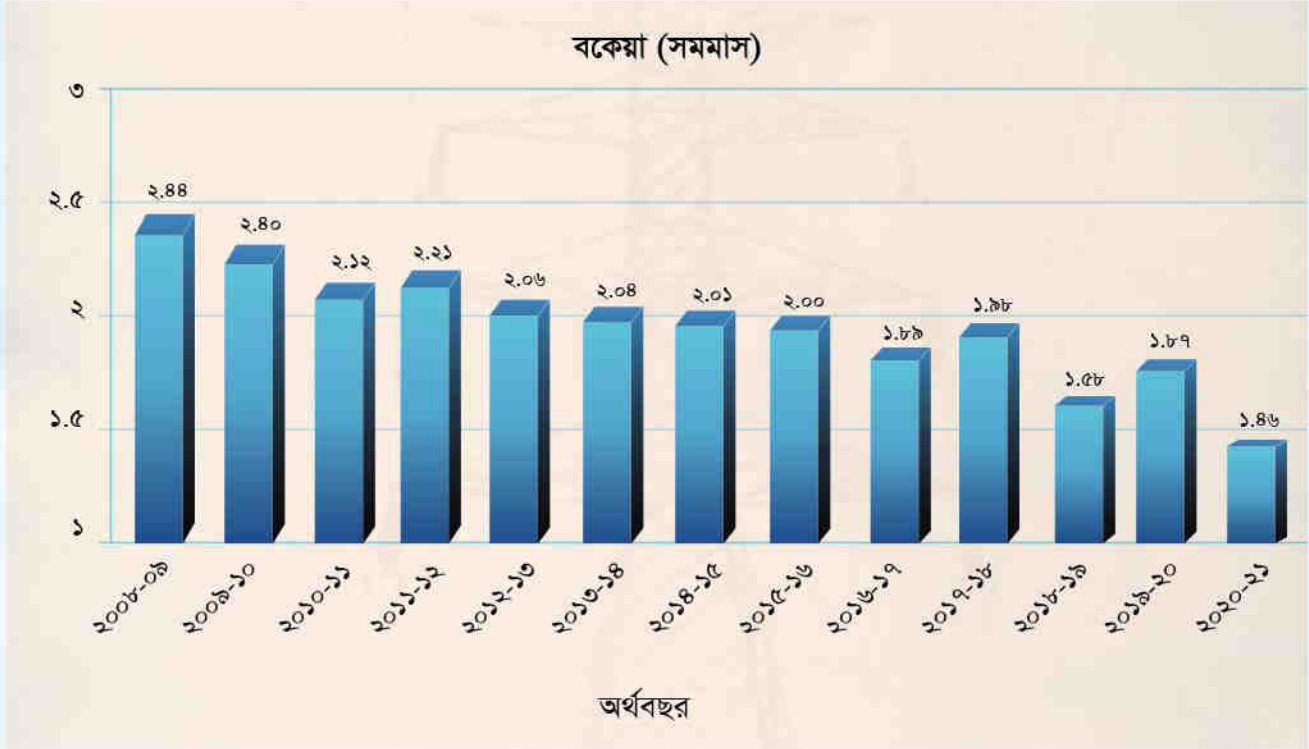
বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে।

নিম্নে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৮৯
২০১৭-১৮	১.৯৮
২০১৮-১৯	১.৫৮
২০১৯-২০	১.৮৭
২০২০-২১	১.৪৬

অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো:



অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

৩.৬.১ সংস্থান্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০২০-২১ অর্থবছরে বিতরণ খাতের সমন্বিত বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ১.৮৬ সমমাসে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। বিদ্যুতের সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক বকেয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংস্থা/কোম্পানির বকেয়ার অর্জন নিম্নে দেওয়া হল:

সংস্থার নাম	বকেয়ার লক্ষ্যমাত্রা (সমমাস)	বকেয়া (সমমাস)
বাবিউবো	২.৫০	২.২৩
বাপবিবো	১.৫০	১.০৫
ডিপিডিসি	২.০০	১.৮৮
ডেসকো	২.০০	১.৮০
ওজোপাডিকো	২.৮৫	১.৮৮
নেসকো	৩.০০	২.৮৮
মোট বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া	১.৯৩	১.৮৬

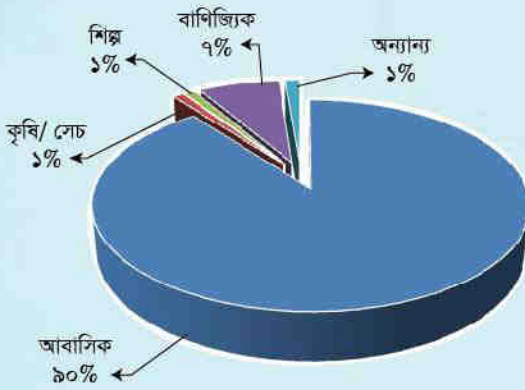
২০২০-২১ অর্থবছরে বিতরণ খাতের বকেয়া (সমমাস)



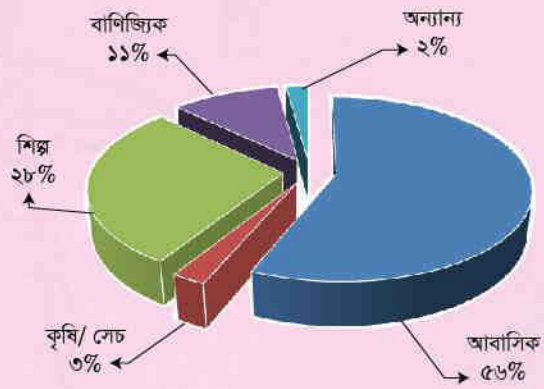
৩.৭ উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহার

বিগত ১২ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। ইতোমধ্যে দেশের শতকরা ৯৯.৫ ভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিগত ১২ বছরে ২ কোটি ৯৮ লক্ষ নতুন বিদ্যুৎ গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যার অধিকাংশই পল্লী এলাকার আবাসিক গ্রাহক। ফলে বর্তমানে দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের (গ্রিড) একটি বড় অংশ ব্যবহার হচ্ছে আবাসিক খাতে। অপরদিকে শিল্প গ্রাহকদের একটা অংশ গ্রিডে সংযুক্ত বিদ্যুতের পরিবর্তে নিজস্ব ক্যাপটিভ (২,৮০০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুতের মোট ৪ কোটি ৭ লক্ষ গ্রিডে সংযুক্ত গ্রাহকের ৯০% আবাসিক গ্রাহক মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের শতকরা ৫৬ ভাগ এবং ৮% শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহক মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের শতকরা ৩৯ ভাগ বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে।

খাত-ওয়ারি বিদ্যুতের গ্রাহক (২০২০-২১)



খাত-ওয়ারি বিদ্যুতের ব্যবহার (২০২০-২১)



শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা
আবাসিক	৩,৬৪,৯০,৩৭৮
কৃষি/সেচ	৩,৮৪,৭৩১
শিল্প	৩,৭৯,৮৯২
বাণিজ্যিক	২৯,১৪,৫০৫
অন্যান্য	৫,২৪,০৭০
মোট	৪,০৬,৯৩,৫৭৬

শ্রেণি	বিদ্যুতের ব্যবহার (মিঃ কিঃ ঘন্টা)
আবাসিক	৪০৩২৪.৮৪
কৃষি/সেচ	১৭৩৭.০৭
শিল্প	২০২৯৯.৫৩
বাণিজ্যিক	৭৫৬৩.৭৫
অন্যান্য	১৫৪৪.৮৪
মোট	৭১,৪৭০.০৪





১৯ জুন ২০২১ তারিখ চীনের সহযোগিতায় ডিপিডিসি এলাকায় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য সুবিধা তৈরি ও বিদ্যুৎ বিতরণ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “Expansion and Strengthening of Power System Network under DPDC area” প্রকল্পের আওতায় ঢাকার পরিবাগস্থ হাতিরপুল পাওয়ার হাউজ ক্যাম্পাসে “ধানমন্ডি টুইন টাওয়ার” ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি।



মোংলা-বাগেরহাট ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সম্বলন লাইন

বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ



শেড়ামারা ৪১০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৪.০ বিনিয়োগ কৌশল:

অন্যান্য খাতের তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন বিধায় পূর্বে বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীতে ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ সংকুচিত করার প্রেক্ষাপটে সরকার স্ট্র্যাটজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরনের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪.১ বিনিয়োগ

৪.১.১ ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় মোট প্রায় ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি ও যৌথ বিনিয়োগ খাতের প্রকল্পে প্রায় ১৬ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ।

৪.১.২ সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিশাল আকারের বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প ও পায়রা, পটুয়াখালি ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪.২ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং

ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং-এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA)-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে, যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতির চিত্র থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং) ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (IFI)-সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।



২০ জুন ২০২১ তারিখে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেড-এ ১৬ মেগাওয়াট রুফটপ সোলার পাওয়ার প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে ফলক উন্মোচন করছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, এমপি।

আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা



সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৫.০ বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎখাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চলমান। প্রতিবেশি দেশ নেপালের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা চলমান। এছাড়া ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে।

৫.১ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খণ্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে, যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে। প্রকল্পের স্ট্রাকচার ইরেকশন শুরু হয়েছে এবং চিমনি র্যাফট ও চিমনি স্লিপ ফরম অ্যাসেম্বলি এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে ও চিমনি প্লাটফর্ম স্ট্রাকচারের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৭৪.৭৬%।



২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 19th Meeting of Joint Steering Committee (JSC) on Bangladesh - India Cooperation in Power sector

৫.২ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্মারকের আওতায় দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে GMR-এর নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৫.৩ ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।

৫.৪ বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ শে অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৫ উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMB, BIMSTEC, SASEC এবং UN-ESCAPE ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সাক্ষর মাধ্যমে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

BIBM এর মাধ্যমে একটি উপ-আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য প্রসারের জন্য Power Exchange সৃষ্টির বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

KUDO Committee on Energy, Third Session

Chair of 2nd Session Mohammad Hossain Logout

Live Video | Presentation

กระทรวงพลังงาน
MINISTRY OF ENERGY

Mr. Kulit Sombatsiri
Permanent Secretary, Ministry of Energy of Thailand

UNCC Bangkok THAILAND

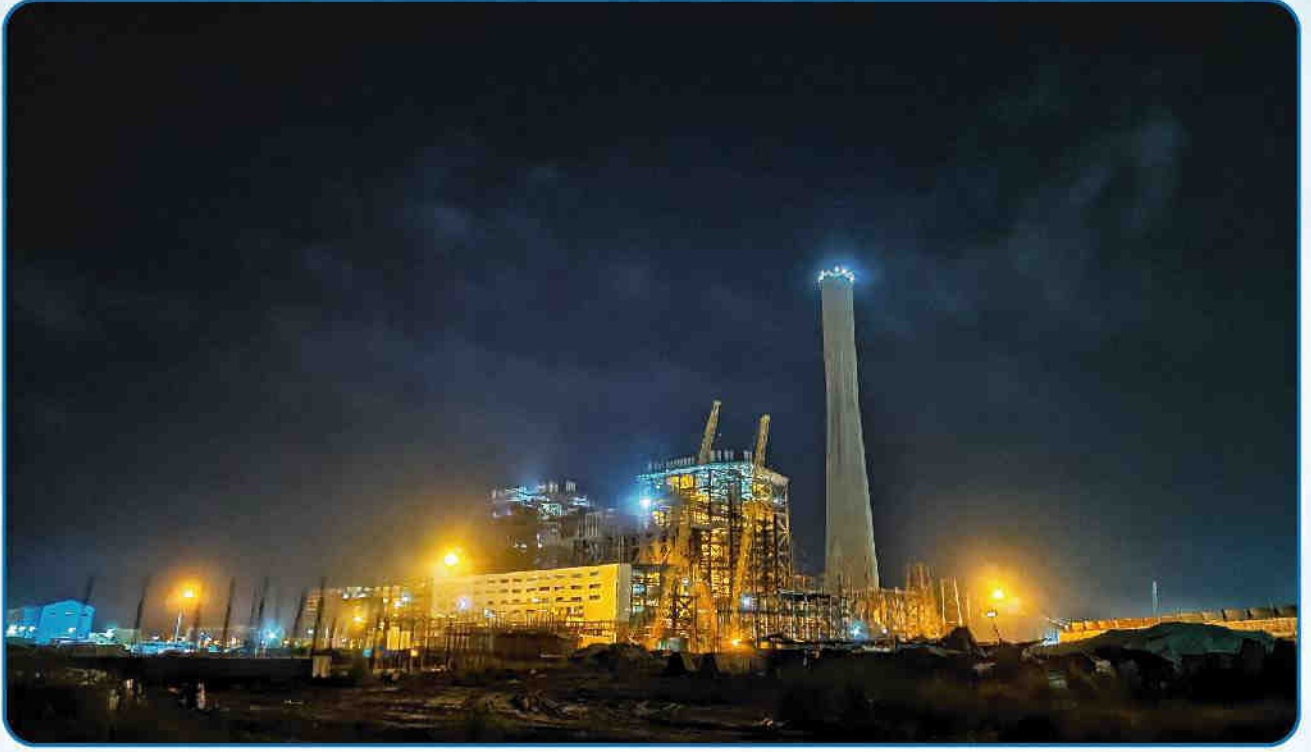
Chair of 2nd Session Moha...

FLOOR

Volume Audio-Meter Mute Turn Off Settings Release Mic Leave

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ভার্সুয়াল প্রাটফর্মে অনুষ্ঠিত UN-ESCAP এর ৩য় সভা



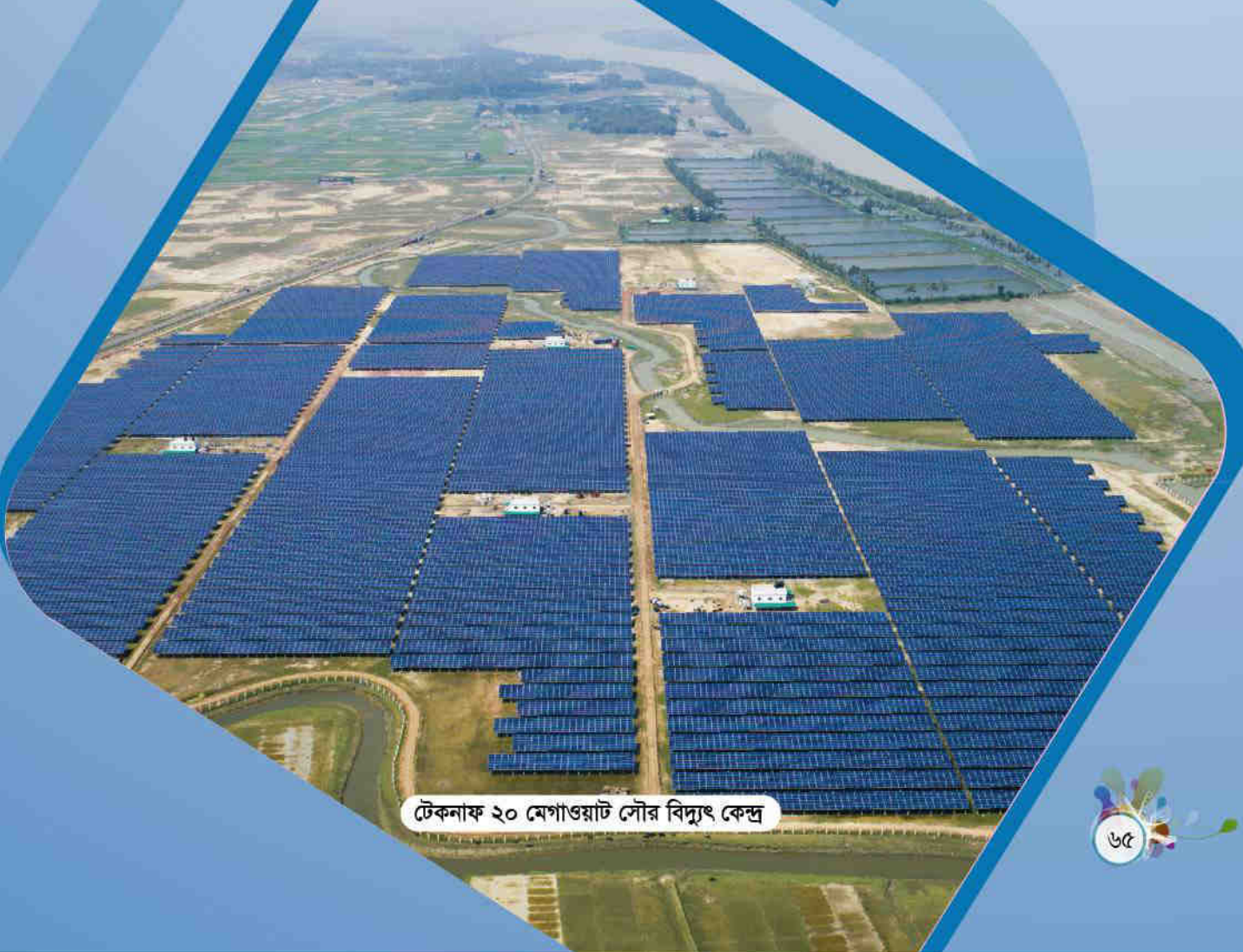


মৈত্রী ২x৬৬০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট



মৈত্রী ২x৬৬০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট কুলিং টাওয়ার কমপ্লেক্স

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাপ্রায়



টেকনাফ ২০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৬.০ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম

নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'স্রেডা' নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিভিন্ন উৎসের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে আইন, বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এপ্রিল ২০২০-এ প্রকাশিত 'Revised Monitoring and Evaluation Framework of the Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective' অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদন ক্ষমতার ১০% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলশ্রুতিতে এ যাবৎ দেশে মোট ৭৬৫.৬২ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে উৎপাদিত হচ্ছে।

৬.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক নীতিমালা

- নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮
- পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান, ২০১৬
- সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০১৩
- নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০১৮
- সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা-২০২০
- বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গাইডলাইন প্রণয়ন
- সারাদেশে বায়োমাস উৎসের পটেন্সিয়ালিটি নিরূপণ সমীক্ষা

৬.২ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান অবস্থা

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে (হাইড্রো'সহ) প্রায় ৭৬৫.৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা

প্রযুক্তি	অফগ্রিড	অনগ্রিড	মোট
সোলার	৩৪৬.৬৯	১৮৪.৯৪	৫৩১.৬৩
উইন্ড	২	০.৯	২.৯
হাইড্রো	-	২৩০	২৩০
বায়োমাস/বায়োগ্যাস টু ইলেকট্রিসিটি	১.০৯	-	১.০৯
মোট	৩৪৯.৭৮	৪১৫.৮৪	৭৬৫.৬২

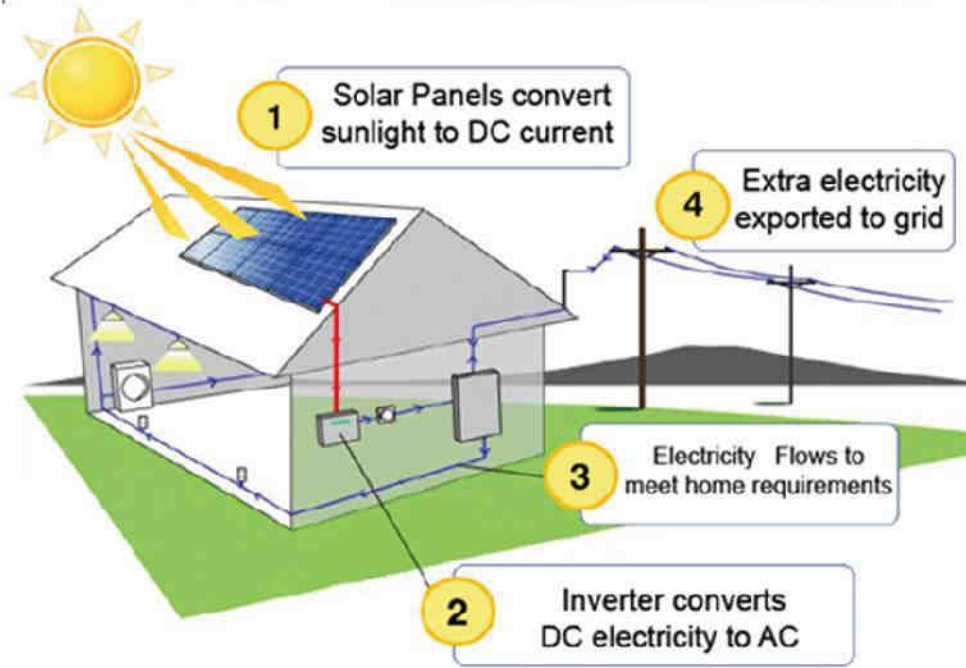
৬.৩ নেট মিটারিং কার্যক্রম

২০৩০ সালের মধ্যে মোট উৎপাদন ক্ষমতার ১০% বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে উৎপাদনের অর্জিত লক্ষ্য অর্জনে সৌর বিদ্যুৎ-কে টার্গেট করা হয়েছে। কিন্তু বড় পরিসরে সোলার পার্ক/ইউটিলিটি স্কেল সোলার সিস্টেম স্থাপনের ক্ষেত্রে জমির স্বল্পতা, রুফটপ সিস্টেমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোজনের লক্ষ্যে সরকার নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮ প্রণয়ন করেছে। সকল সরকারি/বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-কারখানার ছাদে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে সোলার রুফটপ স্থাপন করা গেলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ১,৩৮৫টি নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে। যথা:

ক্র:নং	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
০১.	বাবিউবো	৩০৭	৬.৮৮৪
০২.	বাপবিবো	২৬১	১১.৪৬৯
০৩.	নেসকো	৫০	০.৯১৮
০৪.	ডেসকো	৩২৫	২.২৬৩
০৫.	ডিপিডিসি	২৪৩	২.২১৬
০৬.	ওজোপাডিকো	১৯৯	০.৯৫৫
	সর্বমোট	১,৩৮৫	২৪.৭০৫

এছাড়া নেট মিটারিং গাইডলাইন অনুসরণে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হ্রোডা কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- বিতরণ ইউটিলিটির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে নেট মিটারিং বিষয়ে কারিগরি জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ToT প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিভাগীয় শহরগুলোতে নেট মিটারিং বিষয়ক কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন;
- OPEX মডেল অন্তর্ভুক্ত করে নেট মিটারিং গাইডলাইনের ১ম সংশোধনী প্রকাশ;
- নেট মিটারিং কার্যক্রম প্রসারে BGMEA, BKMEA, BEZA-সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষর;
- প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি;
- নেট মিটারিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন সহজীকরণে অনলাইন নেট মিটারিং ক্যালকুলেটর চালুকরণ;
- শিল্প ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ গ্রাহক শ্রেণিকে নেট মিটারিং বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য বিস্তারিত কেস স্টাডিসহ Flyer প্রস্তুতকরণ।



সোলার নেট

৬.৪ সোলার হারিশেশন পাম্পের গ্রিড হ্যান্ডলেশন নির্দেশিকা-২০২০

পরিবেশ দূষণ রোধ ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে ডিজেল চালিত পাম্পসমূহ সৌর সেচ পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে সারাদেশে ২,১২৫টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যার সমন্বিত ক্যাপাসিটি ৪৪ মেগাওয়াট। কিন্তু এই সিস্টেমগুলো বছরের অর্ধেকের বেশি সময় অব্যবহৃত থাকে। সৌর সেচ পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সিস্টেমসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে 'সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়। সোলার ইরিগেশন সিস্টেম থেকে ইরিগেশন কাজে বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উক্ত নির্দেশিকা ভূমিকা রাখবে এবং সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

৬.৫ ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ-এর সম্ভাব্যতা নিরূপণ

বর্তমানে ১ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ (Solar PV) সিস্টেম স্থাপনে প্রায় ৩ একর ভূমির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে বৃহৎ পরিসরে সোলার পার্ক স্থাপনের মতো পর্যাপ্ত অকৃষি, অনাবাদী, পতিত ভূমি পাওয়া কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে নদীমাতৃক বাংলাদেশে সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হলো ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম (Floating Solar PV)। এই পদ্ধতিতে সোলার প্যানেল, ইনভার্টার ইত্যাদি যন্ত্রাংশ একটি ভাসমান প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপন করা হয়। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন জলাশয়ের স্বতঃবাস্পীভবন প্রক্রিয়া হ্রাস করে জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে সোলার প্যানেলের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, ছায়াহীন ও ধুলোবালি কম হওয়ায় সোলার প্যানেলের পারফরমেন্স হ্রাস পায় না।

শ্রেডা'র তত্ত্বাবধানে ADB-এর সহায়তায় দেশের ৪টি জলাশয়ে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। কাপ্তাই, রাজামাটিতে ২৪ মেগাওয়াট পিক; মহামায়া, মীরসরাই, চট্টগ্রামে ৪.৫ মেগাওয়াট পিক; জয়দিয়া বিনাইদহে ৯ মেগাওয়াট পিক এবং বুকভরা, যশোরে ৬ মেগাওয়াট পিক ক্ষমতার ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির দুটি পরিত্যক্ত পিট লেকে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিরূপণের কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে সেখানে অন্তত ৪০ মেগাওয়াট পিক ফ্লোয়েটিং সোলার প্লান্ট স্থাপন করার সুযোগ রয়েছে।

৬.৬ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শ্রেডা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকিকরণ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

৬.৭ বিগত বছরসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন;
- ২,১২৫টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন;
- ২৬টি সোলার মিনি গ্রিড প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ৭টি সোলার পার্ক স্থাপন;
- নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮ প্রণয়ন এবং উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণে ২৪ মেগাওয়াট গ্রিড-টাইড সোলার সিস্টেম স্থাপন;
- সোলার ইরিগেশনের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা-২০২০ প্রণয়ন;
- সোলার হেল্প ডেস্ক (<https://nshd.sreda.gov.bd/>) চালুকরণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক তথ্য হালনাগাদকরণের জন্য জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেইস (www.renewableenergy.gov.bd) চালুকরণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক স্টেকহোল্ডার ডাটাবেইজ চালুকরণ;
- ১২টি স্থানে উইন্ড ম্যাপিং এর কার্যক্রম সম্পন্নকরণ। উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং প্রজেক্টের ফলাফল এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন;
- সৌর যন্ত্রাংশের মানমাত্রা বাস্তবায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং বিএসটিআই এর মাধ্যমে 'আমদানি নীতি আদেশ ২০১৮-২১'-এ সৌর যন্ত্রাংশ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মাঝে ১০,০০০ সোলার সিস্টেম বিতরণ এবং আরো ৪২,০০০ দরিদ্র মানুষকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনতে প্রকল্প গ্রহণ;
- সোলার টেকনোলজি বিষয়ক ই-সার্ভিস চালুকরণ (solar.sreda.gov.bd);
- ন্যাশনাল সোলার রেভিউশন ম্যাপিং সম্পাদনের লক্ষ্যে দেশের ০৮(আট)টি স্থানে সোলার নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন;
- ২০০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের LOI প্রদান।





ভোলা জেলার মনপুরায় স্থাপিত ১৮০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার পাওয়ার প্লান্ট



যশোর জেলার মিরপুরে স্থাপিত সোলার সেচ পাম্প



গাজীপুরের বানিয়ারচালায় স্থাপিত ৭২৩ কিলোওয়াট ক্ষমতার নেট মিটারিং রুফটপ সোলার সিস্টেম



মানিকগঞ্জে স্থাপিত ৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পার্ক



কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় স্থাপিত উইন্ড টারবাইন



বায়োগ্যাস

৬.৮ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ

৬.৮.১ আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা

- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ সংশোধন প্রস্তাব
- 'Bangladesh National Building Code' এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য Green Bond and Taxonomy প্রণয়নে সহযোগিতা

৬.৮.২ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম

- ১২টি সরকারি ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা (Energy Audit) পরিচালনা



সরকারি অফিস ভবনে জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা কার্যক্রম

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪টি সরকারি শিল্প কলকারখানায় জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা
- Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে ঋণসুদে ঋণ প্রদান, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চালুকরণ
- ৩টি কারখানায় জ্বালানি দক্ষ পণ্য ক্রয়ে ঋণ প্রদান
- সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণ ও লেবেলিং প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন
- ফায়ারটিউব বয়লারের Energy Management Guideline প্রণয়ন
- বৈদ্যুতিক যানের চার্জিং গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন
- Building Energy Efficiency and Environment Rating (BEEER) এর খসড়া প্রণয়ন
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন

ক্র: নং	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	তারিখ
০১	বৈদ্যুতিক যানের জন্য 'Electric Vehicle charging station guideline for Bangladesh and international best practices' শীর্ষক কর্মশালা	১৯ আগস্ট ২০২০
০২	সরকারি ভবনসমূহে এনার্জি অডিট পরিচালনার নিমিত্তে গৃহীত 'Energy Efficiency in Public Buildings (EEPB)' শীর্ষক পাইলট প্রোগ্রামের Inception Workshop	১ নভেম্বর ২০২০
০৩	'খসড়া সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণ ও লেবেলিং প্রবিধানমালা' বিষয়ক কর্মশালা	৫ জানুয়ারি ২০২১
০৪	'Prospect and Challenges of Hydrogen Fuel in Bangladesh' বিষয়ক কর্মশালা	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
০৫	বৈদ্যুতিক যানের জন্য 'Technical Implications Electric Vehicle Charging Station: Grid Impact Assessment' শীর্ষক কর্মশালা	১৫ এপ্রিল ২০২১
০৬	National Energy Balance: Bangladesh Perspective শীর্ষক কর্মশালা	৮ জুন ২০২১
০৭	'Energy Management Guideline for Fire Tube Boiler' শীর্ষক কর্মশালা	২২ জুন ২০২১



‘জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রকল্প’-এর আওতায় ৮-১৯ জুন ২০২১ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত National Energy Balance: Bangladesh Perspective শীর্ষক কর্মশালা

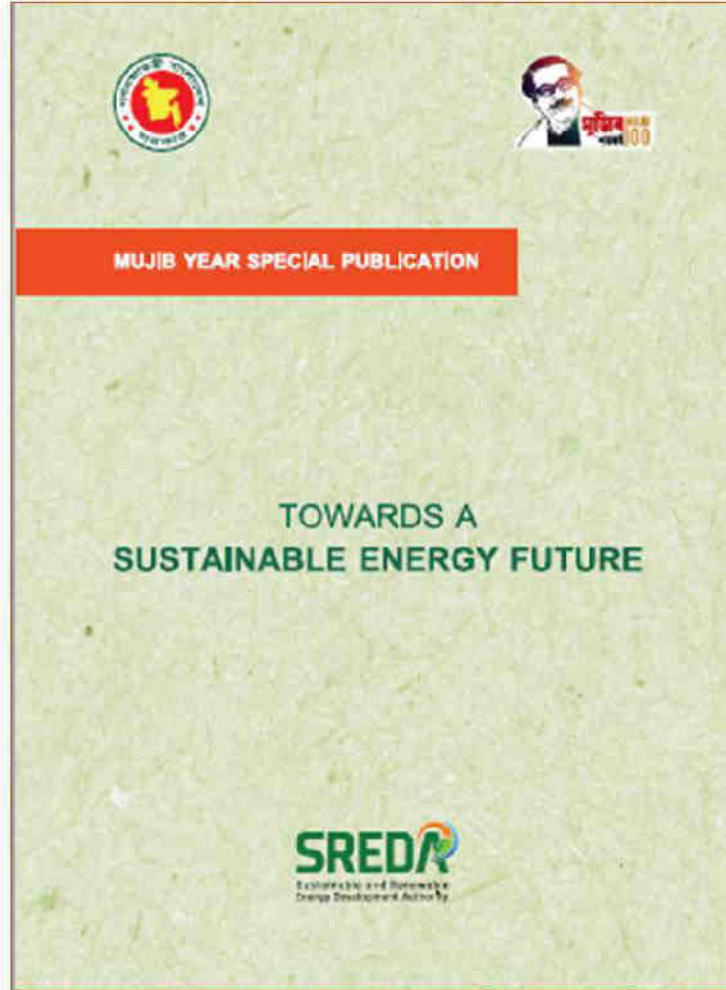
৬.৯ বাস্তবায়নাত্মক প্রকল্পসমূহ

- হাউজহোল্ড এনার্জি প্ল্যাটফর্ম প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (Household Energy Platform Program in Bangladesh)
- Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project
- Technical Assistance for Renewable Energy Resource Assessment & Piloting

এছাড়া এডিবি’র অর্থায়নে “Capacity Development for Renewable Energy Investment Programming & Implementation” শিরোনামে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প শ্রেডার তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাত্মক রয়েছে।

৬.১০ মুজিববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রকাশনা 'Towards a Sustainable Energy Future' প্রকাশ

মুজিববর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে শ্রেডা নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত নতুন প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবন সংবলিত একটি প্রকাশনা 'Towards a Sustainable Energy Future' প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশনাটিতে (১) Energy Efficiency and Conservation, (২) Renewable Energy (৩) Climate Change এবং (৪) Financing Sustainable Energy বিষয়ক মোট ২০টি প্রবন্ধ রয়েছে।



৬.১১ 'স্রেডা ডিজিটাল লাইব্রেরি এন্ড আর্কাইভ'

বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে স্রেডা'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং উদ্ভাবন পরিকল্পনা (২০২০-২১)-এর আওতায় 'স্রেডা ডিজিটাল লাইব্রেরি এন্ড আর্কাইভ' চালু করা হয়েছে (<https://elibrary.sreda.gov.bd/>)। ওয়েবসাইট ভিত্তিক এ লাইব্রেরিতে 'নবায়নযোগ্য জ্বালানি' এবং 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ' সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পুস্তক, প্রকাশনা, সাময়িকী, আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, গাইডলাইন, প্রকল্প তথ্য ইত্যাদি পাওয়া যাবে। এছাড়া, স্রেডা'র কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কিত তথ্য/ভিডিও, প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার সংক্রান্ত তথ্যও এ লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে। দেশ-বিদেশের যে কোন স্থান থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী পাঠকগণ বিনামূল্যে এ লাইব্রেরিটি সার্বক্ষণিক ব্যবহার করতে পারবেন।



বিদ্যুৎখাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম



মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সামগ্রিক চিত্র

৭.০ বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) গঠনের মাধ্যমে। তখন বাবিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) গঠন করা হয়। বাপবিবোকে ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ব্যতীত পল্লী এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। পাওয়ার সেল বিদ্যুৎখাত সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। বিদ্যুৎখাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথকীকরণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল), নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো) ও বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) ও দক্ষ জনবল গঠনে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গবেষণামূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে।

৭.১ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎখাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশি ও বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৭.২ রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস-এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবিএম-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম ও ইম্প্যাক্ট অংশে কেপিআই, তথ্য যাচাই ও ক্রিটিক্যাল অ্যাজাম্পশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পের সমস্যা সনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণকরণে সহায়তা করে। রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের সাতটি প্রধান উপাদান হলো: (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা, (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট), (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, (৪) ইনপুট, (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস, (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট এবং (৭) লক্ষ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। আধুনিক রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট-এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কীভাবে কত দিনে করবেন এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব কী হবে সেসব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্থবছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়।

৭.৩ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সশয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক ৪০,৫৩,৫৯৪টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারি প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার স্থাপন কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

সংস্থা/কোম্পানি	জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রি-পেইড মিটার স্থাপন
বাবিউবো	১৩,৪১,৫৬৮
বাপবিবো	১১,১০,৫৬৮
ডিপিডিসি	৫,৭৩,২৮১
ডেসকো	৫,৭৩,৮৮৮
ওজোপাড়িকো	৩,৬৬,৫৪৮
নেসকো	৮৬,১০১
মোট	৪০,৫৩,৫৯৪

৭.৪ বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর শুরু হয়। উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎখাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানে বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের মধ্যে Key Performance Indicator (KPI) প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের জন্য বিদ্যুৎখাতের Key Performance Indicator (KPI)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন সংস্থা এবং সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এর পরবর্তীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লিখিত এপিএসমূহ এপিএ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এপিএএমএস) এর মাধ্যমে মনিটর করা হয়। মূলত সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। একই আদলে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের মধ্যে প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক (KPI)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা স্থিরপূর্বক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরের অর্জন, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসম্পাদন সূচক (এপিএ)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা এর অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ফলে বার্ষিক প্রণোদনা পেয়ে থাকে। ফলে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদ্যুৎখাতের সার্বিক পারফরমেন্স উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে।

৭.৫ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কর্ম মূল্যায়নের জন্য Annual Performance Agreement (APA) প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরসমূহ নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে APA স্বাক্ষর হয়। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সাথে এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর সাথে ঐরূপ চুক্তি (APA) স্বাক্ষর হয়। APA তে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি খাতের গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্সসমূহ সমন্বিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সিস্টেম উন্নতকরণ, সুশাসন, জবাবদিহিতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অনলাইন সার্ভিসসমূহসহ মাঠ পর্যায়ের উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ বেশি গুরুত্ব বহন করে। সকল সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের কাজের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী APA এর পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর শেষে এপিএএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে এপিএ দাখিল ও মনিটরিং করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে APA চালু করার পর সকল সংস্থা/কোম্পানিসমূহে APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোম্পানিসমূহকে ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান করা হয়। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের সিস্টেম লস বিবেচনা করে দেখা যায় যে বাংলাদেশের সিস্টেম লস তুলনামূলকভাবে কম। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভারত ও নেপালের সিস্টেম লস ছিল ২০% ও ২৫%। বর্তমানে বাংলাদেশের সামগ্রিক সিস্টেম লস হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে ১১.১১% হয়েছে যা ২০১৪-১৫ সালে ১৩.৫৪% ছিল। এতে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের সিস্টেম পারফরমেন্স APA বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। APA এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং শতকরা ৯৯.৫ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎখাতের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবছর প্রায় একশত ভাগ হচ্ছে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সকল প্রয়োজনীয় সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সেবার মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করা হচ্ছে, যা এপিএ এর সফল বাস্তবায়নের ফসল। তারই ফলশ্রুতিতে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর অধীন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মানদণ্ডে বিদ্যুৎ বিভাগ সকল বিভাগের মধ্যে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করে। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহ এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয়েছে। এপিএ এর সফল বাস্তবায়নের নিড়িখে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন খাতে নওপাজেকো ও বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ডেসকো সেরা কোম্পানি এবং অন্যান্য দপ্তর ক্যাটাগরিতে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয় সেরা দপ্তর হিসেবে সম্মাননা পেয়েছে। নিম্নে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ অর্জনের ভিত্তিতে সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রাপ্ত নম্বর উপস্থাপন করা হল:

ক্রমিক নং	দপ্তর কোম্পানির/সংস্থা/নাম	শতকরা প্রাপ্ত নম্বর	সুপারিশকৃত ইনসেন্টিভ বোনাস সংখ্যা
০১	বাবিউবো	৮৮.৯%	১.০টি
০২	বাপবিবো	৯৪.৫%	১.৫টি
০৩	ডিপিডিসি	৯৩.৯%	১.৫টি
০৪	ডেসকো	৯৬.৩%	২.০টি
০৫	ওজোপাড়িকো	৯৪.১%	১.৫টি
০৬	নেসকো	৯৬.১%	২.০টি
০৭	পিজিসিবি	৯৮.৮%	১.০টি
০৮	এপিএসসিএল	৮৮.৩%	০.৫টি
০৯	আরপিসিএল	৯৮.০%	১.০টি
১০	ইজিসিবি	৯২.১%	০.৭৫টি
১১	নওপাজেকো	১০০.০%	১.০টি
১২	সিপিজিসিবিএল	৯৯.৫%	১.০টি
১৩	বি-আর পাওয়ারজেন	৮৪.১%	০.২৫টি
১৪	ওসিইআই	৯৮.৭%	২.০টি
১৫	স্লেডা	৮৭.৫%	১.০টি
১৬	পাওয়ার সেল	৯৭.৯%	২.০টি

বিদ্যুৎখাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির নির্ধারিত এপিএ ইন্ডিকটরসমূহের অগ্রগতির তথ্য সমন্বয় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অটোমেশন, SCADA প্রতিষ্ঠা, পি-পেইড মিটার স্থাপন, গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এপিএ বাস্তবায়নে আরো গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।



২৮ জুন ২০২১ তারিখে ২০১৯-২০ অর্থবছরে APA-তে সেরা পারফরমেন্স এর জন্য ডেসকো, নওপাজেকো ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরকে ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

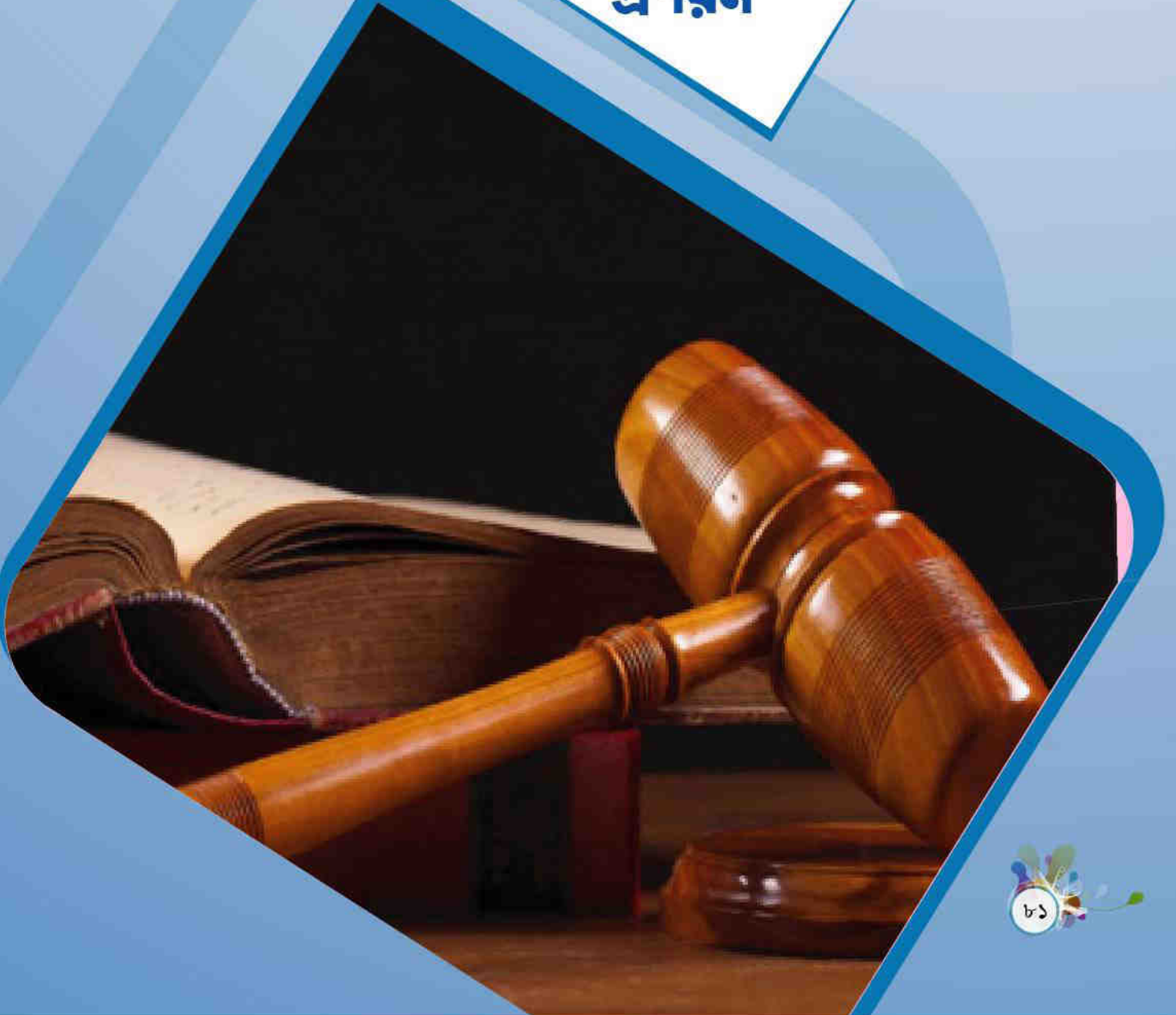


পটুয়াখালী ১,৩২০ (২x৬৬০) মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প-বাস্তবায়ন কাজ



বয়লার, টারবাইন, জেনারেটর এলাকা (ফাউন্ডেশন কাজ)

আইন/বিধিমালা
ও নীতিমালা
প্রণয়ন



৮.০ আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নতুন আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন করেছে। এ সকল আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের ফলে নতুন সংস্থা/কোম্পানি গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।

৮.১ আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বিদ্যুৎখাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সময় সময় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরনো আইনকে যুগোপযোগী করা হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়।

৮.২ বিদ্যুৎখাতে প্রণীত আইন

বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ:

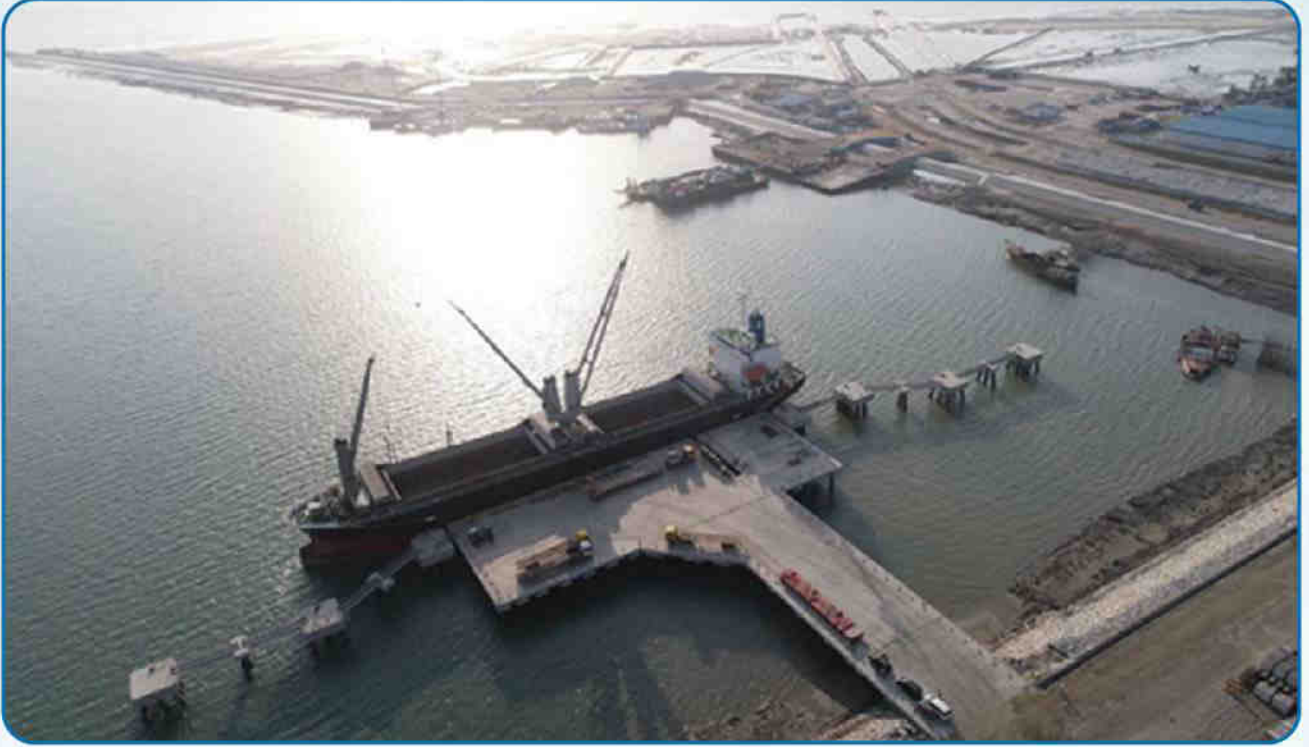
ক্র: নং	শিরোনাম	আইন নং
০১	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮	৩৪
০২	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৩	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (বাংলা ভাষন)	০৭
০৪	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	০২
০৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	০৩
০৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩	৫৭
০৭	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (বাংলা ভাষন)	৪৮
০৮	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৯	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (বাংলা ভাষন)	৫৪
১০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভাষন)	-
১১	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩	১৩
১২	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ, ১৯৭২	৫৯



৮.৩ বিধিমালা ও নীতিমালা

বিদ্যুৎখাতের উল্লেখযোগ্য বিধি ও নীতিমালাসমূহ:

ক্রমিক নং	শিরোনাম
০১	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
০২	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৯
০৩	খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯
০৪	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant (Revised)-2019
০৫	নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮
০৬	জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা, ২০১৮
০৭	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮
০৮	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬
০৯	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
১০	Solar Guide Book
১১	Country Action Plan for Clean Cook stoves
১২	500 MW Solar Program
১৩	বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা
১৪	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
১৫	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) গাইডলাইনস্
১৬	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
১৭	পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক
১৮	বাংলাদেশ বেসরকারি অবকাঠামো নির্দেশিকা
১৯	Policy Guideline for Small Power Plant in Private Sector
২০	Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh
২১	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৯২
২২	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ১৯৮২



মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টের আওতায় নির্মিত Heavy Equipment Unloading Jetty-তে মালামালবাহী গভীর সমুদ্রগামী জাহাজের মালামাল খালাস কার্যক্রম



৩৩x১১ কেভি ১০x১৪ এমভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র

উত্থ
প্রযুক্তির ব্যবহার

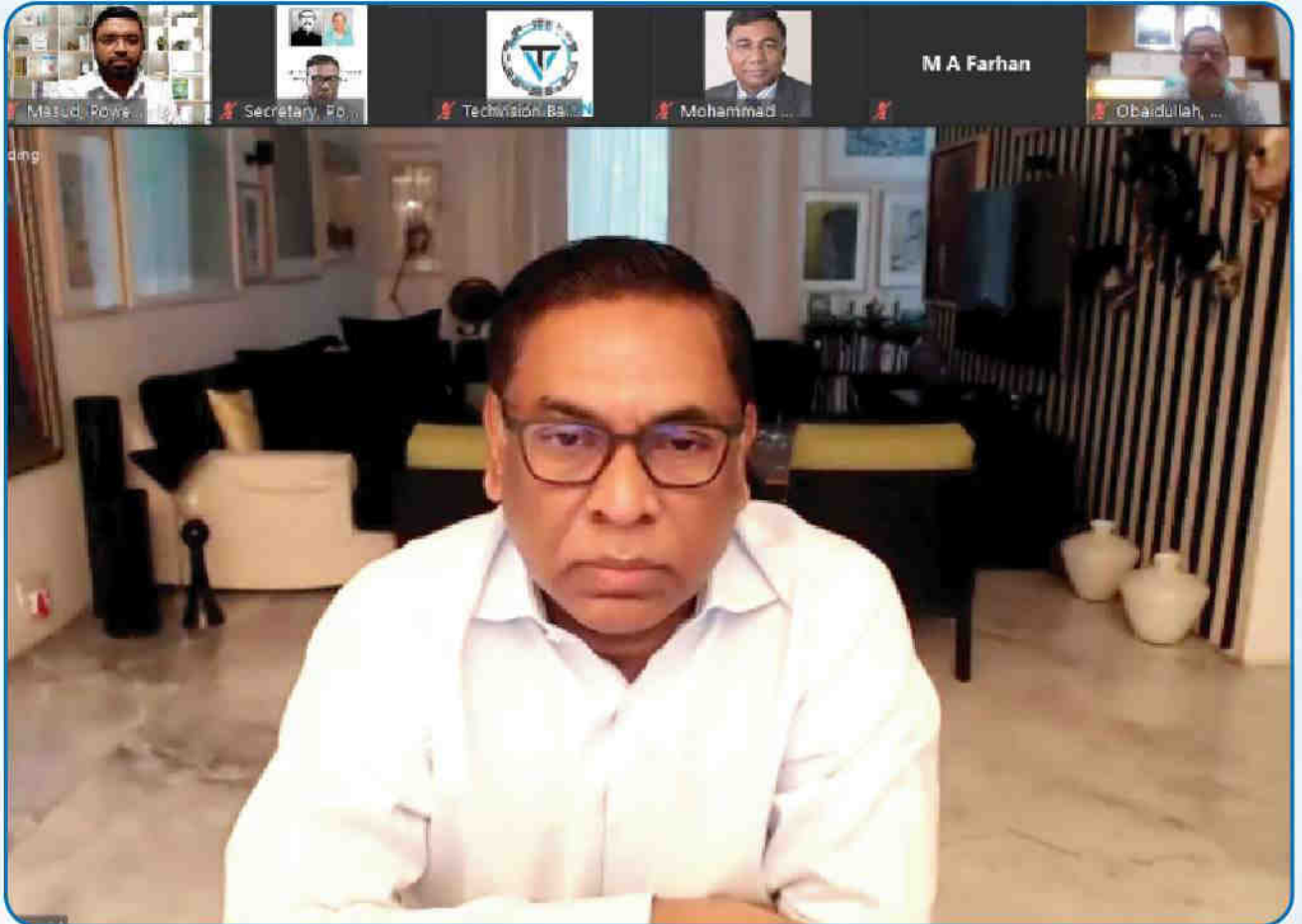
ICT

৯.০ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যুৎখাতে সমন্বিত আইসিটি উন্নয়নে আইসিটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী আইসিটি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ/বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জাতীয় শুদ্ধাচার (NIS) বাস্তবায়নসহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। অচিরেই রোডম্যাপ অনুযায়ী Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের অফিসসমূহ 'পেপারলেস' অফিসে রূপান্তর করা হবে।

৯.১ বিদ্যুৎখাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **ইআরপি বাস্তবায়ন:** বিদ্যুৎখাতে সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কনসোর্টিয়াম অব মেসার্স টেকভিশন, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ কম্পিউটার সার্ভিসেস লিঃ টেকনোহেভেন এর সাথে ৪টি মডিউল বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে এইচআরএম, ফিন্যান্স অ্যাসেস্ট, ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস, প্রকিউরমেন্ট এই চারটি মডিউল তথ্য হালনাগাদপূর্বক সফটওয়্যারটি 'go live'-সহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইআরপি বাস্তবায়ন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ইআরপি বাস্তবায়নের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় এবং ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে বাস্তবায়নাত্মক ইআরপি-সমূহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে। চাহিদার আলোকে সফটওয়্যারটি আরও সমৃদ্ধ করার কাজ চলমান আছে।



২৫ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ইআরপি-এর অগ্রগতি বিষয়ক সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

(২) বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন: নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। ফলে গ্রাহকগণ ঝামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে সংযোগের হালনাগাদ তথ্য পেতে পারেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৭ দিনে আবাসিক সংযোগ ও ১৮ দিনে শিল্প সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

(৩) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকদের জন্য কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা একটি ঝামেলার বিষয় ছিল। ব্যাংক ও ইউটিলিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিল পরিশোধের পরেও পুনরায় বিল দাবী করার ঘটনা ঘটত। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমানে সকল গ্রাহকের হিসাব কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে এবং মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের তথ্য জানতে পারেন। এখন মোবাইল ফোন এবং অনলাইনের মাধ্যমেও গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।

(৪) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা: গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থায় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেকোন গ্রাহক যেকোন সময় অনলাইনে, সোশ্যাল মিডিয়া, এ্যাপস-এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অভিযোগ, মতামত প্রদান ও ট্র্যাক করতে পারে। ফলে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার (NIS) বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

(৫) ই-নথি ব্যবস্থাপনা: বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/ কোম্পানিসমূহে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের 'ই-নথি ব্যবস্থাপনা' বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

(৬) প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণ হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল। ওয়েব-ভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্ত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ('কুশলী'): সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ খাতের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য 'কুশলী' নামে একটি 'ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম' বা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'কুশলী' নামে 'ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম' শুভ উদ্বোধন করেন।

(৮) পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন (পিএমআইএস) ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎখাতে অনলাইন-ভিত্তিক পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন (পিএমআইএস) ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা যাচাই, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে।

(৯) ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমন্বয় সভা: বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানির সাথে মাসিক সমন্বয় সভা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হয়ে থাকে। করোনা মহামারির সময়ে সকল সভা নিয়মিত অনলাইনে করা হয়।

(১০) ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাপনা: ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(১১) অডিট ম্যানেজমেন্ট: বিদ্যুৎখাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর এবং গতিশীল হয়েছে। ফলে প্রতি নিরীক্ষা বছরের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ব্যবধান কমে যাবে। ক্রমান্বয়ে অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা হ্রাস পাচ্ছে। সর্বস্তরে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

(১২) **কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:** বিদ্যুৎখাতের সংস্থাসমূহকে নানাবিধ কারণে বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের অভাবে মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে তদারকিতে সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত বাস্তবতায় বিদ্যুৎখাতের সকল মামলার তথ্য ও অবস্থা জানার জন্য এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার স্বার্থে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডিপিডিসি'র সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ থেকে চালু সিস্টেমটিতে মামলা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন- আইনজীবী, বাদী-বিবাদী, সাক্ষী, আদালত, মামলার খরচ প্রভৃতি তথ্য এই সিস্টেমে সংরক্ষণ করা যায়। সংস্থাসমূহ তাদের মামলাগুলোর পরবর্তী শুনানির তারিখ এবং মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়মিতভাবে এই সিস্টেমে হালনাগাদ করতে পারে। ফলে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট এ সিস্টেম থেকে তৈরি করা যায়। বিদ্যুৎ বিভাগ সকল সংস্থার মামলাসমূহ এ সিস্টেম থেকে মনিটর করতে পারে।

এছাড়াও বিদ্যুৎখাতে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন হ্যাকাথন, আইডিয়া প্রতিযোগিতা, নিয়োগ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১৩) **পেপারলেস অফিস রূপান্তরে কর্মপরিকল্পনা:** বিদ্যুৎখাতের অফিসসমূহ পেপারলেস করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত (ক) ই-ফাইলিং, (খ) অনলাইনে নতুন সংযোগ, (গ) বিল অন ওয়েব/বিলিং সিস্টেম অটোমেশন, (ঘ) ইআরপি বাস্তবায়ন, (ঙ) সমন্বয় সভা/বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বোর্ড সভা পেপারলেসকরণ এবং (চ) অনলাইন কমপ্লেইন ও ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। পেপারলেস অফিস রূপান্তরে একটি গাইড লাইন প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

৯.২ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে পিজিসিবি'র Optical Ground Wire (OPGW):

“ডিজিটাল বাংলাদেশ” শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিজিসিবি'র সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত Optical Ground Wire (OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে ন্যাশনাল গ্লোব ডেসপাস সেন্টার (এনএলডিসি)-এর ডাটা ট্রান্সফার এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগের পাশাপাশি পিজিসিবি'র নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য OPGW ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য OPGW বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পিজিসিবি ১৯৯৬ সালে সর্বপ্রথম সঞ্চালন লাইনের ওপরে গ্রাউন্ড ওয়্যার-এর পরিবর্তে OPGW পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার শুরু করে এবং বর্তমানে প্রায় সকল সঞ্চালন লাইনেই OPGW ব্যবহৃত হচ্ছে।

জুন ২০০৭ সাল পর্যন্ত পিজিসিবি'র সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২,২০০ কিলোমিটার, যা বর্তমানে প্রায় ৭,২০০ কিলোমিটার এর অধিক। এতে দেশের ৬০টি জেলা এবং প্রায় ২০০ উপজেলা পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে। সমগ্র বাংলাদেশে এই OPGW নেটওয়ার্ক একটি শক্তিশালী টেলিকম ট্রান্সমিশন Backbone হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবকে অতীতের তুলনায় আরও বেগবান করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি শুধুমাত্র নিজস্ব যোগাযোগ ও সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তার জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে OPGW নেটওয়ার্ককে সারাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু করেছে। ২০০৬ সালে জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর নিকট ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিলোমিটার ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদানের মাধ্যমে পিজিসিবি'র ফাইবার লিজ কার্যক্রমের বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য মোবাইল অপারেটরসমূহ Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেশব্যাপী সর্বমোট প্রায় ১৭,২২৩ কিলোমিটার ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে দেশের উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) হিসেবে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি)-কে নামমাত্র মূল্যে প্রায় ৩,২৮৪ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয় এবং সরকারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়নে Domestic Network Coordination Committee (DNCC)-এর নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্য অনুযায়ী দেশের সকল মানুষকে ডিজিটাল সার্ভিসের আওতায় আনার লক্ষ্যে ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশন লিঃ-কে দেশব্যাপী প্রায় ৩,৬০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে।

পিজিসিবি ২০১৪ সালে বিটিআরসি'র নিকট থেকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স পাওয়ায় দেশব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে ওপিজিডব্লিউ দপ্তর গঠিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি'র Resources, Infrastructure এবং অন্যান্য সুবিধাদি ব্যবহার করে NTTN লাইসেন্স দ্বারা

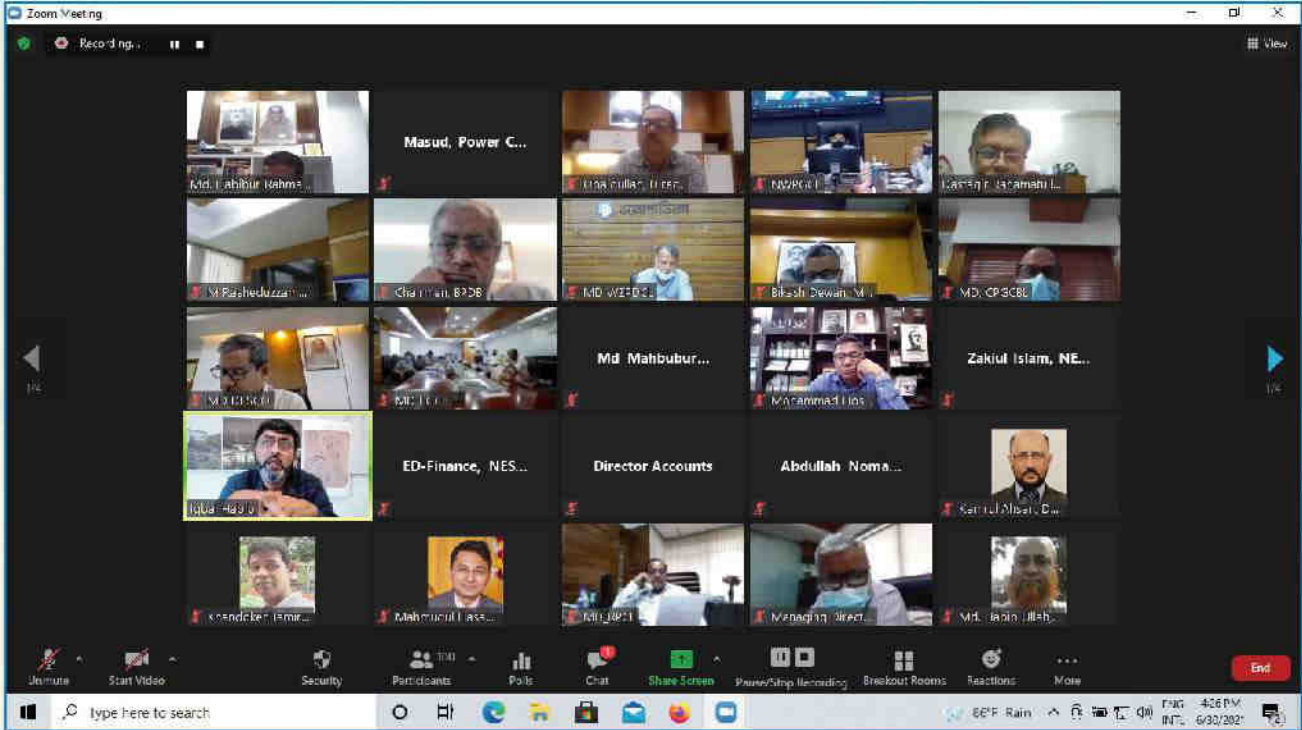
Telecom Sector G Bandwidth Transmission-এর লক্ষ্যে High Capacity Telecom Equipment স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে, দেশব্যাপী পিজিসিবি'র সকল গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহে সার্ভে কাজ সম্পন্নসহ International Internet Gateway (IIG) ও International Service Provider (ISP) অপারেটরদের নিকট থেকে Transmission Bandwidth-এর চাহিদা গ্রহণ করা হয়। উক্ত চাহিদাসমূহের আলোকে Business Viability যাচাই-বাছাইপূর্বক কুয়াকাটা-বেনাপোল-ভেড়ামারা-ঢাকা রুটে গৃহীত পাইলট প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর, IIG ও ISP অপারেটরদের নিকট উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত বাজার মূল্য অপেক্ষা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। উক্ত লিজ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও সুলভ মূল্যে ব্যান্ডউইথ ট্রান্সমিশন সরবরাহ শুরু করা হলে পিজিসিবি-এর আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং এতে করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। ২০১৭ সালে ওপিজিডব্লিউ দপ্তর গঠনের পর থেকে উক্ত দপ্তরের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৪৩% আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের স্বপ্নযাত্রায় পিজিসিবি'র OPGW-এর ভূমিকা অপরিহার্য।



রাজশাহী ২৩০ কেভি সাবস্টেশন

ICT





৩০ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ERP অগ্রগতি বিষয়ক সভা

শেখ হাসিনার উদ্যোগে যত্নে যত্নে বিদ্যুৎ

আলোয় ডাসছে দেশ বদলে গেছে জীবন

বছর	বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী
২০২০	৮৯%
২০২১	৯৯.৫০%

বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

মানব সম্পদ উন্নয়ন



১০.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্বলন ও বিদ্যুৎখাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎখাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থা লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বৈদ্যুতিক কর্মপেশায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল সৃষ্ণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বা বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে দেশের অভ্যন্তরে (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত) মোট ২,২৪৯টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৩৮,৭৯১ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৮	৫৮১
বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল	০২	১৯
শ্রেডা	১২	২৭০
বাবিউবো	৫০৪	১৪৪৩৪
বাপবিবো	৮১	২৪৭১
পাওয়ার সেল	০১	৪১
ডেসকো	৭৩	৮৩৬
ডিপিডিসি	৩৫৮	১০২৫৯
ইজিসিবি	১৪১	৪৪০
পিজিসিবি	৩২৯	২৪০১
আরপিসিএল	৫৯	৩৫৩
ওজোপাড়িকো	৩৮	১৩১০
নওপাজেকো	২৭৭	৭১৮
এপিএসসিএল	১৫৩	২১৮২
সিপিজিসিবিএল	৬০	১৩০
নেসকো	৯৩	২১৯০
বি-আর পাওয়ারজেন	৫০	১৫৬
মোট	২,২৪৯	৩৮,৭৯১

১০.২ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সংস্থার নাম	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২	৩
বিদ্যুৎ বিভাগ	০৩	৭৭
বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল	০৪	২৮০
বাবিউবো	২৪	২২২
বাপবিবো	১২	৫৯
ডেসকো	০৭	৯৬
ডিপিডিসি	০৯	২৭৫৫
ইজিসিবি	০	০
পিজিসিবি	২৫	১১৪৭
আরপিসিএল	১১	১২০
শ্রেডা	১৪	১৪৮২
ওজেপাড়িকো	০	০
নওপাজেকো	০৬	০৯
সিপিজিসিবিএল	০	০
নেসকো	০৯	২২
বি-আর পাওয়ারজেন	৪	৩৭
মোট	১২৮	৬,৩০৬

১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎখাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমির আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কক্সবাজারে নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্ক্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমি ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসসিডিপি প্রকল্পের অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) বর্তমানে পূর্বাচলে ডেসকো-র একটি সাবস্টেশন ভবনে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিপিএমআই একত্রে কাজ করছে। ভবিষ্যতে কেরাণীগঞ্জ নিজস্ব জমিতে ভবনাদি নির্মাণ করার পর সেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যাতে বিদ্যুৎখাতে প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সৃজন করা হবে।





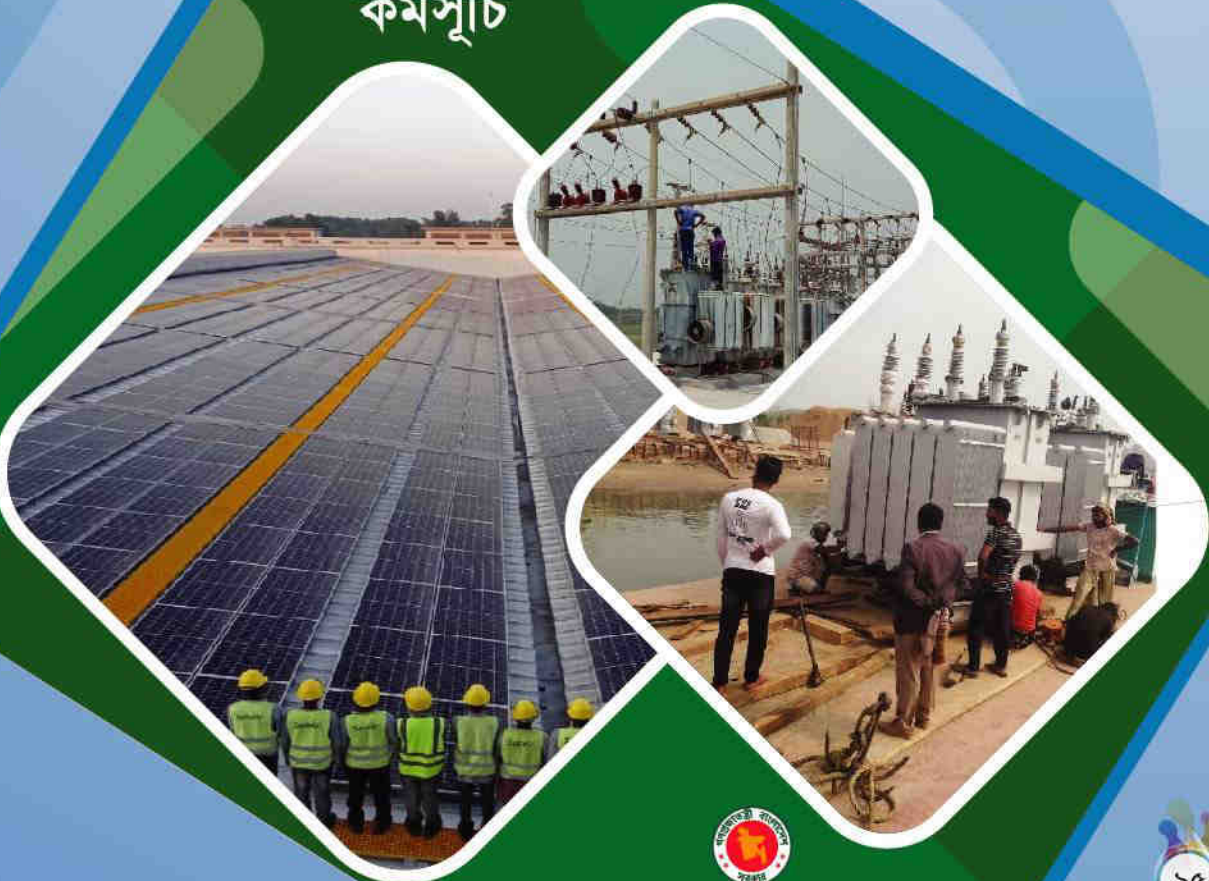
১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে বিদ্যুৎ বিভাগের শ্রদ্ধাঞ্জলি



গাজীপুর ১০৫ মেগাওয়াট এইচএফও ইঞ্জিনভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এডিপি বাস্তবায়ন

বার্ষিক উন্নয়ন
কর্মসূচি



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়



১১.০ এডিপি বাস্তবায়ন

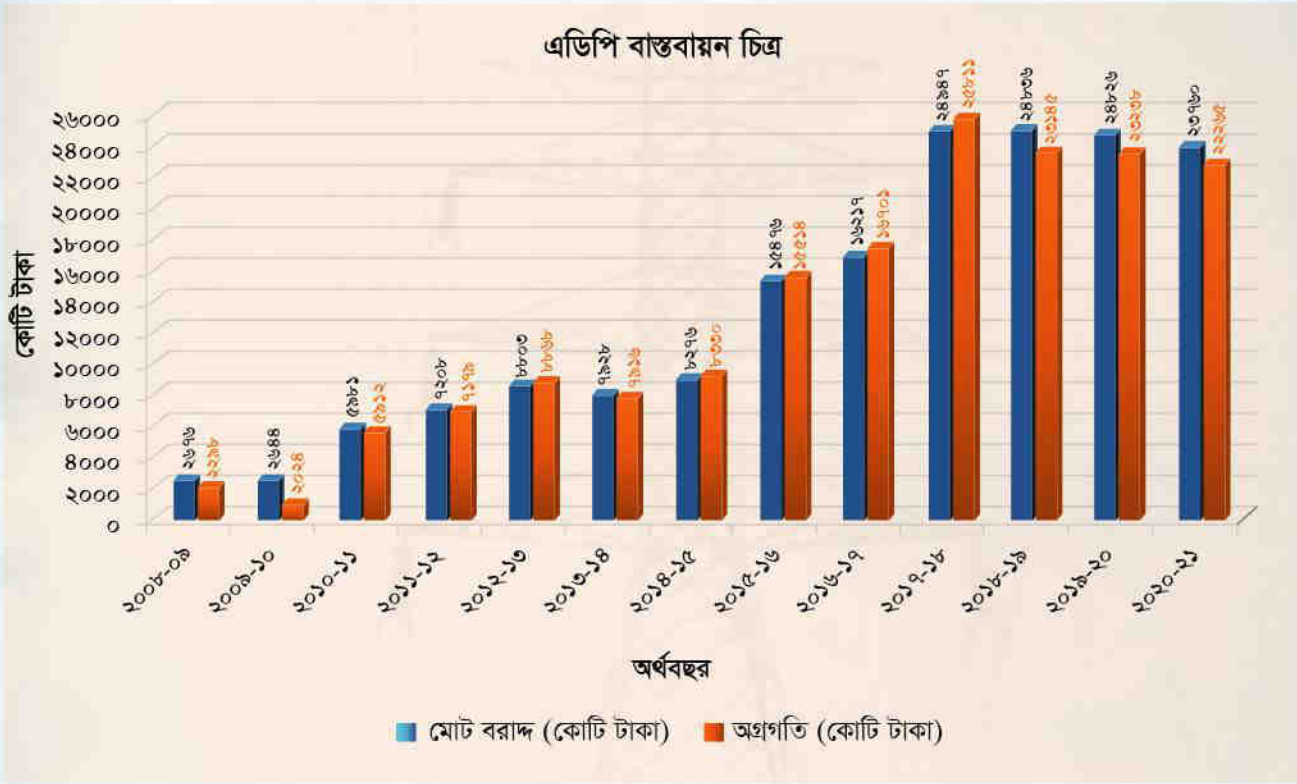
১১.১ উন্নয়ন বাজেট

২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বিদ্যুৎখাতের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির আওতাভুক্ত ৯২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩,৭৬০.১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২২,২৬৫.৪৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৩.৭১%। বিদ্যুৎ বিভাগের বছর-ওয়ারি এডিপি বরাদ্দ ও বিবরণী নিম্নে দেওয়া হলো:

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ
২০০৮-২০০৯	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩	১৪৮৮.৪৪	২২৯৮.৭৩ (৮৬%)	১০২২.৭৬ (৮৬%)	১২৭৫.৯৭ (৮৬%)
২০০৯-২০১০	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	২০২৪.৫৪ (৭৭%)	১১৪৩.২৩ (৯৩%)	৮৮১.৩১ (৬২%)
২০১০-২০১১	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০	১৬৬৩.৯৮	৫৯১২.৮২ (৯৮.৮৫%)	৪৩০৪.৫০ (৯৯.৬৯%)	১৬০৮.৩২ (৯৬.৬৫%)
২০১১-২০১২	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০	২৪৮৩.১০	৭১৭৯.৬৫ (৯৯.৬১%)	৪৬১০.৮৩ (৯৭.৫৮%)	২৫৬৮.৮২ (১০৩.৪৫%)
২০১২-২০১৩	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০	৩৪০৩.০৪	৮৮৬৮.০১ (১০১%)	৫২৯৮.৩৪ (৯৮%)	৩৫৬৯.৬৭ (১০৫%)
২০১৩-২০১৪	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১	৩২০৯.১১	৭৯১৬.৮৪ (৯৯.৮৫%)	৪৬৩০.৮৭ (৯৮.১৩%)	৩২৮৫.৯৭ (১০২.৪%)
২০১৪-২০১৫	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১	৩৫৯৩.০১	৮৩৩০.৮৬ (১০০.৬৫%)	৪৫৩৯.৪৬ (৯৬.৯২%)	৩৭৯১.৪০ (১০৫.৫২%)
২০১৫-২০১৬	৭৭	১৫৪৭৬.২১	৭১৭৭.৫০	৮২৯৮.৭১	১৫৫১৪.৭৩ (১০০.২৫%)	৭০৮৩.৬৪ (৯৮.৬৯%)	৮৪৩১.০৯ (১০১.৬০)
২০১৬-২০১৭	৮৮	১৬২১৭.৮৩	৮৮৪৪.০৯	৭৩৭৩.৭৪	১৬৭০১.৭১ (১০২.৯৮%)	৮৬৮৯.১৯ (৯৮.২৫%)	৮০১২.৫২ (১০৮.৬৬%)
২০১৭-২০১৮	৯৬	২৪৯৪৭.৪৪	১১৭৩০.৬৮	১৩২১৬.৭৬	২৫৮১১.১০ (১০৩.৪৬%)	১১৭১৭.৪৬ (৯৯.৮৯%)	১৪০৯৩.৬৪ (১০৬.৬৩%)
২০১৮-২০১৯	১০৮	২৪৮৩৬.৪২	১৪৮২২.২৭	১০০১৪.১৫	২৩১৪৫.১১ (৯৩.১৯%)	১৪৬৮৬.৩৭ (৯৯.০৮%)	৮৪৫৮.৭৪ (৮৪.৪৭%)
২০১৯-২০২০	৯৮	২৪৮২৬.৭৮	১৩৩২৮.৭১	১১৪৯৮.০৭	২৩২৩৮.২১ (৯৩.৬০%)	১২৪৬১.৩৬ (৯৩.৪৯%)	১০৭৭৬.৮৫ (৯৩.৭৩%)
২০২০-২০২১	৯২	২৩৭৬০.১৭	১০৮০০.১৮	১২৯৫৯.৯৯	২২২৬৫.৪৮ (৯৩.৭১%)	৯৪৯৩.০৪ (৮৭.৯০%)	১২৭৭২.৪৪ (৯৮.৫৫%)

২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে ১,০০৮.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৮১৪.১৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন মোট ৯৭টি প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ২৪,৭৬৮.২২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩,০৭৯.৬৪ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৩.১৮%। উল্লেখ্য, আরএডিপিতে জিওবি খাতে ১০,৮০০.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও জিওবি খাতে অর্থবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয়সীমা অনুযায়ী ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ছিল ৯,৬৪৫.১৭ কোটি টাকা। সে অনুযায়ী অনুমোদিত মোট ব্যয়যোগ্য বরাদ্দের বিপরীতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৯৭.৭৪%।



বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছর-ওয়ারি এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

১১.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুৎখাতের ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট ৬-তে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

১১.৩ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)



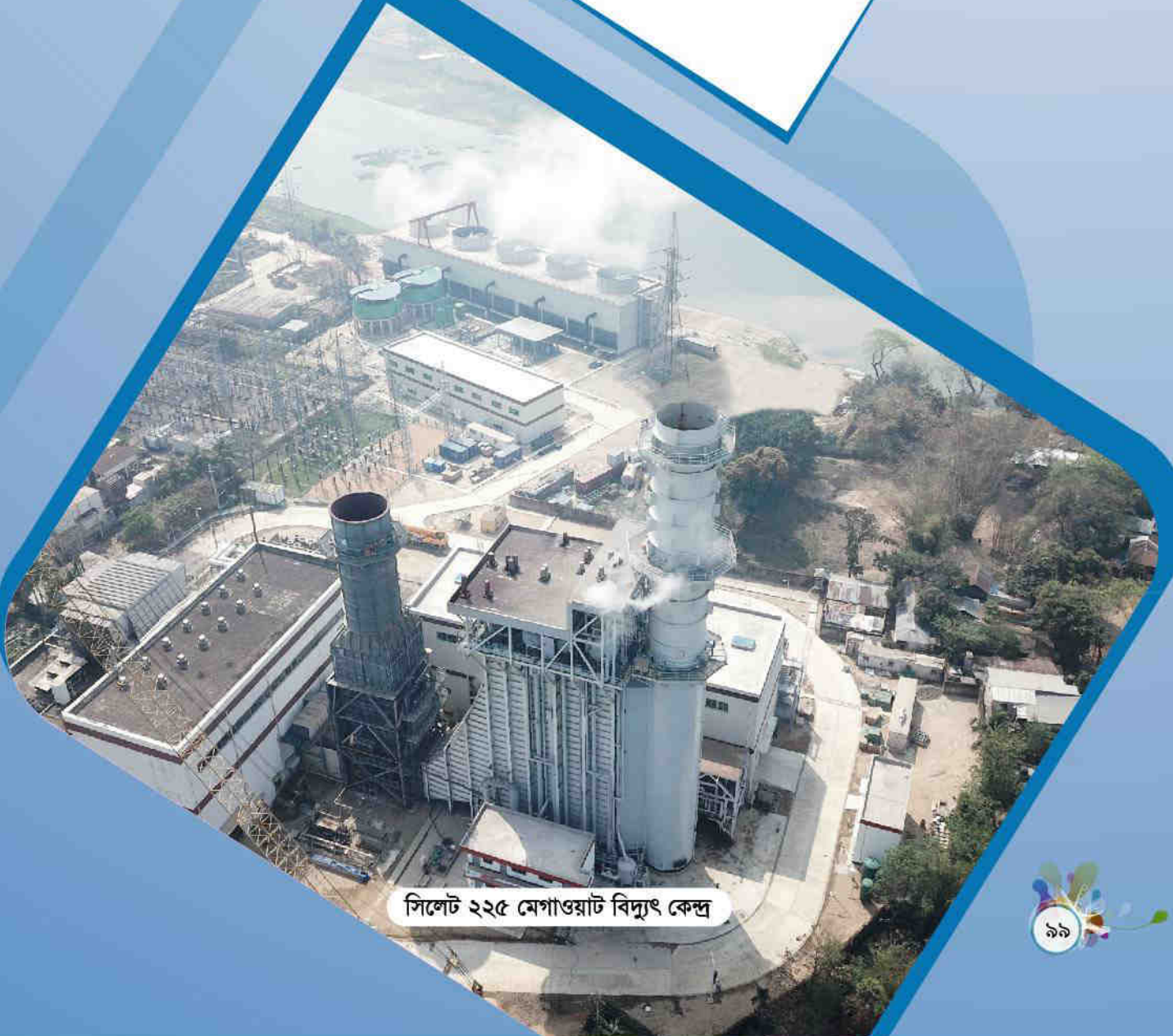
(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	বাবিউবো	১৯৫৯	৩৩৫০৫.১৫৭০	১১০৪	৫২০	৩১৪৮.৬৪৫	১৪৩৯	৩৩১১৭.০৮৭৬
০২.	বাপবিবো	৯৫৭	৩২৮১১.০১	৯৫৭	৪৮৭	২৩৬৪.৮৩	৪৭০	৩০৪৪৬.১৮
০৩.	ডেসকো	১৩২	২০৭.৫২	১৩২	৩৫	৫৩.৮৪	৯৭	১৫৩.৬৮
০৪.	ডিপিডিসি	৭৬৭	৬৫৫৩.১৪	১২৭	৩৮	৬৫.৩৪	৭২৯	৬৪৮৭.৮০
০৫.	ইজিসিবি	৪১	১৯২৯.৭৬	৩৬	১১	২৩৭.৩৮	৩০	১৬৯২.৩৮
০৬.	পিজিসিবি	২৯১	২৩৩৫.৪০	৩০৬	১০৪	১১৮৮.৬৬	১৮৭	৩১২২.৪৩
০৭.	ওজোপাড়িকো	৪১২	৮১৮.৮০	১১২	১৮৩	১৬৩.৩৭	২২৯	৬৫৫.৪৩
০৮.	নওপাজেকো	০৭	২৯২৪.৯০	০৭	০৫	৩.৩৯	২	২৯২১.৫১
০৯.	পাওয়ার সেল	৩	৩.১১	৯	২	২.৬৮	১	৪.৯৫
১০.	এপিএসসিএল	৫০	১৩৮৬.৭৭	৫০	২৯	২২৩.৩৫	২১	১১৬৩.৪২
১১.	সিপিজিসিবিএল	০৩	১৪৮	০৩	০	০	০৩	১৪৮
১২.	নেসকো	৫৪৪	৫৪০.২৬	১৯১	১৫৫	২৬৯.৩২	৩৮৯	২৭০.৯৩
	সর্বমোট	৫১৬৬	৮৩১৬৩.৮২৭	৩০৩৪	১৫৬৯	৭৭২০.৮০৫	৩৫৯৭	৮০১৮৩.৭৯৭৬



বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) কর্তৃক আয়োজিত "লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফর পাওয়ার সেক্টর অর্গেনাইজেশন্স" শীর্ষক ১২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিশেষ কার্যক্রম



সিলেট ২২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১২.০ বিশেষ কার্যক্রম

১২.১ বিদ্যুৎখাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং শোকেসিং

সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎখাতে বিগত এক যুগে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎখাতে নিয়মিত নানাবিধ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

ইনোভেশন শোকেসিং/সার্কেল আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের উৎকর্ষ সাধন, ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবকগণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান এবং রেলপ্লেকেশন-যোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গত ২৭ জুন ২০২১ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায় ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ইনোভেশন শোকেসিং এর আয়োজন করা হয়। কিন্তু কোভিড-১৯-এর কারণে ২০২০ সালে উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) এর আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২৯টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 'শোকেসিং কর্মশালা'-টি অনলাইনে আয়োজন করায় ২৯টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ একসাথে প্রদর্শন করতে কিছুটা কারিগরি জটিলতা সম্ভাবনার কারণে ১৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালার আয়োজন করা হয়।



বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) কর্তৃক আয়োজিত "লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ফর পাওয়ার সেক্টর অর্গানাইজেশন" শীর্ষক ১২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২০২০-২১ অর্থবছরে ইনোভেশন শোকেসিং এ প্রদর্শিত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা:

ক্রঃ নং	দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি	উদ্ভাবনী উদ্যোগ
০১	বিদ্যুৎ বিভাগ	Online monitoring system for employee presence in office
০২	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	শ্বেডা ডিজিটাল লাইব্রেরি
০৩	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে উচ্চচাপ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান
০৪	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	দুর্যোগে আলোর গেরিলা
০৫	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ	গ্রাহকের Postpaid বিল পরিশোধ পদ্ধতির Automation এবং পরিবেশ বান্ধবকরণ।
০৬	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	সরু ও অতিজনাকীর্ণ এলাকায় সিঙ্গেল পোল ট্রান্সফরমার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন
০৭	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	Low cost substation automation system (SAS) with SCADA
০৮	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ	NESCO Knowledge Bank স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকগণের সেবাদানের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ, বিভ্রান্তি দূরীকরণ এবং কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
০৯	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ	How to Ease Vehicle Maintenance & Service System
১০	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	Digitalize the Event Log (Shift Diary) Management in Shift
১১	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড	RMS inlet pressure কন্ট্রোল রুমের DCS থেকে পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থাকরণ।
১২	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	স্বচ্ছ ফাইবার টিন ব্যবহার করি, বিদ্যুৎ সাশ্রয় করি
১৩	বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ	Maintenance cost optimization of power plant equipment's by using Thermal Image Camera
১৪	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	Smart Metering System of Grid Substation (Piloting)
১৫	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	Inspection Management System (IMS)
১৬	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)	সিপিজিসিবিএল এর অনলাইন ড্রাইভ

উক্ত কর্মশালায়/শোকেসিং প্রতিযোগিতায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ১ম স্থান, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) ২য় স্থান এবং প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর ৩য় স্থান অধিকার করে।

১ম স্থান: ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)

উদ্ভাবনের শিরোনামঃ সরু ও অতিজনাকীর্ণ এলাকায় সিঙ্গেল পোল ট্রান্সফরমার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান উন্নয়ন।

পটভূমি: গতানুগতিক নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, লোড বৃদ্ধি ও ৮০ কিলোওয়াট লোড পর্যন্ত এলটিতে সংযোগ দেওয়ায় প্রতিনিয়ত ট্রান্সফরমার স্থাপন বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকা শহরে জায়গার সংকট দেখা দিচ্ছে। সরু রাস্তায় দুই পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপন করা একদিকে কষ্টসাধ্য ও রাস্তায় চলাচলে বিঘ্ন ঘটে, অপরদিকে বাড়ির কাছাকাছি ট্রান্সফরমার স্থাপনে অগ্নিকাণ্ড ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও, দুই পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপনে অধিক সময় লাগায় শাটডাউন দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে গ্রাহক ভোগান্তি বৃদ্ধি পায় এবং দুই পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপনে খরচ বেশি হয়।

কারিগরি বিশ্লেষণ: ডিপিডিসি'র ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সিঙ্গেল পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপনের কারিগরি ডিজাইন করা হয়েছে এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। ঢাকা শহরের বায়ুর চাপ, বাড়ের বেগ, ভূমিকম্প, ভূমির অবস্থা এবং ১,০০০ কেজি ওজনের ট্রান্সফরমার বিবেচনা করে বর্ণিত সিঙ্গেলপোল ও অন্যান্য মালামাল ডিজাইন করা হয়েছে।

পাইলট বাস্তবায়ন: ডিপিডিসি'র চিফ ইঞ্জিনিয়ার, এনওসিএস (নর্থ) দপ্তরের সামনে ১টি, হাজারিবাগ ও লালবাগ এলাকায় ১টি করে এবং আদাবর এলাকায় ২টি মোট ৫টি ট্রান্সফরমার স্থাপন করে পাইলটিং করা হয়।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCVQ):

	সময় (T) খরচ	(প্রতিটি ২০০ কেডিএ, ১১/৪ কেডি ট্রান্সফরমার এর জন্য) (C)	যাতায়াত (V)	কোয়ালিটি (Q)
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৮ ঘন্টা	৪.৭৬ লক্ষ টাকা	প্রয়োজ্য নয়	বেশি জায়গা প্রয়োজন
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৫ ঘন্টা	২.৩১ লক্ষ টাকা	প্রয়োজ্য নয়	স্বল্প জায়গায় স্থাপন সম্ভব
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৩ ঘন্টা	২.৪৫ লক্ষ টাকা	প্রয়োজ্য নয়	গ্রাহকসেবার মান উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাবে



সচিব মহোদয়ের কাছ থেকে (১ম স্থান অধিকারীর ডিপিডিসি পক্ষে) সম্মাননা সনদ গ্রহণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি

দুই পোল ট্রান্সফরমার স্থাপনে প্রায় ৫০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন হয় যেখানে সিঙ্গেল পোল ট্রান্সফরমার স্থাপনে ২৫ বর্গফুট জায়গা লাগবে। ফলে যান-জট হ্রাস পাবে ও গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন হবে। বাড়ি ঘর বা স্থাপনার বিপরীত দিকে ট্রান্সফরমার স্থাপন করা যায় বিধায় গ্রাহক অধিকতর নিরাপদ থাকবেন এবং অগ্নিকাণ্ডে দূর্ঘটনা কমবে। ট্রান্সফরমার স্থাপনে সময় কম লাগবে বিধায় শাটডাউন হ্রাস পাবে ও গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন হবে।



পূর্বের অবস্থা



বর্তমান অবস্থা

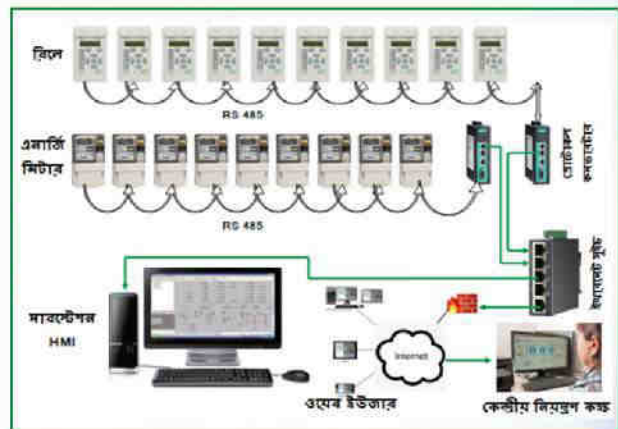
২য় স্থান: ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

উদ্ভাবনের শিরোনামঃ Low Cost Substation Automation System with SCADA.

পটভূমি: ওজোপাডিকোলিং-এর বিদ্যমান সকল ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের তথ্যাদি (ভোল্টেজ, কারেন্ট, লোড ও অন্যান্য প্যারামিটার) এবং ফিডারসমূহ চালু/বন্ধ হওয়ার রেকর্ড কর্মরত এসবিএ ম্যানুয়াল লগবইতে লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া ইনডোর ফিডারসমূহ খরান Panel- এর সামনে থেকে চালু/বন্ধ করা হয়, যা কর্মরত এসবিএ এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। Computerized Data Base না থাকায় ম্যানুয়াল লগবইতে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণধর্মী কাজে সহায়ক নয়। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে SAIFI/SAIDI হিসাব করা সময় সাপেক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য নয়। এছাড়া, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে উপকেন্দ্রের সার্বিক অবস্থা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। বর্তমানে বিদ্যমান অটোমেশন সিস্টেমের প্রকৌশলগত প্রযুক্তি বিদেশি আমদানি নির্ভর হওয়ায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং একই সাথে রক্ষণাবেক্ষণ/পরিবর্তন কাজের জন্য বিদেশি প্রকৌশলীর উপর নির্ভরশীল হতে হয়। উপরোক্ত সমস্যার সমাধান কল্পে “Low Cost Substation Automation System (SAS) with SCADA” শিরোনামে ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিকভাবে জোড়াগেট, খুলনা ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্বাচন করা হয়।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

- ক. সার্ভার, রাউটার, Protocol Converter, VPN সংযোগ এবং প্রয়োজনীয় Development Software ত্রয়;
- খ. নিজস্বভাবে SAS- এর Application Software প্রস্তুতকরণ;
- গ. উপকেন্দ্রে বিদ্যমান রিলে, এনার্জি মিটার ও সুইচগিয়ার এর সাথে Application Software- এর Integration;
- ঘ. কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষসহ অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের সাথে VPN Channel-এর মাধ্যমে উপকেন্দ্রের সার্ভারের Communication স্থাপন।



চিত্র-১: আর্কিটেকচারাল ডায়াগ্রাম

বাস্তবায়নের চিত্র: জোড়াগেট উপকেন্দ্রঃ

চিত্র-২: স্বয়ংক্রিয় উপকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

চিত্র-৩: উপকেন্দ্রে কর্মরত এসবিএ

চিত্র-৪: কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

চিত্র-৫: কারেন্ট এর লেখচিত্র (Trend View)

চিত্র-৬: ফিডার ওয়ারি বিদ্যুৎ বিচ্ছতির প্রতিবেদন

চিত্র-৭: স্বয়ংক্রিয় (Machine Generated) বিদ্যুৎ বিচ্ছতির (SAIFI & SAIDI) প্রতিবেদন।

TOTAL INTERRUPTION	194
TOTAL DURATION MINUTE	5459
NRI	1005910
NRRI	27598349
SAIFI	31
SAIDI	863

প্রচলিত SAS-এর সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী (উপকেন্দ্র প্রতি):

<p>Low Cost Substation Automation System with SCADA এর বাস্তবায়ন ব্যয়</p>	<p>বর্তমানে বাজারদর মোতাবেক প্রচলিত SAS এর বাস্তবায়ন ব্যয়</p>
<p>৫,৫০,০০০.০০ টাকা</p>	<p>১,০৯,৮৯,৫৯৬.০০ টাকা + প্রায় ৩৮% CD I VAT * Reference: GD-10, ২০১৭-১৮, EAUPDSP, WZPDCL</p>



দফাসমূহ	সময় (ঘন্টা)	পরিদর্শন	ব্যয় (টাকা)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	১৬৬ ঘন্টা/মাস (লগবই সংরক্ষণ, বিদ্যুৎ বিচ্ছৃতি ও SAIFI&SAIDI প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ)	কমপক্ষে ০৫ বার যাতায়াত/মাস (SAIFI&SAIDI প্রতিবেদন প্রস্তুত ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ)	যাতায়াত ও মানব সম্পদ বিবেচনায়ঃ ৫৬৮৭৫.০০ টাকা (মাসিক)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ ঘন্টা/মাস	--	মানব সম্পদ ও VPN সংযোগ ২৩৪৩.০০ টাকা
মোট পার্শ্বক্য	১৬৫ ঘন্টা/মাস (সাশ্রয়)	০৫ বার যাতায়াত/মাস (সাশ্রয়)	৫৪৫৩২.০০ টাকা/মাস (সাশ্রয়)
অন্যান্য সুবিধাসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> নিজস্ব প্রযুক্তিতে অটোমেশন সিস্টেম তৈরী করা হলে তাহা স্বল্প খরচে উপকেন্দ্রে স্থাপন করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে অটোমেশন সিস্টেমের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ নিজস্ব প্রকৌশলী দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে বিদ্যুৎ সেক্টরে অটোমেশন বিষয়ে দক্ষ প্রকৌশলী তৈরী হবে। স্বয়ংক্রিয় বিদ্যুৎ বিচ্ছৃতির (SAIFI & SAIDI) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে। উপকেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে উপকেন্দ্রের সার্বিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ম্যানুয়াল লগ বই এর পরিবর্তে ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উপকেন্দ্রের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। উপকেন্দ্রের প্রতি মুহূর্তের সকল তথ্য কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে বিধায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ডাটা বিশ্লেষণে সহায়ক হবে। উপকেন্দ্রে কর্মরত এসবিএ এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। 		

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ওজোপাডিকোলিঃ-এর আওতাধীন আরও ০৮টি Non-SAS উপকেন্দ্রে প্রস্তাবিত আইডিয়া বাস্তবায়ন করাসহ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একই প্ল্যাটফর্মে সংযুক্তপূর্বক SCADA অপারেশন বাস্তবায়ন।



সচিব মহোদয়ের কাছ থেকে (২য় স্থান অধিকারীর ওজোপাডিকোর পক্ষে) সম্মাননা সনদ গ্রহণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো

৩য় স্থান: প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

উজ্জ্বল ধারণা “ইস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” আধুনিক সভ্যতার জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার এবং সম্পদ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অতিউচ্চ, উচ্চ ও মধ্যম চাপের বৈদ্যুতিক সংযোগ অনুমোদন, বৈদ্যুতিক কারিগরি, সুপারভাইজার সনদ ও ঠিকাদারি লাইসেন্স ইস্যুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেট্টরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চ চাপের বৈদ্যুতিক স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের পূর্বে এ দপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালু করার অনুমোদনপত্রের জন্য সারা দেশের গ্রাহকগণকে দপ্তরে সরেজমিনে এসে আবেদনপত্র দাখিল, বিল সংগ্রহ, চালান জমা এবং জারিকৃত অনুমোদনপত্র গ্রহণ করতে হতো; যা সময় ও অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ। এ সমস্যা সমাধানের জন্য এবং দ্রুত সেবা গ্রাহকগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর ইনোভেশন আইডিয়া হিসেবে “ইস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই নব উদ্ভাবিত সিস্টেমে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালু করার অনুমোদনপত্র জারির জন্য পূর্বের ১০টি ধাপ থেকে ৪টি ধাপে কমিয়ে আনা হয়েছে। “ইস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম” এর মাধ্যমে এখন গ্রাহকগণ দেশের যেকোন স্থান থেকে উপকেন্দ্র চালুর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারে। বিদ্যুৎ পরিদর্শকগণ সরেজমিনে উপকেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক তাৎক্ষণিক অনলাইনে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন সঠিক থাকলে অনুমোদনপত্র অনলাইনে জারি করা হয়, যা গ্রাহকগণ ঘরে বসেই সংগ্রহ করতে পারে। এই উদ্যোগের ফলে গ্রাহকগণের সময় ও অর্থ সাশ্রয়সহ ডিজিট কম হচ্ছে এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফাইল সংরক্ষণ হওয়ায় দপ্তরের কর্ম পরিবেশও উন্নত হয়েছে। ইস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ১লা জানুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে সাফল্যের সাথে গ্রাহকসেবা দিয়ে যাচ্ছে এ দপ্তর। এ পর্যন্ত ইস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা ১,৭৪৯টি, পরিদর্শন সংখ্যা ১,৭০৯টি, অনুমোদন সংখ্যা ১,৬৫৮টি এবং মোট রাজস্ব আদায় ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৮০ টাকা। ইস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে মোট আবেদনের সংখ্যা, আবেদন নিষ্পত্তির সময়, অনুমোদন জারির সংখ্যা, অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদি রিপোর্ট পাওয়া যায়। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর ইস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখ্য বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ইনোভেশন টিমের সভা প্রতি মাসে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিদ্যুৎখাতের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ নিয়মিত বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, উজ্জ্বলী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/কর্মশালা/সেমিনার, সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের ৬৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে ২১-২৪ জুন ২ দিন করে মোট ৪ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা প্রদান করা হয়ে থাকে।



সচিব মহোদয়ের কাছ থেকে (৩য় স্থান অধিকারীর প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের পক্ষে) সম্মাননা সনদ গ্রহণ করছেন প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর



ইনোভেশন শোকেসিং ২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

১২.২ শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারভুক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যেই দেশের শতকরা ৯৯.৫০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। আশা করা যায় মুজিববর্ষের মধ্যেই শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১২.৩ মাঠ পরিদর্শন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিস্টেম লস হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে সংস্থাসমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শন ব্যতিরেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কাজের তৎপরতা, দক্ষতা, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

১২.৪ সুপারিশসমূহ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারু রূপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সাজেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মাসিক অভ্যন্তরীণ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিদের সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

১২.৫ গণশুনানী

বর্তমানে উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ গণশুনানী ও প্রান্তিক অফিসসমূহ পরিদর্শন করেন। প্রতিমাসে বিদ্যুৎখাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিষয়ক সমস্যা যেমন নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে বিলম্ব, ওভার বিলিং, বকেয়া, লোড-ডোল্টেজ, বিদ্যুৎ চুরি, মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নিয়মিত গণশুনানীর ফলে গ্রাহকদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পায় এবং সুশাসন নিশ্চিত হয়।

১২.৬ মাসিক সমন্বয় সভা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।



৩০ জুন ২০২১ তারিখ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদেদের সাথে কাতারের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত আহমেদ মোহাম্মদ নাসের আল দেহিমি (Ahmed Mohammed Nasser Al-Dehaimi) প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।



১২.৭ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিভাগ

অত্যাবশ্যকীয় সেবা হিসাবে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা চলমান রাখতে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ডাক্তার/স্বাস্থ্যকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পরও জুন ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎখাতে কর্মরত ৪,৮৫৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৭৫ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিসহ অন্যান্য দুর্ঘটনাকালে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে এই দুর্ঘটনের সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২ দফা নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিগিটির অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

১. কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের প্রারম্ভ হতে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন এবং সুরক্ষা সামগ্রী যেমন সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড গ্লভস এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়মিত বিতরণ করা হচ্ছে;
২. বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী অফিসে প্রবেশদ্বারে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন, মাস্ক পরিধান, ঘন ঘন হাত ধোয়া, শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে;
৩. ব্যক্তিগত এবং কর্মস্থলে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জরুরি প্রয়োজনে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ০২ (দুই) জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে;
৪. বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল” এবং “হাউস কন্সট্রাকশন ফান্ড বাই প্রাইভেট ফাইন্যান্স তহবিল” দুটিতে ০৫ (পাঁচ) কোটি করে মোট ১০ (দশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;
৫. বিভিন্ন সভা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপসমূহ অনলাইন ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান;
৬. মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি;
৭. বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হলে তার সংস্পর্শে আসা কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে এবং মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
৮. করোনা সংক্রমণ ও বিস্তার রোধকল্পে সরকারের ‘স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা’ অনুযায়ী জনসচেতনতামূলক বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন, স্ট্যান্ড-বি প্রভৃতি অফিসের দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।



নবনির্মিত রাজশাহী ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র

১৩.০ সবার জন্য যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানে বিদ্যুৎ বিভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন সক্ষমতা বেশি থাকা সত্ত্বেও গ্যাসের প্রাপ্যতা, আমদানিকৃত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উঠানামা, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার এলাকাভিত্তিক সীমাবদ্ধতার কারণে গুণগত মানের বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

১৩.১ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির প্রাপ্যতা/সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং আমদানিকৃত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উঠানামা;

১৩.২ বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয়পূর্বক বিদ্যুৎখাতের ভর্তুকি হ্রাস;

১৩.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো;

১৩.৪ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা;

১৩.৫ ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;

১৩.৬ ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে তাল মিলিয়ে পিক, অফ-পিক চাহিদা ও উৎপাদনে ভারসাম্য রক্ষা করা;

১৩.৭ দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় আন্তর্গদেশীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্য (Cross Border Electricity Trade) বৃদ্ধি করা।

টেকসই উন্নয়ন ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ



চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ
(জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)

পরিশিষ্ট “ক”



ময়মনসিংহ ২১০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার স্টেশন

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১.	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ জানুয়ারি ২০০৯
০২.	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৩.	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৪.	উল্লাপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	০২ মার্চ ২০০৯
০৫.	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি) (দেশ এনার্জি)	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ ২০০৯
০৬.	মহিপাল, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল ২০০৯
০৭.	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে ২০০৯
০৮.	বাড়বকুণ্ড এসআইপিপি (রিজেন্ট)	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে ২০০৯
০৯.	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন ২০০৯
১০.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন ২০০৯
১১.	ভোলা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভেঙ্গর)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০০৯
১২.	ফেঞ্চুগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদি) (বরকতুল্লাহ)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর ২০০৯
১৩.	আশুগঞ্জ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রিশিসান এনার্জি)	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৭ এপ্রিল ২০১০
১৪.	শিকলবাহা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিস)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ মে ২০১০
১৫.	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আরজেড পাওয়ার)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০২ আগস্ট ২০১০
১৬.	খুলনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
১৭.	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল (এগ্রিকো)	৪৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
		১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ আগস্ট ২০১০
১৮.	শিকলবাহা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট ২০১০
১৯.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেগাওয়াট (২য় ইউঃ) বিঃকেঃ	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর ২০১০
২০.	পাগলা ৫০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল (ডিপিএ)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১০
২১.	ভেড়ামারা ১১০ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১০
২২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দেশ এনার্জি)	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
২৩.	বি-বাড়ীয়া ৭০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ ২০১১
২৪.	মদনগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০১ এপ্রিল ২০১১
২৫.	আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল ২০১১
২৬.	মেঘনাঘাট ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আইইএল)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে ২০১১
২৭.	ঘোড়াশাল ৭৮ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ম্যাক্সপাওয়ার)	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে ২০১১
২৮.	নোয়াপাড়া ৪০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (খানজাহান আলী)	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১১
২৯.	আশুগঞ্জ ৮০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে ২০১১
৩০.	খুলনা ১১৫ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কেপিসিএল-২)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০১ জুন ২০১১
৩১.	আশুগঞ্জ ৫৩ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১১
৩২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডাচ বাংলা)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই ২০১১
৩৩.	নোয়াপাড়া ১০৫ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট ২০১১
৩৪.	বাঘাবাড়ী ৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট ২০১১
৩৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর ২০১১
৩৬.	বেড়া ৭০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর ২০১১
৩৭.	দাউদকান্দি ৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	১৯ অক্টোবর ২০১১
৩৮.	ফরিদপুর ৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	০৩ নভেম্বর ২০১১
৩৯.	গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৯	এইচএফও	বিউবো	২০ নভেম্বর ২০১১
৪০.	বগুড়া ২০ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিপ্রিমা)	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর ২০১১
৪১.	হাটহাজারী ১০০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর ২০১১

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৪২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৩.	সাংগু, দোহাজারী ১০০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৪.	আমনুরা ৫০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারি ২০১২
৪৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিপ্রিমা)	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪৬.	চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	০৩ মার্চ ২০১২
৪৭.	জুলভা ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (একর্প ইনফ্রা. সার্ভিস লিঃ)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ ২০১২
৪৮.	কেরাণীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ ২০১২
৪৯.	সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিউবো	২৮ মার্চ ২০১২
৫০.	কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নর্দান পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে ২০১২
৫১.	গাজীপুর ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
৫২.	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	ডিসেম্বর ২০১২
৫৩.	সান্তাহার ৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	০৭ ডিসেম্বর ২০১২
৫৪.	কাটাখালী ৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	১৭ ডিসেম্বর ২০১২
৫৫.	রাউজান, চট্টগ্রাম ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	০৩ মে ২০১৩
৫৬.	খুলনা ১৫০ মেগাওয়াট জিটি	১৫০	গ্যাস/ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৭.	আশুগঞ্জ ৫১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৮.	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯.	শাজাহানউল্লাহ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	২৫	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০.	নাটোর ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাজ-লংকা পাওয়ার লিঃ)	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারি ২০১৪
৬১.	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বরকতউল্লাহ ডায়নামিক)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ মে ২০১৪

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৬২.	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	২০৩	গ্যাস/ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১৪
৬৩.	গগননগর ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ জুন ২০১৪
৬৪.	আপগেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র টু ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৮	গ্যাস/ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৪ জুলাই ২০১৪
৬৫.	ঘোড়াশাল ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ)	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই ২০১৪
৬৬.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকধানবি বাংলা পাওয়ার লিঃ)	৫২	গ্যাস/এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর ২০১৪
৬৭.	পটিয়া ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECPV Chittagong Ltd.)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারি ২০১৫
৬৮.	কাঠপাট্টি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পিপলস এনার্জি লিঃ)	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৬৯.	আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল ২০১৫
৭০.	আশুগঞ্জ ১৯৫ মেগাওয়াট মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে ২০১৫
*	মেঘনাঘাট-২: ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	১০২	গ্যাস/ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০১ জুন ২০১৫
৭১.	বিবিয়ানা-২: ৩৪১ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ জুন ২০১৫
৭২.	কডড়া, গাজীপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	গ্যাস/ইইচএফও	বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ	১৬ আগস্ট ২০১৫
৭৩.	ভোলা ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	১৯৪	গ্যাস	বিউবো	০২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
*	আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	৭৫	গ্যাস	এপিএসসিএল	১০ ডিসেম্বর ২০১৫
*	বিবিয়ানা-২: ৩৪১ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	১১৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ ডিসেম্বর ২০১৫

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৭৪.	মদনগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৭৫.	বরিশাল ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৫ এপ্রিল ২০১৬
৭৬.	নবাবগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার লিঃ)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ জুন ২০১৬
৭৭.	আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭২	গ্যাস/এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৮ জুন ২০১৬
৭৮.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (দক্ষিণ)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	২২ জুলাই ২০১৬
৭৯.	মানিকগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ আগস্ট ২০১৬
৮০.	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩৩০	গ্যাস	বিউবো	জিটিঃ ২০ আগস্ট ২০১৬ এসটিঃ ২০ ডিসেম্বর ২০১৬
৮১.	জামালপুর ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা)	৯৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ নভেম্বর ২০১৬
৮২.	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৮৩.	ভেড়ামারা ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২৭৮	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	০৯ মে ২০১৭
৮৪.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (উত্তর)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	১১ জুন ২০১৭
৮৫.	কুশিয়ারা ১৬৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	১০৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুলাই ২০১৭
৮৬.	সরিষাবাড়ি ৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ আগস্ট ২০১৭
৮৭.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৪	এইচএফও	বিউবো	১২ আগস্ট ২০১৭
৮৮.	শিকলবাহা ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	২২৫	গ্যাস/ এইচএসডি	বিউবো	০৮ নভেম্বর ২০১৭
*	ভেড়ামারা ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	০১ জানুয়ারি ২০১৮

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৮৯.	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৪	কয়লা	বিউবো	০১ জানুয়ারি ২০১৮
৯০.	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Banco Energy)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০১ জানুয়ারি ২০১৮
৯১.	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩৬৫	গ্যাস	বিউবো	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯২.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় ইউনিট)	২২০	গ্যাস/এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯৩.	নোয়াপাড়া, যশোর ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ এপ্রিল ২০১৮
*	কুশিয়ারা ১৬৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ)	৫৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৪.	দাউদকান্দি ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৫.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২১৭	গ্যাস	ইজিসিবি	৩০ এপ্রিল ২০১৮
৯৬.	কডঙ্গা, গাজীপুর ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (সামিট পাওয়ার)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ মে ২০১৮
৯৭.	ব্রাহ্মণগাঁও, কেরানীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এথিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মে ২০১৮
৯৮.	ময়মনসিংহ ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ইউনাইটেড পাওয়ার)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ জুন ২০১৮
৯৯.	আওরাহাটি, কেরানীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এথিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ জুন ২০১৮
১০০.	কডঙ্গা, গাজীপুর ১৪৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১) (Summit Power)	১৪৯	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০১৮
১০১.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি)	১৪১	গ্যাস/এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	০৯ আগস্ট ২০১৮
১০২.	পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এপিআর)	৩০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১৮
১০৩.	টেকনাফ, কক্সবাজার ২০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক (টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিঃ)	২০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১০৪.	সিরাজগঞ্জ ৪০০±১০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (SNWPCL)	২৮২	গ্যাস/এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৪ অক্টোবর ২০১৮
১০৫.	রূপসা, খুলনা ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ওরিয়ন রূপসা পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ অক্টোবর ২০১৮
১০৬.	চাঁদপুর ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (দেশ এনার্জি চাঁদপুর লিঃ)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮
১০৭.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-৩) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (একর্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮
১০৮.	আশুগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (মিডল্যান্ড ইস্ট পাওয়ার)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ নভেম্বর ২০১৮
*	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	৭৯	গ্যাস/এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২০ জানুয়ারি ২০১৯
১০৯.	বিবিয়ানা ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি ইউনিট)	২৮৫	গ্যাস	বিউবো	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১০.	বাঘাবাড়ি ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (প্যারামাউন্ট বিট্র্যাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১১.	জামালপুর ১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১২.	বগুড়া ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মার্চ ২০১৯
*	সিরাজগঞ্জ ৪০০±১০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (SNPCL)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ এপ্রিল ২০১৯
১১৩.	মধুমতি, বাগেরহাট ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৫ এপ্রিল ২০১৯
১১৪.	শিকলবাহা ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বারাকা পতেঙ্গা-রয়েল হোমস)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ মে ২০১৯
১১৫.	গাজীপুর ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	আরপিসিএল	২৫ মে ২০১৯
১১৬.	কাগুই ৭ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭	সৌর	বিউবো	২৮ মে ২০১৯
১১৭.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লিঃ)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১৯

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১১৮.	মাঝিপাড়া, তেতুলিয়া ৮ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Sympa Solar Ltd.)	৮	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ জুলাই ২০১৯
১১৯.	রংপুর ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ আগস্ট ২০১৯
১২০.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ১১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কর্ণফুলি পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ আগস্ট ২০১৯
১২১.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (জোড়িয়াক পাওয়ার)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ আগস্ট ২০১৯
*	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১১৮	গ্যাস	ইজিসিবি	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
*	বিবিয়ানা ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	১১৫	গ্যাস	বিউবো	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১২২.	বগুড়া ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ নভেম্বর ২০১৯
১২৩.	ফেনী ১১৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকধানাভি)	১১৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১৯
১২৪.	চৌমুহনী, নোয়াখালি ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এইচ এফ পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
১২৫.	আপগ্রোডেশন অব সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৮৯	গ্যাস	বিউবো	১৪ মার্চ ২০২০
১২৬.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-২ (একর্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লিঃ)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ মার্চ ২০২০
১২৭.	পায়রা, পটুয়াখালি ২x৬৬০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিপিএল (JV of NWPGL & CMC, China)	১৫ মে ২০২০
১২৮.	মেঘনাঘাট ১০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ওরিয়ন পাওয়ার সোনারগাঁও লিঃ)	১০৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ জুন ২০২০
১২৯.	সুতিয়াখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (HDFC Sin Power Ltd.)	৫০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	০৪ নভেম্বর ২০২০
১৩০.	মানিকগঞ্জ ১৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক) (মানিকগঞ্জ পাওয়ার জেনারেশনস লিমিটেড)	১৬২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০১ ডিসেম্বর ২০২০

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পসমূহ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
*	পায়রা, পটুয়াখালি ২x৬৬০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিএল (JV of NWPGL & CMC, China)	০৮ ডিসেম্বর ২০২০ ২০ ডিসেম্বর ২০২০
১৩১.	টান্কাইল ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল) (টান্কাইল পল্লী পাওয়ার জেনারেশন লিঃ)	২২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৪ জানুয়ারি ২০২১
১৩২.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আনলিমা এনার্জি)	১১৬	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ জানুয়ারি ২০২১
১৩৩.	পটুয়াখালী ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পায়রা পাওয়ার লিঃ)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ জানুয়ারি ২০২১
১৩৪.	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি	৩৮৩	গ্যাস	বিউবো	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১৩৫.	শাহজিবাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	গ্যাস	বিউবো	০৮ মার্চ ২০২১
১৩৬.	ভৈরব ৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভৈরব পাওয়ার লিঃ)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ মার্চ ২০২১
১৩৭.	মানিকগঞ্জ ৩৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Inspectra Solar Ltd.)	৩৫	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মার্চ ২০২১
১৩৮.	সিরাজগঞ্জ ৬.৫৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬	সৌর	এনডব্লিউপিজিসিএল	০১ এপ্রিল ২০২১
১৩৯.	ঘোড়াশাল ৪১৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং) (জিটি ইউনিট)	২৬০	গ্যাস	বিউবো	০৯ জুন ২০২১
১৪০.	ভোলা ২২০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নতুন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লিঃ)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	
মোট		১৮,০৮১			

- এছাড়াও ভারতের বহরামপুর থেকে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে।
- * ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।

চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন এবং দরপত্র প্রক্রিয়াধীন
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিশিষ্ট “খ”



সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতে চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ৩,৪০৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (LOI এবং NOA প্রদান করা হয়েছে)

(২.ক) সরকারি খাত:

(২.ক.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৪৩৮ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিপিডিবি	৪৩৮	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৩	০৬-০৬-২০২১ তারিখে NOA ইস্যু করা হয়েছে।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		১ টি	৪৩৮			

(২.ক.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)					
২.ক মোট সরকারি খাত		১ টি	৪৩৮			

(২.খ) যৌথ উদ্যোগ:

(২.খ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)					

(২.খ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১০০ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিআইআরই এবং বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ)	যৌথ উদ্যোগ	১০০	সৌর	জুন ২০২৪	২৭-০১-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		১টি	১০০			
২.খ মোট যৌথ উদ্যোগ		১ টি	১০০ মেগাওয়াট			

(২.গ) বেসরকারি খাত:

(২.গ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ২,৩৩৫ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	হাতিয়া ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দেশ এনার্জি লিঃ)	আইপিপি	৫	এইচএফও	ডিসেম্বর ২০২১	০৫/০৫/২০২১ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০২.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	আইপিপি	৫০	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৩	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
০৩.	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (আনলিমা পাওয়ার)	আইপিপি	৪৫০	গ্যাস/ এলএনজি	জুন ২০২৪	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৪.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ)	আইপিপি	৫৯০	গ্যাস/ এলএনজি	জুন ২০২৪	২৫/০২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৫.	মিরসরাই ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প (হাংবু, চায়না)	আইপিপি	১২৪০	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৬	২৭/০৩/২০১৮ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
বাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৫টি	২,৩৩৫ মেগাওয়াট			

(২.গ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৫৩১ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	জামালপুর ৮১৩ কিলোওয়াট রুফটফ সৌর প্রকল্প	আইপিপি	০.৮১৩	সৌর	ফেব্রুয়ারি ২০২২	১১-০৩-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। চুক্তিস্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
০২.	মৌলভীবাজার, সিলেট ১০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	১০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	৩১-০১-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
০৩.	পঞ্চগড় ৫০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক (৮ মিনিট সিঙ্গাপুর হোল্ডিংস)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	২০/০৮/২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
০৪.	চাঁদপুর ৭ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (J V of Appolo Engg & Construction Ltd. & S.M.E. Electrical Private Ltd.)	আইপিপি	৭	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	০৬-০৯-২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
০৫.	ডিমলা, নীলফামারি ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এসকেটিক সোলার এ এস এ)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	২৭-০১-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
০৬.	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ২০ মেঃঃঃ সৌর পার্ক (Rahimafrooz Renewable Energy Ltd. & Shunfeng Investment Ltd.)	আইপিপি	২০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	০৩/০২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০৭.	ধামরাই, ঢাকা ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Consortium of IBV Vogt GmbH & SS Agro Complex Ltd)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	১০/০৭/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৮.	নারায়ণগঞ্জ বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	আইপিপি	৬	বর্জ্য	জুন ২০২৩	১১/১০/২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৯.	পাবনা ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সাপরজি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া)	আইপিপি	১০০	সৌর	জুন ২০২৩	৩১-১২-২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
১০.	সোনাগাজী, ফেনী ৩০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Bhagwati Products Ltd. & Regen Powertech Pvt. Ltd. India)	আইপিপি	৩০	বায়ু	জুন ২০২৩	২৭-০১-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১১.	বারয়েরহাট, চট্টগ্রাম ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	জুন ২০২৩	১৫/১২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১২.	বেড়া, পাবনা ৩.৭৭ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মোসুফা মোটর)	আইপিপি	৩.৭৭	সৌর	জুন ২০২৩	০৭/০৭/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
১৩.	রাঙ্গুনিয়া ৫৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫৫	সৌর	জুন ২০২৩	০৮/০১/২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
১৪.	মংলা বাগেরহাট ৫০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫৫	বায়ু	জুন ২০২৩	১৯-০১-২০২১ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৫.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৪২.৫০ মেগাওয়াট (নেট) বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প স্পন্সরঃ CMEC, China	আইপিপি	৪২.৫	বর্জ্য	জুন ২০২৩	২৯/১২/২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)	১৫টি	৫৩১			

২. গ মোট বেসরকারি খাত	২০টি	২,৮৬৬ মেগাওয়াট
২. (ক+খ+গ) মোট চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন (সরকারি + যৌথ উদ্যোগ+ বেসরকারি)	২২টি	৩,৪০৪ মেগাওয়াট

সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ৩৩৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে / মূল্যায়ন চলছে)

(৩.ক) সরকারি খাত:

(৩.ক.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)					

(৩.ক.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	বরিশাল ১ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	১	সৌর	জুন ২০২২	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)	১টি	১			
৩.ক মোট সরকারি খাত		১ টি	১ মেগাওয়াট			

(৩.খ) যৌথ উদ্যোগ:

(৩.খ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)					

(৩.খ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১৩২ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	পাবনা ৬০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক (JV of NWPGL & CMC, China)	BCRECL	৬৪	সৌর	জুন ২০২৩	Awaiting LOI issuance
০২.	সিরাজগঞ্জ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of NWPGL & CMC, China)	BCRECL	৬৮	সৌর	জুন ২০২৩	Awaiting LOI issuance
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)	২টি	১৩২			
৩.খ মোট যৌথ উদ্যোগ		২টি	১৩২ মেগাওয়াট			

(৩.গ) বেসরকারি খাত:

(৩.গ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.						
	মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)					

(৩.গ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ২০০ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	নেত্রকোনা ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	জুন ২০২৩	বর্তমানে ক্রয়প্রস্তাবটি Purchase কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
০২.	চুয়াডাঙ্গা ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০৩.	ইনানী, কক্সবাজার ৫০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	বায়ু	জুন ২০২৩	গত ১৩/০৯/২০২০ তারিখে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে দাখিলকৃত দরসমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে।
০৪.	চাঁদপুর ৫০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	বায়ু	জুন ২০২৩	গত ১৩/০৯/২০২০ তারিখে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে দাখিলকৃত দরসমূহ মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে।
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)	৪টি	২০০			

৩.গ মোট বেসরকারি খাত	৪টি	২০০ মেগাওয়াট
৩.(ক+খ+গ) মোট দরপত্র প্রক্রিয়াধীন (সরকারি + যৌথ উদ্যোগ + বেসরকারি)	৭টি	৩৩৩ মেগাওয়াট

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিশিষ্ট “গ”



ভেড়ামারা ৪১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

সরকারি, বৌখ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন ১২,৯৬৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(১.ক) সরকারি খাত:

(১.ক.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৪,২৮৬ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১.	মোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: CEEG, GPEC, China	০৬ জুন ২০১৬	৪০৯	গ্যাস	জিটি: ৩০/০৪/২০১৮ এসটি: ৩০/০৪/২০১৯	আগস্ট ২০২১	৯৪%
*	মোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (এস টি ইউনিট) সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারি ২০১৪	১৫৬	গ্যাস		সেপ্টেম্বর ২০২১	৯৮%
০২.	মিরসরাই ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: বি-আর পাওয়ার জেন ইপিসি: সিনো হাইড্রো, চায়না	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১৬০	এইচএফও/ গ্যাস	সেপ্টেম্বর ২০১৯	অক্টোবর ২০২১	৯৭%
০৩.	আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) সংস্থা: APSCL ইপিসি: CNTEC	২০ মার্চ ২০১৮	৪০০	গ্যাস	জিটি: ৩১/১২/২০২০ এসটি: ২৯/০৬/২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	৮০%
০৪.	খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: HE-ETERN JV, China	১৭ নভেম্বর ২০১৬	৩৩৬	গ্যাস/ ডিজেল	জিটি: ২০ অক্টোবর ২০২০ এসটি: ১৬ অক্টোবর ২০২১	জিটি: নভে: ২০২১ এসটি: মার্চ ২০২২	৬১%
০৫.	সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থা: বিপিডিবি ইপিসি: ডংফেং ইলেক্ট্রিক ইন্টারন্যাশনাল	২২ জানুয়ারি ২০১৯	১৬২	ডিজেল		ডিসেম্বর ২০২২	৬%
০৬.	শ্রীপুর, গাজীপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সংস্থা: বি-আর পাওয়ারজেন ইপিসি: Max Infrass Ltd.	১৪ অক্টোবর ২০১৮	১৬৩	এইচএফও		ডিসেম্বর ২০২২	৫%
০৭.	ময়মনসিংহ ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল), সংস্থা: আরপিসিএল ইপিসি: Harbin Electric Int. Company Ltd.	৩১ অক্টোবর ২০১৯	৪২০	গ্যাস/ ডিজেল		ডিসেম্বর ২০২৩	প্রাথমিক কাজ চলছে
০৮.	রূপসা ৮০০ (২*৪০০) মে:ও: সিসিপিপি সংস্থা: এনডব্লিউ পিজিসিএল ইপিসি: SEC & Ansaldo	২৮ নভেম্বর ২০১৯	৮৮০	এলএনজি	১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিট: ডিসেম্বর ২২	১ম ইউনিট: মে ২০২৩ ২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২৩	৩৮%

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০৯.	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ সিপিজিসিবিএল ইপিসিঃ Sumitomo, Japan	২৭ জুলাই ২০১৭	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	৪২%
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		৯ টি	৪,২৮৬				

(১.ক.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৫২ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১.	সিরাজগঞ্জ ২ মেগাওয়াট বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, সংস্থাঃ বিপিডিবি	১৫ জানুয়ারি ২০১৮	২	বায়ু	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪	৪২%
০২.	সোনাগাজী ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, সংস্থাঃ ইজিসিবি	১৫ জুন ২০২১	৫০	সৌর	২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		২ টি	৫২				
১.ক মোট সরকারি খাত		১১ টি	৪,৩৩৮ মেগাওয়াট				

(১.খ) যৌথ উদ্যোগ:

(১.খ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৩,৭৩১ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১.	মৈত্রী সুপার ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসিঃ BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	১২৪০	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২১	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২২ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২২	৬৫%
০২.	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ RNPL (JV of RPCL & Norinco, China) ইপিসিঃ TEPC-CHEC-CWEC	০৫ মার্চ ২০১৯	১২৪৭	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৩	১ম ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৩	৩০%

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০৩.	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়), সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসিঃ NEPC & CECC	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮	১২৪৪	আমদানিকৃত কয়লা		১ম ইউনিটঃ জুন ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৩	২০%
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		৩টি	৩,৭৩১ মেগাওয়াট				

(১.খ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১.							
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)							
১.খ মোট যৌথ উদ্যোগ		৩টি	৩,৭৩১ মেগাওয়াট				

(১.গ) বেসরকারি খাত:

(১.গ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৪,৪৩৬ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১.	কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্পন্সর: কাঞ্চন পূর্বাচল পাওয়ার লিঃ	১৪ মে ২০১৮	৫৫	এইচএফও /গ্যাস	১২ আগস্ট ২০১৯	জুলাই ২০২১	৮৮%
০২.	চাঁদপুর ১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ডুরিন পাওয়ার	১৭ জানুয়ারি ২০১৮	১১৫	এইচএফও	১৬ জুলাই ২০১৯	জুলাই ২০২১	৯৫%
০৩.	ঠাকুরগাঁও ১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন	০৩ মে ২০১৮	১১৫	এইচএফও	০৩ নভেম্বর ২০১৯	আগস্ট ২০২১	৯০%
০৪.	বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্পন্সর: বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি	১২ এপ্রিল ২০১৮	৩০৭	আমদানিকৃত কয়লা	১২ জানুয়ারি ২০২২	জুলাই ২০২২	৫৫%
০৫.	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি স্পন্সর:সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	১৪ মার্চ ২০১৯	৫৮৩	এলএনজি/ এইচএসডি	১৪ মার্চ ২০২২	১৬ আগস্ট ২০২২	২৬%
০৬.	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মেগাওয়াট সিসিপিপি, স্পন্সর: ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড	২৪ জুলাই ২০১৯	৫৮৪	গ্যাস/ এলএনজি	২৩ জুলাই ২০২২	৩১ আগস্ট ২০২২	২০%

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০৭.	চট্টগ্রাম ২x৬১২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, স্পসর: এস এস পাওয়ার	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১২২৪	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর ২০২২	৭৩%
০৮.	কেরাণীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট (খুলনা) স্পসর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২৫ নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০২২	৩% *স্থান পরিবর্তন অনুমোদিত
০৯.	মেঘনাঘাট ৭১৮ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিলায়েন্স পাওয়ার লিঃ)	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৭১৮	এলএনজি	৩১ আগস্ট ২০২২	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৪২%
১০.	ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, স্পসর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ (ঢাকা-২)	২১ এপ্রিল ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৬	২৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে GE, USA এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		১০টি	৪,৪৩৬ মেগাওয়াট				

(১.গ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৪৬২ মেগাওয়াট

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১.	বড়দুর্গাপুর, মংলা, বাগেরহাট ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনারগন)	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯	১০০	সৌর	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	যন্ত্রপাতি আমদানি শুরু হয়েছে।
০২.	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট ৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পসর: (GHEL, BD & CETC, China)	২৯ জানুয়ারি ২০১৮	৫	সৌর	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২১	ইপিসি নিয়োগ করা হয়েছে।
০৩.	গয়ানগাট সিলেট ৫ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পসর: ইকি সুজি অ্যান্ড সান সোলার পাওয়ার	০২ আগস্ট ২০১৮	৫	সৌর	৩০ ডিসেম্বর ২০২০	ডিসেম্বর ২০২১	জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।

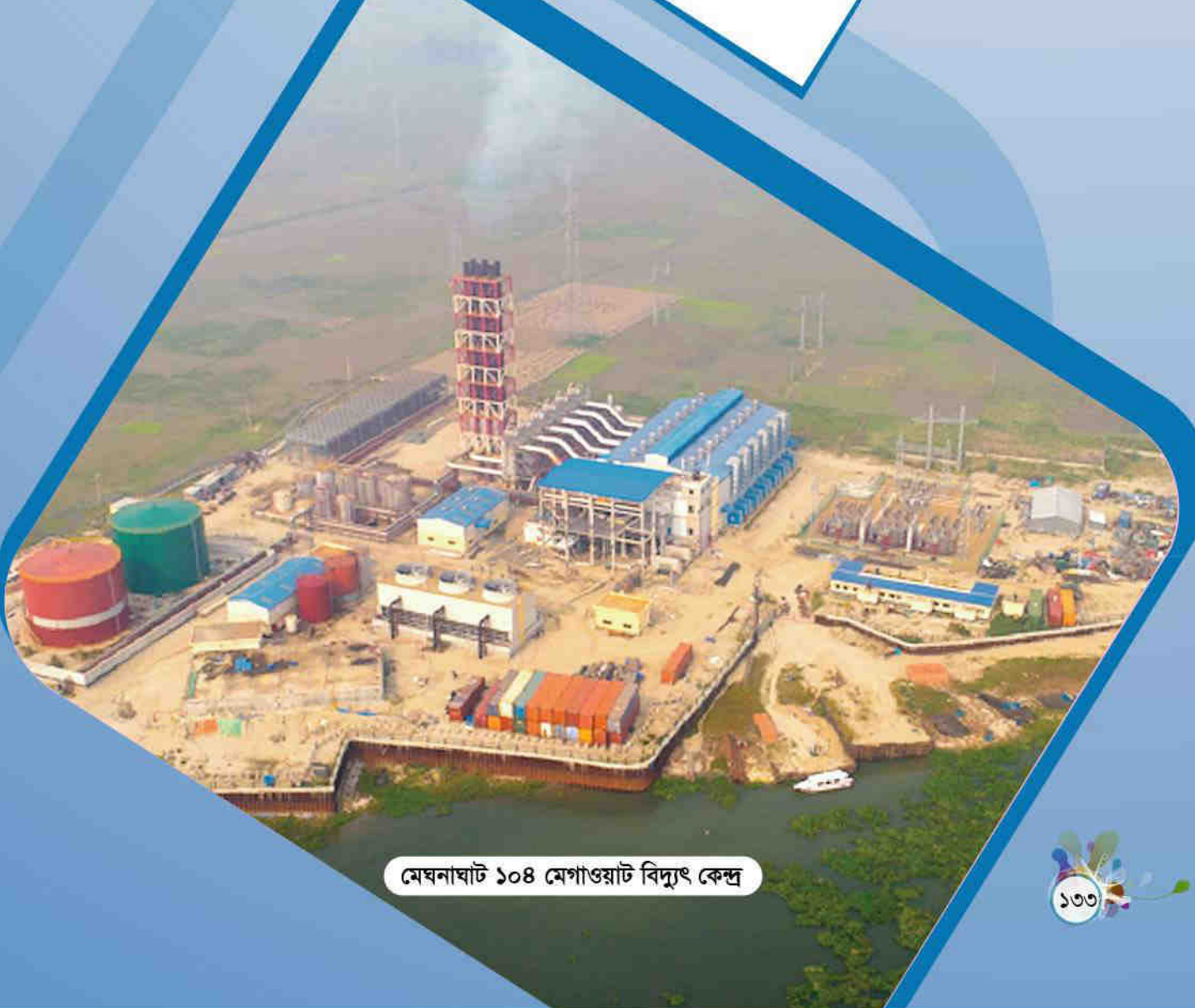
ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০৪.	গঙ্গাচড়া, রংপুর ৩০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক স্পন্সর: ইন্ট্রাকো সোলার লিঃ	২৭ আগস্ট ২০১৭	৩০	সৌর	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	জুন ২০২২	স্থান পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
০৫.	লাটশাল, গাইবান্ধা ২০০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক স্পন্সর: তিস্তা সোলার লিঃ	২৬ অক্টোবর ২০১৭	২০০	সৌর	২৬ অক্টোবর ২০২১	জুন ২০২২	ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে
০৬.	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: EDISUN- Haor Bangla-Korea Green Energy Ltd.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩২	সৌর	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	জুন ২০২২	ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে
০৭.	তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ৩০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক (করতোয়া সোলার লিঃ)	২৭ জানুয়ারি ২০২০	৩০	সৌর	২৬ মার্চ ২০২২	জুন ২০২২	জমি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন
০৮.	কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউএস-ডিকে গ্রিন এনার্জি (বিডি) লিঃ মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)	১৫ মে ২০১৪ ৮টি	৬০ ৪৬২	বায়ু	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২২	২২%

১.গ মোট বেসরকারি খাত	১৮টি	৪,৮৯৮ মেগাওয়াট
১.(ক+খ+গ) মোট নির্মাণাধীন (সরকারি + যৌথ উদ্যোগ + বেসরকারি)	৩২টি	১২,৯৬৭ মেগাওয়াট



পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিশিষ্ট “ঘ”



মেঘনাঘাট ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

(৪.ক) সরকারি খাত:

(৪.ক.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৫,১৯৫ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	হরিপুর ২৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিপিডিবি	২৫০	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিপিডিবি	৫৫০	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৩.	ঘোড়াশাল ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিপিডিবি	২২৫	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৪.	গজারিয়া ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	আরপিসি এল	৫৫০	এলএনজি	জুন ২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৫.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	বিপিডিবি	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৭	২য় ধাপের দরপত্র আহবানের জন্য অপেক্ষমান
০৬.	সোনাগাজী, ফেনী ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	ইজিসিবি	৫৫০	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৮	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৭.	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	সিপিজিসিবিএল	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৯	Feasibility Study চলছে
০৮.	ভেড়ামারা ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	বিপিডিবি	৫৫০	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০৩০	প্রাথমিক কাজ চলছে
	মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি খাত)	৮টি	৫,১৯৫			

(৪.ক.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১,১৫৭ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	সেইন্ট মার্টিন ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	০.৫	সৌর	জুন ২০২৩	ভূমি অধিগ্রহণ চলমান
০২.	পার্কবিচ ২ মেগাওয়াট বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	২	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৩	শীঘ্রই দরপত্র আহ্বান করা হবে।
০৩.	পঞ্চগড় ৩০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৩০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ চলমান
০৪.	সোনাগাজী, ফেনী ১১০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক	বিপিডিবি	১১০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study চলছে
০৫.	গঙ্গাছড়া, রংপুর ৯০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক	বিপিডিবি	৯০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study চলছে
০৬.	সাতকানিয়া ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এপিএসসিএল	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৭	প্রাথমিক কাজ চলছে

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০৭.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-১	ইজিসিবি	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	Land acquisition completed; MoU signed for JV formation between EGCB and Alfanar, Saudi Arabia.
০৮.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-২	ইজিসিবি	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	Land acquisition done; MoU signed between EGCB and Marubeni Corporation, Japan.
০৯.	শেখ হাসিনা সৌর পার্ক, জামালপুরে মাদারগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক	আরপিসিএল	১০০	সৌর	জুন ২০২৪	Feasibility study completed; Land acquisition completed DPP অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
১০.	সোনাগাজী, ফেনী ১০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ইজিসিবি	১০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৪	Land acquisition done; Sponsor finding under process.
১১.	মাতারবাড়ি, কক্সবাজার ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিপিজিসিবিএল	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	Administrative Approval for Land Acquisition is already achieved. PDPP also sent to ERD.
১২.	পটুয়াখালী ২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এপিএসসিএল	২০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৫	Preliminary works going on.
১৩.	মাতারবাড়ি, কক্সবাজার ১০০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিপিজিসিবিএল	১০০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৬	Feasibility Study has been completed.
১৪.	গজারিয়া ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	Land Development Completed
১৫.	পটুয়াখালী ১০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	১০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৬	Under Planning
১৬.	পারকি বিচ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ইজিসিবি	১০০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৭	Feasibility Study has been completed.
১৭.	বরিশাল ২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	২	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৭	Under Planning
১৮.	বরিশাল ২০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	২	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৮	Under Planning
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)	১৮টি	১,১৫৭			
	৪.ক মোট সরকারি খাত	২৬টি	৬,৩৫২ মেগাওয়াট			

(৪.খ) যৌথ উদ্যোগ:

(৪.খ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৫,৪০০ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	পায়রা ৩x১২০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	যৌথ উদ্যোগ	২৪০০	এলএনজি	জুন ২০২৪ জুন ২০২৭	Siemens এবং NWPGL এর মধ্যে JDA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন
০২.	মহেশখালি ৩x১২০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	যৌথ উদ্যোগ	২৪০০	এলএনজি	জুন ২০২৬ জুন ২০২৮	GE এবং BPDB-এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
০৩.	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	৬০০	এলএনজি	জুন ২০২৮	প্রকল্পের Feasibility Study এবং ESIA Study এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
	মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)	৩টি	৫,৪০০			

(৪.খ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৫০ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	পায়রা ৫০ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of NWPGL & CMC, China)	BCRECL	৫০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study done. EIA Completed.
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)	১টি	৫০			
৪.খ মোট যৌথ উদ্যোগ		৪টি	৫,৪৫০ মেগাওয়াট			

(৪.গ) বেসরকারি খাত:

(৪.গ.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাপুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.						
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)					

(৪.গ.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৮০ মেগাওয়াট

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৪০-৪৫ মেগাওয়াট বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, স্পন্সরঃ Canves Environmental Investment Company Ltd.	বেসরকারি (বিউবো)	৪৫	বর্জ্য	জুন ২০২৩	• স্পন্সর কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত Proposal কারিগরি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন চলছে।
০২.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ৩৫ মেগাওয়াট বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। স্পন্সরঃ Canves Environmental Investment Company Ltd.	বেসরকারি (বিউবো)	৩৫	বর্জ্য	জুন ২০২৩	• Tariff negotiation on-going.
	মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)	২টি				
৪.গ মোট বেসরকারি খাত		২টি	৮০ মেগাওয়াট			
৪.(ক+খ+গ) মোট পরিকল্পনাধীন (সরকারি + যৌথ উদ্যোগ + বেসরকারি)		৩২টি	১১,৮৮২ মেগাওয়াট			

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২,৪০০	নিউক্লিয়ার	১ম ইউনিট: ১৭.০২.২০২৪	নির্মাণ কাজ চলছে
	মোট	২,৪০০		২য় ইউনিট: ২২.১০.২০২৪	

বিদ্যুৎ আমদানি কার্যক্রম

ক্রমিক নং	নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
০১.	বাড়ুখণ্ড, ইন্ডিয়া ১৬০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আদানি গ্রুপ)	১,৪৯৬	আমদানি	জুন ২০২২	অগ্রগতিঃ ৭০%
০২.	বিদ্যুৎ আমদানি (জি এম আর)	৫০০	আমদানি	জুন ২০২৬	৩০/০১/২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
	মোট	১,৯৯৬			



সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র



রাজশাহী দ্বিশ্বরদী ২৩০ কেভি লাইন

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে
অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুন ২০২১)

পরিশিষ্ট “৬”



শিকলবাহা ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রকল্পসমূহের
বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০২১) বিবরণ:
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুক - জুন ২০২০ এর ত্রুণপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)										
০১	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ মুকুণ্ড আলম (অতিরিক্ত সচিব পরিচালনা)]	১৪০৪২.০০	১৩৪৪.৫০	৯.৫৭ %	২০৭৪.০০	৫৩.০০	২০০৬.৮৪	৯৬.৭৬ %	২০০৬.৮৪	৯৬.৭৬ %
		২০০৫.০০	১২০.১০	৫.৯৯ %	১০৮.০০		৪৫.৪৯	৪২.১২ %		
		১২০৩৭.০০	১২২৪.৪০	১০.১৭ %	১৯৬৬.০০		১৯৬১.৩৫	৯৯.৭৬ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---		
		---	৩৪.৫০%	---	---		১০০.০০ %	---		
বিদ্যুৎ বিভাগ (নিজস্ব)-এর সর্বমোট:		---	---	---	২০৭৪.০০	৫৩.০০	২০০৬.৮৪	---	---	---
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড										
০২	কন্সট্রাকশন অব বিবিয়ানার-III ৪০০ মেগাওয়াট কন্সট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প ১, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২১), ইসিএ, জেবিআইসি, ECA, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী কানাই চন্দ্র দাস (প্রকল্প পরিচালক, অতি:প্রধান প্রকৌশলী)]	৩৩৫৭৭২.৯৮	২৫২২০৮.৫৪	৭৫.১১ %	৫১৪০০.০০	০.০০	৫১৪০০.০০	১০০.০০ %	৫১৪০০.০০	১০০.০০ %
		৯১৩৩৫.৫২	৮৮৭০৭.১৬	৯৭.১২ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		২২৫৭৪৭.৫৭	১৬৩২৩০.৯২	৭২.৩১ %	৫১৪০০.০০		৫১৪০০.০০	১০০.০০ %		
		১৮৬৮৯.৮৯	২৭০.৮৬	১.৪৫ %	০		০.০০	---		
		---	৯৯.৫০%	---	---		১০০.০০ %	---		
০৩	প্রি-পেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন ফুমিয়ার এন্ড ময়মনসিংহ, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২০), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [মো: মোজাহারুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩২৪৯.২২	২৫১২.৪৩	১৮.৯৬ %	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০ %
		১৮২৫.৭৪	৫৯৬.৫৬	৩২.৬৮ %	২০০.০০		০.০০	০.০০ %		
		১০৪০৪.৮৫	১৯১৫.৮৭	১৮.৪১ %	০		০.০০	০.০০ %		
		১০১৮.৬৩	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---		
		---	২৮.৭৬%	---	---		৯৯.০০ %	---		
০৪	চিটাগাং জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, বিউবো, চট্টগ্রাম। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ দুলাল হোসেন (প্রকল্প পরিচালক (অতি: প্রধান প্রকৌশলী)]	১৪২১৪৮.৪১	১০৮৩৬১.৪৭	৭৬.২৩ %	১২৫০০.০০	১০৬২৫.০০	১০৬২৫.০০	৮৫.০০ %	১০৬২৫.০০	৮৫.০০ %
		১৩৭৮৮৬.০৯	১০৮৩৬১.৪৭	৭৮.৫৯ %	১২৫০০.০০		১০৬২৫.০০	৮৫.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %		
		৪২৬২.৩২	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---		
		---	৮১.২৫%	---	---		১০০.০০%	---		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
০৫	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২২), ECA, অনুমোদিত, [আব্দুল্লাহ বিন আজিজ (প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী) (ভারপ্রাপ্ত)]	২৯৫৬৬১.৩৯	১৬১৭০৯.২০	৫৪.৬৯ %	১০০০.০০	০.০০	৭৫৪.২২	৭৫.৪২ %	
		৮৬৭৮.২১	৫০০০.০০	৫৭.৬২ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		২৫৮৯০৭.৫০	১৫৬৭০৪.২০	৬০.৫৩ %	১০০০.		৭৫৪.২২	৭৫.৪২ %	
		২৮০৭৫.৬৮	৫.০০	০.০২ %	০		০.০০	---	
		---	৯৯.০০%	---	১০০.০০ %				
০৬	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন। (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী)]	৯৫৩৬৬.৬৬	৭০৩৬৮.০০	৭৩.৭৯ %	১২৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৮০.০০ %	
		৮৯৬৩২.১৭	৭০৩৬৮.০০	৭৮.৫১ %	১২৫০০.০০		১০০০০.০০	৮০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৫৭৩৪.৪৯	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৮৮.৮০%	---	১০০.০০ %				
০৭	ঘোড়াশাল ৪র্থ ইউনিট রি-পাওয়ারিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোঃ তোফাজ্জল হোসেন (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী)]	২০৭১৯৮.৫৬	১৩৭৬৭১.১৭	৬৬.৪৪ %	১১১৩.০০	৩১২.৫	১১১২.৭৭	৯৯.৯৮ %	
		২২০৫৬.৯৭	১৫৬৫০.০০	৭০.৯৫ %	৩১৩.০০		২৫৩.৯৩	৮১.১৩ %	
		১৬০৪৬৯.৩৮	১২২০২১.১৭	৭৬.০৪ %	৮০০.		৮৫৮.৮৪	১০৭.৩৫ %	
		২৪৬৭২.২১	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৯১.০০%	---	১০০.১৬ %				
০৮	পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর জোন, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [ধৃজ্জী প্রসাদ সেন (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী)]	১৪২৯২১.৫৮	৭৬৭২৮.০৫	৫৩.৬৯ %	১৭৫০০.০০	১৫৭০০.০০	১৫৭০০.০০	৮৯.৭১ %	
		১৩৫৩১৪.৬০	৭৬৭২৮.০৫	৫৬.৭০ %	১৭৫০০.০০		১৫৭০০.০০	৮৯.৭১ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৭৬০৬.৯৮	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৮২.৯১%	---	১০০.০৬ %				
০৯	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিপেট বিভাগ, বিউবো, (০১/০৪/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [পদ্মবী জামান (প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী)]	২০৫২৯৫.২৮	৯০০৪৭.০৬	৪৩.৮৬ %	২১০০০.০০	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	৮০.৯৫ %	
		১৯৪২৮৮.০৭	৯০০৪৭.০৬	৪৬.৩৫ %	২১০০০.০০		১৭০০০.০০	৮০.৯৫ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		১১০০৭.২১	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৭৯.০০ %	---	১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ হাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
১০	খুলনা ও ৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), ECA, অনুমোদিত, [দেওয়ান মোঃ ফজলুল করিম (অতিঃ প্রঃ প্রঃ)]	৩৯১৯২৫.৯২	৮০৭৫১.৩৩	২০.৬০ %	১৩৭২০০.০০	৭২০০.০০	১৩৮৭৬৪.০০	১০১.১৪ %		
		১০০৩৬৩.৫২	৪৫২৬৯.৩২	৪৫.১১ %	৭২০০.০০		৭২০০.০০	১০০.০০ %		
		২৩৭০৪১.৪১	৩৫০৫৫.৫৭	১৪.৭৯ %	১৩০০০০.		১৩১৫৬৪.০০	১০১.২০ %		
		৫৪৫২০.৯৯	৪২৬.৪৪	০.৭৮ %	০		১৭৭২.৯৮	---		
		---	২৭.৮৬%		---		১০০.০১ %			
১১	তিন পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), সং অনুঃ, [উজ্জ্বল বড়ুয়া (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৬৪২০.৭৩	৪০০১৩.৫০	৭০.৯২ %	৭৫০০.০০	৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০	৮৫.০০ %		
		৫৩২৭৭.৯১	৪০০১৩.৫০	৭৫.১০ %	৭৫০০.০০		৬৩৭৫.০০	৮৫.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %		
		৩১৪২.৮২	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---		
		---	৮০.০২%		---		১০০.০০ %			
১২	মহেশখালী পাওয়ার হাব এর ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [শেখ শহীদুজ্জামান (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৩২৪৬৫.৯৮	১৩১৬৬১.৩২	৯৯.৩৯ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %		
		৭৪২৫৬.১৯	৭৪২৫৬.০০	১০০.০০ %	১.০০		০.০০	০.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %		
		৫৮২০৯.৭৯	৫৭৪০৫.৩২	৯৮.৬২ %	০		০.০০	---		
		---	৯৭.২৫%		---		০.০০ %			
১৩	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ শামসুল আলম (প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী)]	১৫৭৫৪৬.০০	৪৩৮৪৪.০০	২৭.৮৩ %	২৩০০০.০০	১৯৭৬২.৩৪	১৯৭৬২.৩৪	৮৫.৯২ %		
		১৫২৪৫৮.০০	৪৩৮৪৪.০০	২৮.৭৬ %	২৩০০০.০০		১৯৭৬২.৩৪	৮৫.৯২ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %		
		৫০৮৮.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---		
		---	৩৫.২৪%		---		১০০.০০ %			
১৪	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [হাওলাদার মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী)]	১৫২১৭৬.০০	৪৮২৭০.০০	৩১.৭২ %	২১০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৭৬.১৯ %		
		১৪৫৫৯৪.৭৪	৪৮১৪২.০০	৩৩.০৭ %	২১০০০.০০		১৬০০০.০০	৭৬.১৯ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %		
		৬৫৮১.২৬	১২৮.০০	১.৯৪ %	০		০.০০	---		
		---	৩৯.১০%		---		১০০.০০ %			

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
১৫	সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট ±১০% সিম্পল সাইকেল (এইচএলডি ভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), ECA, অনুমোদিত, [মো: আসলাম উদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক (তঃ প্রঃ))]	১০০০৯৯.৫৮	৯৪৫৯.৫৮	৯.৪৫ %	১৮০০.০০	১৪২৫.০০	১৫২৫.০০	৮৪.৭২ %	
		৩০২৪৭.৪১	৯৩৫২.০০	৩০.৯২ %	১৭০০.০০		১৪২৫.০০	৮৩.৮২ %	
		৪৮৩০৫.১৫	০.০০	০.০০ %	১০০.		১০০.০০	১০০.০০ %	
		২১৫৪৭.০২	১০৭.৫৮	০.৫০ %	০		০.০০	---	
		---	৫.১৩ %	---	---		১০০.০০ %		
১৬	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়), (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ শামছদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী) (অঃ দাঃ))]	২৫৫১৯০.৫৫	৫৩৮৮.৬৪	২.১১ %	৩১৫০০.০০	২০০০০.০০	১৯৯৮৭.৯২	৬৩.৪৫ %	
		২৪৫৬৯৬.৬৩	৫১৯৩.৮০	২.১১ %	৩১৫০০.০০		১৯৯৮৭.৯২	৬৩.৪৫ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৯৪৯৩.৯২	১৯৪.৮৪	২.০৫ %	০		০.০০	---	
		---	৫.০৭ %	---	---		১০০.০০ %		
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সর্বমোট:		---	---	---	৩৩৯২১৪.০০	১২৪৩৯৯.৮৪	৩০৯০০৬.২৫	---	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড									
১৭	পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের আপগ্রেডেশন (টাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) শীর্ষক প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, সং অনুঃ, [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৩৬৪৬৮.১৪	৩৭৭৭০১.৫৬	৮৬.৫৪ %	৩৯৬৬১.০০	২২০৩.৫	৩৯১৫০.৯৯	৯৮.৭১ %	
		৭৩৬৬৩.৮৪	৬৯৭৯১.৪৩	৯৪.৭৪ %	২৪০০.০০		১৯২৩.০৫	৮০.১৩ %	
		৩৫৫০৪২.২৯	৩০৭৯১০.১৩	৮৬.৭২ %	৩৭২৬১.		৩৭২২৭.৯৪	৯৯.৯১ %	
		৭৭৬২.০১	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৯২.৪৬%	---	---		৯৯.৪২ %		
১৮	টেকনিক্যাল এনিস্টেজ প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্জেনিং অব রুরার ইলেকট্রিফিকেশন প্রোগ্রাম, (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, সং অনুঃ, [দেবশীষ চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৬৬৪.৪১	৩৯৫৭.০৮	৫১.৬৩ %	১৮০০.০০	৩০০	১৭২৭.৬৭	৯৫.৯৮ %	
		১০৪৮.০৪	৫৯৩.১৭	৫৬.৬০ %	৩০০.০০		২৯৯.৯৬	৯৯.৯৯ %	
		৬৬১৬.৩৭	৩৩৬৩.৯১	৫০.৮৪ %	১৫০০.		১৪২৭.৭১	৯৫.১৮ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৮৬.৪৯%	---	---		৯৬.১১ %		
১৯	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩১৬৬২.৩৬	৬৮৪২০৬.০১	৮২.২৭ %	৮১০০০.০০	৮১০০০.০০	৮০৯৯৯.৯৭	১০০.০০ %	
		৮৩১৬৬২.৩৬	৬৮৪২০৬.০১	৮২.২৭ %	৮১০০০.০০		৮০৯৯৯.৯৭	১০০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৮৬.০৮%	---	---		৯৯.৯৯ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ হাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	ভৌত অগ্রগতি (%)		
২০	সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং অনুঃ, [মোঃ মোহসীন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৩১৭৫২.১২	১১৭৮১৬.৫৫	৮৯.৪২ %	১২০০০.০০	১১৭৫০.০০	১০৮২৭.১৭	৯০.২৩ %			
		১৩১৪৩৩.৩৮	১১৭৭২৩.০০	৮৯.৫৭ %	১২০০০.০০		১০৮২৭.১৭	৯০.২৩ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %			
		৩১৮.৭৪	৯৩.৫৫	২৯.৩৫ %	০		০.০০	---			
		---	৯৬.২১%	---	৯৯.৯৭ %						
২১	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা বর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, সং অনুঃ, [মোঃ নাজমুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৪৪৯৭৩.০৩	২০৩০৯৫.৫০	৮২.৯১ %	২৮৩০০.০০	২১৫০০.০০	২৩২৪৮.৪৫	৮২.১৫ %			
		৬৭৪১০.৪০	৩৬৬৭৬.২৬	৫৪.৪১ %	২১৫০০.০০		১৭০৩৩.০৪	৭৯.২২ %			
		১৭৭০৯২.১৭	১৬৬৩৬০.৮২	৯৩.৯৪ %	৬৮০০.		৬২১৫.৪১	৯১.৪০ %			
		৪৭০.৪৬	৫৮.৪২	১২.৪২ %	০		০.০০	---			
		---	৭৩.৫৩%	---	৯৯.৯৮ %						
২২	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতা বর্ধন, পুনর্বাসন ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (২য় সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, সং অনুঃ, [মহিউদ্দিন আহমদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৩০৬৪১.৪৯	১৮৯৩৯৪.৪৫	৮২.১২ %	৩২১০০.০০	১৮৫০০	২৯১৩৬.৫৭	৯০.৭৭ %			
		৬১৭৯৭.৭৭	৩৮৯০৪.৪৫	৬২.৯৫ %	১৮৫০০.০০		১৭০৭২.৫৩	৯২.২৮ %			
		১৬৮৩৭৩.২৫	১৫০৩৩৩.২৮	৮৯.২৯ %	১৩৬০০.		১২০৬৪.০৪	৮৮.৭১ %			
		৪৭০.৪৭	১৫৬.৭২	৩৩.৩১ %	০		০.০০	---			
		---	৭২.৪৬%	---	৯৯.৬৯ %						
২৩	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), সং অনুঃ, [হিন্দোল দাশ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৮৩৬৪৯১.০৪	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৮৯ %	১২৩৬০০.০০	১২৩৬০০	১২৩৫৯৯.৯৯	১০০.০০ %			
		৮৩৫১৪৬.২৩	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৯৭ %	১২৩৬০০.০০		১২৩৫৯৯.৯৯	১০০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০০		০.০০	০.০০ %			
		১৩৪৪.৮১	০.০০	০.০০ %	০০		০.০০	---			
		---	৬৫.৭৮%	---	৯৯.৯৬ %						
২৪	“শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), সং অনুঃ, [আব্দুর রহিম মল্লিক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৮৩৭০০০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৩৫ %	৯৭০০০.০০	৯৭০০০.০০	৯৬৯৯৯.৯৭	১০০. %			
		৮৩৫৭১০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৪৪ %	৯৭০০০.০০		৯৬৯৯৯.৯৭	১০০. %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %			
		১২৯০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	---			
		---	৬০.৩৫%	---	৯৯.৯৯ %						

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ত্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
২৫	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত, [সাকিল ইবনে সাদ্দ (উপ-পরিচালক (কারিগরি)]	৩৯৩৭৪.৯২	৫৪৭.৯২	১.৩৯ %	১২৯২.০০	১৬০.০০	৯৩৫.৬৮	৭২.৪২ %	
		৬৬৯০.৬০	২৬১.১৪	৩.৯০ %	৩৯২.০০		১৪৪.১০	৩৬.৭৬ %	
		৩২৪১৫.৫৮	২৮৬.৭৮	০.৮৮ %	৯০০.		৭৯১.৫৮	৮৭.৯৫ %	
		২৬৮.৭৪	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	১৮.৫০%	---	৯৮.০০ %				
২৬	গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (উপ-পরিচালক (কার্যক্রম পরিচালনা)]	১৮১২.৯৫	৬০৩.৭০	৩৩.৩০ %	৯৫০.০০	২১.০০	৯৩৮.৬৬	৯৮.৮১ %	
		৬১.৩৫	২৮.৭৭	৪৬.৮৯ %	২১.০০		২০.২৭	৯৬.৫২ %	
		১৬৯৬.২০	৫৭৪.৯৩	৩৩.৯০ %	৯২৯.		৯১৮.৩৯	৯৮.৮৬ %	
		৫৫.৪০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৬০.০০%	---	১০০.০০ %				
২৭	জরুরি সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুত্ব মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুতায়ন), (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, সং অনুঃ, [মোঃ আবুল কাশেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৯১৮.০০	৫৬৯৮.৬২	৭১.৯৭ %	১৯৮৪.০০	২১.০০	১৯২৪.১৫	৯৬.৯৮ %	
		১১৬১.৬৯	৮৫৮.৭১	৭৩.৯২ %	২৫৪.০০		২৪৫.৪৪	৯৬.৬৩ %	
		৬৬৪৫.০০	৪৮৩৯.৯১	৭২.৮৪ %	১৭৩০.		১৬৭৮.৭১	৯৭.০৪ %	
		১১১.৩১	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৬৯.৫০ %	---	১০০.০০ %				
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৪১৯৬৮৭.০০	৩৫৬২৮৮.৫০	৪০৯৪৮৯.২৭	---	
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড									
২৮	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২১), জাইকা, সং অনুঃ, [সুকর্ণ লাল নাগ (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী)]	২৫১৬১৫.৬১	২০০৭৪৫.১২	৭৯.৭৮ %	৭০০০.০০	০.০০	৫০১২.৫৩	৭১.৬১ %	
		৮০০২৩.৫৩	৬৩০৭৫.৪৭	৭৮.৮২ %	২০০০.০০		০.০০	০.০০ %	
		১৪২২৭৩.৭৪	১২৬৩২৪.৭৭	৮৮.৭৯ %	৫০০০.		৫০১২.৫৩	১০০.২৫%	
		২৯৩১৮.৩৪	১১৩৪৪.৮৮	৩৮.৭০ %	০		০.০০	---	
		---	৯৬.৮৫%	---	৩৩.৩৩ %				
২৯	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২২), এডিবি, আইডিবি, সং অনুঃ, [সনজিত কুমার সাহা (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী)]	২৭৫৮২৮.৪২	১০৮৭৭৯.১২	৩৯.৪৪ %	৩৫০০০.০০	১০০০০.০০	৩৫২৪১.৮৯	১০০.৬৯ %	
		৪৪৮৮৩.২৩	১৮৮৭৭.২৮	৪২.০৬ %	১০০০০.০০		১০০০০.০০	১০০.০০ %	
		১৯২৬০২.৫৫	৮৯৯০১.৮৪	৪৬.৬৮ %	২৫০০০.		২৫২৪১.৮৯	১০০.৯৭ %	
		৩৮৩৪২.৬৪	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৬০.৭২%	---	৯৮.৭৫ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৩০	গ্যানহেলমেট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রিড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদ হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	১০৭৯৭০.৪৬	৭৭১২৭.৩৫	৭১.৪৩ %	১১০০০.০০	০.০০	৯১৭৯.৮৮	৮৩.৪৫ %	
		১৪৬৯২.৩৩	১৩২২০.০০	৮৯.৯৮ %	০.০০			০.০০	০.০০ %
		৭৭৪৬৮.৩৩	৬৩৯০৭.৩৫	৮২.৪৯ %	১১০০০.			৯১৭৯.৮৮	৮৩.৪৫ %
		১৫৮০৯.৮০	০.০০	০.০০ %	০			০.০০	---
		---	৯৫.০০%	---	১০০.০০ %				
৩১	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), কেএফডবিউ, অনুমোদিত, [মোঃ শাহাদৎ হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১২৭২৫৪.৮৩	৮৭৮০২.৩২	৬৯.০০ %	৮০০০.০০	০.০০	৮০৯২.৫৪	১০১.১৬ %	
		২৬২১৮.৯৫	১৪৭৩১.৮৩	৫৬.১৯ %	০.০০			০.০০	০.০০ %
		৫৮২৮১.৬৬	৪৮১১৭.৪২	৮২.৫৬ %	৮০০০.			৮০৯২.৫৪	১০১.১৬ %
		৪২৭৫৪.২২	২৪৯৫৩.০৭	৫৮.৩৬ %	০			৪০০২.৭৪	---
		---	৯৩.০৬%	---	৫৪.০৩ %				
৩২	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [জনাব প্রকৌশলী মোরশেদ আলম খান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৫০৫৩৭.০০	১০২৪০৬.০১	৪০.৮৭ %	৭৫০০০.০০	২৬০০০.০০	৭০৬০৪.৭৫	৯৪.১৪ %	
		৮৯৭৩২.০০	৪৫৮৩০.২৫	৫১.০৭ %	৩০০০০.০০			২৫২৫০.০০	৮৪.১৭ %
		১২৭০৬৯.০০	৫৫৬০১.৪০	৪৩.৭৬ %	৪৫০০০			৪৫৩৫৪.৭৫	১০০.৭৯ %
		৩৩৭৩৬.০০	৯৭৪.৩৬	২.৮৯ %	০			০.০০	---
		---	৬৮.৩৯%	---	৯৭.৮৪ %				
৩৩	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রীড স্ট্রেংথেনিং প্রকল্প (সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৩), জাইকা, সং অনুঃ, [বজ্জল মুনীর (প্রধান প্রকৌশলী)]	৪৫৬৭৪৯.৩৮	১০৪৬৬৬.৬৫	২২.৯২ %	১২৭০০০.০০	৩৩৭৮০.০০	১১৯১৯৬.৭৭	৯৩.৮৬ %	
		১১৪৭৫৭.৮০	২১৫২০.৯২	১৮.৭৫ %	৩৭২০০.০০			৩৩৭৮০.০০	৯০.৮১ %
		২৯২৮১৮.৮০	৭৫৬৭৮.৩৫	২৫.৮৪ %	৮৯৮০০.			৮৫৪১৬.৭৮	৯৫.১২ %
		৪৯১৭২.৭৮	৭৪৬৭.৩৭	১৫.১৯ %	০			১৮৩৩.৯৭	---
		---	৩৮.৪৬%	---	৭৭.২৫ %				
৩৪	গ্রিডভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০২২), কেএফডবিউ, অনুমোদিত, [মোহাম্মদ শহীদ হোসেন (প্রধান প্রকৌশলী)]	২৯৮২৩৭.৯০	৩১৩০৪.৩৮	১০.৫০ %	২১৩৮৮.০০	৮৯১৫.০০	১২৪০৪.৪৪	৫৮.০০ %	
		১২৫৩১১.২৩	১৫৪৫৭.০৬	১২.৩৩ %	১১৩৮৮.০০			৭৫৪৬.২৮	৬৬.২৭ %
		১২৪২৫২.৬৬	১৪০১৮.৮১	১১.২৮ %	১০০০০.			৪৮৫৮.১৬	৪৮.৫৮ %
		৪৮৬৭৪.০১	১৮২৮.৫১	৩.৭৬ %	০			১৫৫৯.৮৪	---
		---	১৪.৫৫%	---	৮১.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৩৫	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক ফ্রেন্ডেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি, (০১/১০/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৪), চায়না জি টি জি, অনুমোদিত, [মোঃ শফিউল্লাহ (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী)]	১৪৩২৬২৯.৭৯	১৬০৩৫.৬১	১.১২ %	১৭০২৮৪.০০	৪০৫৮৪.০০	১৬৮০৯২.৩৭	৯৮.৭১ %	
		৫৯২০৭৩.২৫	১৩৪০০.০০	২.২৬ %	৪০৫৮৪.০০		৩৮৩৯২.৩৭	৯৪.৬০ %	
		৮০২৭৮০.০২	০.০০	০.০০ %	১২৯৭০০.		১২৯৭০০.০০	১০০.০০ %	
		৩৭৭৭৬.৫২	২৬৩৫.৬১	৬.৯৮ %	৫০২৭.		২১৮৪.৩৩	---	
		---	১২.০০%	---	---		১০০.৫০ %		
৩৬	পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ মোকহেদুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী)]	৩২৯৪২৪.৪৬	১৮৮৬২৭.৫০	৫৭.২৬ %	২৭৩৫৪.০০	১০৮৫০.০০	২৩২৪৮.০০	৮৪.৯৯ %	
		২৭০৭৭৪.৭৯	১৮২৮০২.৩৮	৬৭.৫১ %	১২৩৫০.০০		১০৮৫০.০০	৮৭.৮৫ %	
		৩৪৮৭১.২৬	২৮৭৩.০০	৮.২৪ %	১৫০০৪.		১২৩৯৮.০০	৮২.৬৩ %	
		২৩৭৭৮.৪১	২৯৫২.১২	১২.৪২ %	২৬৬৫.৮৪		৩৬৯৬.৩৯	---	
		---	৭৮.৯৮%	---	---		১০০.১৮ %		
৩৭	পটুয়াখালী-পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ এনামুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩০৫৩৫.০৫	২৯০২৪.৫০	৯৫.০৫ %	৪৭৪.০০	৪৭৪.০০	৪৫৫.১৩	৯৬.০২ %	
		২৭৯৬০.৬৮	২৬৮২৮.৩৪	৯৫.৯৫ %	৪৭৪.০০		৪৫৫.১৩	৯৬.০২ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		২৫৭৪.৩৭	২১৯৬.১৬	৮৫.৩১ %	০		০.৭৪	---	
		---	৯৭.২৬%	---	---		১০০.০০ %		
৩৮	মাতারবাড়ী আর্ল্টা সুপার ক্রিটিক্যাল পেকাল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (পিজিসিবি অংশ: 'মাতারবাড়ী- মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন') প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ এনামুল হক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩২৩০৪.০০	৫৩২৫১.৯৫	৪০.২৫ %	৫৬৪৫০.০০	১১৫০০	৫০৮৯৪.৫৩	৯০.১৬ %	
		৩০৯০৬.০০	১৬২৪৪.৯৭	৫২.৫৬ %	১২৪৫০.০০		১১১২৯.১৪	৮৯.৩৯ %	
		৯৪৮৫৮.০০	৩৬৮৮৪.৮৭	৩৮.৮৮ %	৪৪০০০.		৩৯৭৬৫.৩৯	৯০.৩৮ %	
		৬৫৪০.০০	১২২.১১	১.৮৭ %	০		০.০০	---	
		---	৬২.০০%	---	---		৮৫.০০ %		
৩৯	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিগায়েরিবিপিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাশেম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৭৯৯৫.২০	৩৩২৭.৮০	৫.৭৪ %	২২২.০০	০.০০	২২২.০০	১০০.০০ %	
		৯২৪৯.৮৪	৬৬০.৭৮	৭.১৪ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৪৩০৪২.৪০	২১২২.৯০	৪.৯৩ %	২২২.		২২২.০০	১০০.০০ %	
		৫৭০২.৯৬	৫৪৪.১২	৯.৫৪ %	০		১২৬.০৫	---	
		---	৬.৬১%	---	---		৯৭.১৯ %		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		জুন - জুন ২০২০ এর ত্রুটিপূর্ণিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪০	বাকেরগঞ্জ - বরগুনা ১৩২ কেভি সঞ্চালন এবং বরগুনা ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং অনুঃ, [মোঃ আবুল কাশেম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অতিরিক্ত দায়িত্ব)]	১২৩১৩.৭৯	৮৮৭০.৭১	৭২.০৪ %	২১৫০.০০	২১৫০.০০	২০৩৬.৫৬	৯৪.৭২ %	
		১০৮৫৩.৭৩	৭৯৩৪.৮২	৭৩.১১ %	২১৫০.০০		২০৩৬.৫৬	৯৪.৭২ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		১৪৬০.০৬	৯৩৫.৮৯	৬৪.১০ %	০		১১০.৭২	---	
		---	৭০.৭৬%	---	১০০.০০ %				
৪১	ভেড়ামারা (বাংলাদেশ) - বহরমপুর (ভারত) দ্বিতীয় ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন (বাংলাদেশ অংশ) নির্মাণ, (০১/১০/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৩৫৪৪.০০	১২৫৬৩.৫৮	৯২.৭৬ %	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০৬	১০০.০১%	
		১২৪৭৮.০০	১১৮৩৫.২২	৯৪.৮৫ %	৬০০.০০		৬০০.০৬	১০০.০১%	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		১০৬৬.০০	৭২৮.৩৬	৬৮.৩৩ %	০		২০.৪০	---	
		---	৯৮.৫০%	---	১০০.০০ %				
৪২	মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ রুস্বাতুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৮৩৬৮.৭৮	২১১৭০.৮৫	৭৪.৬৩ %	৫০৪৭.০০	৪৪৮৬.১১	৪৩৭৩.৫৮	৮৬.৬৬ %	
		২৬৩৪০.৫০	২১০২৮.৬৯	৭৯.৮৩ %	৫০৪৭.০০		৪৩৭৩.৫৮	৮৬.৬৬ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		২০২৮.২৮	১৪২.১৬	৭.০১ %	০		০.০০	---	
		---	৬৬.৩৯%	---	৭২.৭৫ %				
৪৩	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২১), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী আবদুর রশিদ খান (প্রধান প্রকৌশলী)]	৫৮০৩৯৩.৮২	১১১৭৭.৩৭	১.৯৩ %	৫৪৭৪১.০০	২৭২৪১.০০	৫৫০২৬.১৩	১০০.৫২ %	
		১৬৮৩৩৮.৪৩	৮৭০০.০০	৫.১৭ %	২৭২৪১.০০		২৭২৪১.০০	১০০.০০ %	
		৩৬৪২৪৮.৩৫	১৯২০.১৩	০.৫৩ %	২৭৫০০.		২৭৭৮৫.১৩	১০১.০৪ %	
		৪৭৮০৭.০৪	৫৫৭.২৪	১.১৭ %	০		১২৯৫.২৬	---	
		---	১০.৩০%	---	৯২.৫০ %				
৪৪	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্রান্সমিশন গ্রিড সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ আলমগীর হোসেন]	৩২৭৩৮৭.৬৮	২৯৬৬৪.৬৫	৯.০৬ %	৮১৪০০.০০	১৯৬০০.০০	৭৯২১৮.২৪	৯৭.৩২ %	
		৬৮৩৫০.৫৯	৫৮৩৬.০৪	৮.৫৪ %	২১৪০০.০০		১৯১৯৯.২৪	৮৯.৭২ %	
		২২৭৫৫৩.৬১	২৩৮২৮.৬১	১০.৪৭ %	৬০০০০.		৬০০১৯.০০	১০০.০৩%	
		৩১৪৮৩.৪৮	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	১৮.২৯%	---	১১১.৪৩ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৪৫	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন, (০১/০৪/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), LoC, অনুমোদিত, [কিউ. এম. শফিকুল ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী)]	১০৯৮১৭৪.৯২	৩০৬৮.৩৯	০.২৮ %	৬৪৫০৪.০০	৯৭০৫.০০	৬৬০৪২.৮৮	১০২.৩৯%	
		১৫২৭৬৩.৬৮	০.০০	০.০০ %	৯৭০৫.০০		৯০০০.০০	৯২.৭৪ %	
		৮২১৯০৪.৫০	২৫৭৪.০০	০.৩১ %	৫৪৭৯৯.		৫৭০৪২.৮৮	১০৪.০৯%	
		১২৩৫০৬.৭৪	৪৯৪.৩৯	০.৪০ %	০		১৯৫৩.৬৪	---	
		---	৫.৩৫%	---	---		৮৮.২৫ %	---	
৪৬	আশুগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২২), সং অনুঃ, [প্রদীপ কুমার সূত্রধর (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৫২২৬.০০	১৭৩০.৯৭	৬.৮৬ %	৪০০.০০	২৭৫.০০	১২৪.৯৮	৩১.২৪ %	
		২৩৬৪৬.০০	১৭০০.০০	৭.১৯ %	৪০০.০০		১২৪.৯৮	৩১.২৪ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		১৫৮০.০০	৩০.৯৭	১.৯৬ %	০		৭১.৬৩	---	
		---	১০.০০%	---	---		৬২.৫০ %	---	
৪৭	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কাশিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), LoC, অনুমোদিত, [কাজী ইসতিয়াক হাসান (প্রধান প্রকৌশলী)]	৩৩২২৩৩.৯৯	০.০০	০.০০ %	১০৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		১৪২৪২৬.৭০	০.০০	০.০০ %	৯৫০.০০		০.০০	০.০০ %	
		১৭৪৪৬২.৬৯	০.০০	০.০০ %	৯৬০০.		০.০০	০.০০ %	
		১৫৩৪৪.৬০	০.০০	০.০০ %	০		২০৬.৫৮	---	
		---	১.৯৬%	---	---		৪৩.২৮ %	---	
৪৮	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), AIIB, অনুমোদিত, [মুহম্মদ জসীম উদ্দিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অঃদাঃ)]	১৩৫৮৮৮.০০	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		৩৫৩৯২.১০	০.০০	০.০০ %	১.০০		০.০০	০.০০ %	
		৯২৫৯৭.১৮	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৭৮৯৮.৭২	০.০০	০.০০ %	০		১২৩.৭৮	---	
		---	৩.১০%	---	---		৫২.০২ %	---	
৪৯	ভারতের ঝাড়খণ্ড হতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানি করার লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর থেকে মনাকরা সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ মিজানুর রহমান সরকার (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	২২৫৪৯.২২	২০৩৯.০০	৯.০৪ %	১৬৯৬৩.০০	১৬৯৬৩.০০	১৬৯০৫.৬৫	৯৯.৬৬ %	
		২১৬৩২.৭২	২০৩৯.০০	৯.৪৩ %	১৬৯৬৩.০০		১৬৯০৫.৬৫	৯৯.৬৬ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৯১৬.৫০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	১২.০০%	---	---		৯৫.৭৩ %	---	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		স্ক্রু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
৫০	ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), AIIB, এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ শরফুদ্দিন হোসেন (প্রধান প্রকৌশলী)]	৫৯৪৯৯৫.২২	০.০০	০.০০ %	৬৫০০.০০	১৩১০.০০	৬৪১০.০০	৯৮.৬২ %		
		১৪১৫৯৫.৯৫	০.০০	০.০০ %	১৪০০.০০		১৩১০.০০	৯৩.৫৭ %		
		৪২১২৩০.৪১	০.০০	০.০০ %	৫১০০.		৫১০০.০০	১০০.০০ %		
		৩২১৬৮.৮৬	০.০০	০.০০ %	০		১১৮৬.২১	---		
		---	২.০০%	---	---		১০০.০০ %	---		
৫১	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [মোঃ আলমগীর হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪৩১.১৪	০.০০	০.০০ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %		
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		৪২২.৫০	০.০০	০.০০ %	১.		০.০০	০.০০ %		
		৮.৬৪	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %		
		---	৮.০০%	---	---		০.০০ %	---		
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	৭৮২০২৯.০০	২২৪৪৩৩.১১	৭৩৩৩৮২.৯১	---		
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড										
৫২	প্রি-পেইড মিটারিং প্রোজেক্ট অফ সিক্সএনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২০), কেএফডব্লিউ, অনুমোদিত, [এ এইচ এম মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	১৭৩৩৫.৫১	১৮২৭.৭৫	১০.৫৪ %	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %		
		৬৮২৩.৮৭	০.০০	০.০০ %	১৯৬.০০		০.০০	০.০০ %		
		৯০৯৯.৪৯	১৭০০.৪০	১৮.৬৯ %	০		০.০০	০.০০ %		
		১৪১২.১৫	১২৭.৩৫	৯.০২ %	০		২.৯৭	০.০০ %		
		---	২১.৩০%	---	---		১০০.০০ %	---		
৫৩	কন্সট্রাকশন অব নিউ ১৩২/১১ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২১), এডিবি, AFD, সং অনুঃ, [মোঃ গিয়াস উদ্দিন জোয়ার্দার (প্রকল্প পরিচালক)]	২৪৭৯৯৩.৫৭	১৯৯২৭৬.৯৬	৮০.৩৬ %	৪৮১০.০০	২৬৫.০০	৬০৬৯.১৩	১২৬.১৮ %		
		৫৮৯১২.০২	৫৬৫৫০.০০	৯৫.৯৯ %	২৬৫.০০		২৬৫.০০	১০০.০০ %		
		১৫৭৭৫৪.০৭	১৩০৩৫৯.৯৯	৮২.৬৩ %	৪৫৪৫.		৫৮০৪.১৩	১২৭.৭০ %		
		৩১৩২৭.৪৮	১২৩৬৬.৯৭	৩৯.৪৮ %	০		২৫৯৩.৯৭	---		
		---	৯০.০০%	---	---		১০০.০০ %	---		
৫৪	এক্সপ্যানশন এন্ড স্ট্রেংথেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৪), চায়না জি টু জি, সং অনুঃ, [মোঃ মাহবুবুর রহমান (প্রধান প্রকৌশলী (অতিঃ দাঃ)]	২০৪৬৮৪১.৯৬	২১০৬২০.০৮	১০.২৯ %	৮৮৬১৫.০০	৪৪৫৪৯.০০	৮৩১১৯.৪৬	৯৩.৮০ %		
		৭৪৪১০২.৩৬	৩১৯৫৬.৪১	৪.২৯ %	৫১৪১১.০০		৪৪৫৩২.৪৬	৮৬.৬২ %		
		১১৭৭৭৬৩.২৫	১৭৮৬৬৩.৬৭	১৫.১৭ %	৩৭২০৪.		৩৮৫৮৭.০০	১০৩.৭২ %		
		১২৪৯৭৬.৩৫	০.০০	০.০০ %	০		২১৯৭.৫৩	---		
		---	১৭.০২%	---	---		১০০.০০ %	---		

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৫৫	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ শাহেদ মাহবুব জুএগ (প্রকল্প পরিচালক)]	১৯৫৭৩৪.০৯	৪১১.৬৬	০.২১ %	৩৪৩৬০.০০	৩২৫৫৬.০০	৩২৫৫৬.০০	৯৪.৭৫ %	
		১৮৮২৫৪.৩৮	০.০০	০.০০ %	৩৪৩৬০.০০		৩২৫৫৬.০০	৯৪.৭৫ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৭৪৭৯.৭১	৪১১.৬৬	৫.৫০ %	০		২২৭.৮৭	---	
		---	৭.৫০%	---	১০০.০০ %				
৫৬	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় আর্ট লফ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [এ এফ এম মবিন (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৮৬৩.৮৩	২৩৬১.৫২	৩.৪৮ %	১১৪৭৭.০০	৮৪৭৫.০০	৮৪৭৫.০০	৭৩.৮৪ %	
		৬২৪১৩.৪৪	২৩৬১.৫২	৩.৭৮ %	১১৪৭৭.০০		৮৪৭৫.০০	৭৩.৮৪ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৫৪৫০.৩৯	০.০০	০.০০ %	০		১০৪.৭২	---	
		---	৬.০০%	---	১০০.০০ %				
৫৭	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় কাওরানবাজারে সূ-গার্ডন উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), জাইকা, অনুমোদিত, [এ এফ এম বদরুল আলম (প্রকল্প পরিচালক)]	৯৫০৩৯.৫৩	২২৮১.৪৪	২.৪০ %	১৫১৫.০০	৩৮৮.০০	১৩৮৯.৯৩	৯১.৭৪ %	
		২৪৮১৫.৩৬	৪৪৯.২৭	১.৮১ %	৫২৫.০০		৩৮৭.৪৪	৭৩.৮০ %	
		৬২৬১৮.৫৯	১৮১৮.৩৬	২.৯০ %	৯৯০.		১০০২.৪৯	১০১.২৬ %	
		৭৬০৫.৫৮	১৩.৮১	০.১৮ %	০		৫৮.৮৭	---	
		---	২.০০%	---	১০০.০০ %				
৫৮	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ক্যাপাসিটর স্থাপন, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৩), AFD, অনুমোদিত, [মো: আব্দুল আলীম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৪৫৪০৪.৭৭	০.০০	০.০০%	১২৭.০০	০.০০	১২৭.০০	১০০.০০%	
		৩৬৯০২.৩৭	০.০০	০.০০%	০.০০		০.০০	০.০০ %	
		১০০২৪২.১২	০.০০	০.০০%	১২৭.		১২৭.০০	১০০.০০%	
		৮২৬০.২৮	০.০০	০.০০%	০		০.০০	---	
		---	০.০০%	---	১০০.০০ %				
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	১৪১১০০.০০	৮৬২৩৩.০০	১৩১৭৩৬.৫৩	---	
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড									
৫৯	কন্সট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রিড সাব-স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া (২য় সংশোধন), (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোঃ রশিদুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯৫৪৭৫.৪৬	৭৮৭৫১.৩০	৮২.৪৮ %	৫৭০০.০০	১৬.২৫	৫৫৯৭.০৭	৯৮.১৯ %	
		১৮০০০.০০	১৭৬৭৮.৪৫	৯৮.২১ %	৩০০.০০		২৮৯.৬৬	৯৬.৫৫ %	
		৫৭৪৪৬.৪৮	৪৯৪৫৪.২৫	৮৬.০৯ %	৫৪০০.		৫৩০৭.৪১	৯৮.২৯ %	
		২০০২৮.৯৮	১১৬১৮.৬০	৫৮.০১ %	৩৮৮০.৭৫		১৭৭৩.৯৬	---	
		---	৯৩.৫৫%	---	১০০.০০ %				

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
৬০	অগমেটেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২১), এডিবি, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী জ্যোতিষ চন্দ্র রায় (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৬৪৪৫৬.৪৪	১২৪০৭৪.৬০	৭৫.৪৫ %	৬৩৯৮.০০	০.০০	৭১৭৬.০৮	১১২.১৬ %		
		৩৬০০০.০০	৩৫৩৩১.৬৮	৯৮.১৪ %	১৭৩.০০		১৭২.৯৫	৯৯.৯৭ %		
		৯০৩৯১.৭৮	৮০৬৬৫.৭৬	৮৯.২৪ %	৬২২৫.		৭০৩৩.১৩	১১২.৫০ %		
		৩৮০৬৪.৬৬	৮০৭৭.১৬	২১.২২ %	১২০৩৬.৩		১০৭২২.৮৪	---		
		---	৯১.০৫%	---	১০০.০০ %					
৬১	ডেসকো এলাকায় সুপারভাইজরি কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন (স্কাড) সিস্টেম স্থাপন, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত, [মো: মনজুরুল হক (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৫৫৭০.৪৮	১৯৫৭.৪৩	১২.৫৭ %	৫৩০০.০০	১৫০০.০০	৫২০১.২২	৯৮.১৪ %		
		২০০০.০০	০.০০	০.০০ %	২০০০.০০		১৫০০.০০	৭৫.০০ %		
		৯৫৯৭.০০	১৩৫৩.৪৮	১৪.১০ %	৩৩০০.		৩৭০১.২২	১১২.১৬ %		
		৩৯৭৩.৪৮	৬০৩.৯৫	১৫.২০ %	৫৮৬.৫৭		৫৮৬.৫৭	---		
		---	৩৮.৬২%	---	১০২.৯৬ %					
৬২	ডেসকোর উত্তরা ও বসুন্ধরা ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বর্ধন ও পুনর্বাসন, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), AIIB, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মো: মঈনুদ্দিন খান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৬১৫৫.২৫	২১৮২৭.৩৮	৮৩.৪৫ %	১৮১৬.০০	০.০০	১৮২৮.২৯	১০০.৬৮%		
		৫৩৫০.০০	৫১৮১.৫২	৯৬.৮৫ %	০.০০		০.০০	০.০০ %		
		১৬৬৭.৮১	১৪৮৭০.৯৩	৮৯.১১ %	১৮১৬.		১৮২৮.২৯	১০০.৬৮%		
		৪১১৭.৪৪	১৭৭৪.৯৩	৪৩.১১ %	০		৭২৭.৫৬	---		
		---	৯৮.০০%	---	১০০.০০ %					
৬৩	ডেসকোর এলাকায় ৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নতুন স্থাপন ও ওভারহেড থেকে আন্ডার গ্রাউন্ডে রূপান্তর, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), AIIB, অনুমোদিত, [প্রকৌঃ সনাতন দত্ত (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৫৩৯৭৯.৩৩	৪১৬৭২.১০	৭৭.২০ %	৫৬৪৯.০০	০.০০	৬১২০.৮৬	১০৮.৩৫%		
		১২৪৩১.৫৩	১২৪৩১.৫২	১০০.০০%	৪৯.০০		৪৮.৫৩	৯৯.০৪ %		
		৩৫৪০০.০১	২৬৩৫০.০৪	৭৪.৪৪ %	৫৬০০.		৬০৭২.৩৩	১০৮.৪৩%		
		৬১৪৭.৭৯	২৮৯০.৫৪	৪৭.০২ %	৮২৫.০০		৮১৯.৮১	---		
		---	৯৮.০০%	---	৯৮.০০%					
৬৪	কম্পিউকেশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রিড সাব-স্টেশন এ্যাটি গুলশান ইন ঢাকা, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), জাইকা, অনুমোদিত, [মো: শরিফুল ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী)]	৯৫০৯৭.৩৩	৩১০৫.২৭	৩.২৭ %	১৮৭৫.০০	৯০০.০০	১৭৮৭.৬৪	৯৫.৩৪ %		
		২৪৭৩৭.৮৬	৬৭২.৫৮	২.৭২ %	৯০০.০০		৮৮৫.০০	৯৮.৩৩ %		
		৬২৮৯৬.৮০	২০৬৩.০৮	৩.২৮ %	৯৭৫.		৯০২.৬৪	৯২.৫৮ %		
		৭৪৬২.৬৭	৩৬৯.৬১	৪.৯৫ %	৪৪১.৭৭		৪৫৬.২৮	---		
		---	৯.৫০%	---	১০০.০০ %					

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৬৫	ডেসকো এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মো: আশফাক আহমেদ (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	১৮৬৫০.২৫	৬২.১১	০.৩৩ %	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	
		১৭৮৫২.২৬	০.০০	০.০০ %	১.০০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৭৯৭.৯৯	৬২.১১	৭.৭৮ %	১৫০.		৭২.২৬	---	
		---	০.০০%	---	---		১০০.০০ %	---	
টাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	২৬৭৩৯.	২৪৬৫.২৫	২৭৭১১.১৬	---	
পাওয়ার সেল									
৬৬	ইমপ্রিমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (ফেইজ-২), (০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০২০), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোহাম্মদ হোসাইন (মহাপরিচালক)]	১৫০৯৪.৬১	১৫০৯৪.৬১	৯৬.৯৭ %	৩৪২.০০	২১২.০০	৩৩২.৭৮	৯৭.৩০ %	
		২১১৩.৬৫	২১১৩.৬৫	৮৯.৭৮ %	২১২.০০		২০৩.২০	৯৫.৮৫ %	
		১২৯৮০.৯৬	১২৯৮০.৯৬	৯৮.১৪ %	১৩০.		১২৯.৫৮	৯৯.৬৮ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৯৯.০০%	---	---		১০০.০০ %	---	
৬৭	টিএ ফর স্ট্রেংথেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফর সাসটেইনেবল পাওয়ার সেক্টর ইন বাংলাদেশ, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোহাম্মাদ হোসাইন (মহাপরিচালক)]	১২৮২৫.০০	০.০০	০.০০ %	২৭৮.০০	১৩৮.০০	২৫২.৯০	৯০.৯৭ %	
		১৮০৫.০০	০.০০	০.০০ %	১৩৮.০০		১২০.০৭	৮৭.০১ %	
		১১০২০.০০	০.০০	০.০০ %	১৪০.		১৩২.৮৩	৯৪.৮৮ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	০.০০ %	---	---		১০০.০০ %	---	
পাওয়ার সেলের সর্বমোট		---	---	---	৬২০.০০	৩৫০.০০	৫৮৫.৬৮	---	
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড									
৬৮	স্ট্রেংথেনিং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মো: আব্দুল মজিদ (অভিযোজক প্রকৌশলী)]	৮১২৬৮.১৩	৫৯২২২.৪০	৭২.৮৭ %	৫৫০০.০০	৪০০০	৪০০০.০০	৭২.৭৩ %	
		৭৫২৮৯.৭০	৫৯২২২.৪০	৭৮.৬৬ %	৫৫০০.০০		৪০০০.০০	৭২.৭৩ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৫৯৭৮.৪৩	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	৮৭.৫২%	---	---		১০০.০০ %	---	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			স্ক্রু - জুন ২০২০ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	ভৌত অগ্রগতি (%)		
৬৯	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধন), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ আরিফুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৬৭৪৭০.২৯	৪৬৬২৭.০৫	২৭.৮৪ %	১৭৫০০.০০	১০৯৮৭.০০	১০৯৮৭.০০	৬২.৭৮ %			
		১৬১৯৫৪.০০	৪৬৬২৭.০৫	২৮.৭৯ %	১৭৫০০.০০		১০৯৮৭.০০	৬২.৭৮ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %			
		৫৫১৬.২৯	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—			
		—	৩৫.৭৫%		—		১০০.০০ %				
৭০	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো) এলাকার জন্য স্মার্ট প্রি-পেইন্ট মিটারিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুল মজিদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪২০৮৪.০৬	১৪০৪২.৫৩	৩৩.৩৭ %	৮৯৩৪.০০	৬৯২৪.০০	৬৯২৪.০০	৭৭.৫০ %			
		৪০৮৪৮.৯১	১৪০৪২.৫৩	৩৪.৩৮ %	৮৯৩৪.০০		৬৯২৪.০০	৭৭.৫০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %			
		১২৩৫.১৫	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—			
		—	৫৮.৯০%		—		১০০.০০ %				
৭১	ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১২৪৯০৫.০৪	৪৫৮৯৪.৮৯	৩৬.৭৪ %	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০.০০ %			
		১১৯৭৮৯.৫০	৪৫৮৯৪.৮৯	৩৮.৩১ %	১৫০০০.০০		১৫০০০.০০	১০০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %			
		৫১১৫.৫৪	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—			
		—	৫০.৪০%		—		৫০.৪০%				
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		—	—	—	৪৬৯৩৪.০০	৩৬৯১১.০০	৩৬৯১১.০০	—			
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড											
৭২	রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট কয়লাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), এডিবি, আইডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ মশিউর রহমান (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী)]	৮৪৯৮৬৪.৭৩	৬৫০৪০.৮৮	৭.৬৫ %	২৪০০০.০০	৫০০০.০০	২৫২২৪.৫১	১০৫.১০ %			
		২৪৬০৭৭.৭৭	২৮৬৮৪.৪৪	১১.৬৬ %	৭০০০.০০		৫০০০.০০	৭১.৪৩ %			
		৫৯৮৭৮৬.৯৬	৩৪৬০১.০১	৫.৭৮ %	১৭০০০.০০		২০২২৪.৫১	১১৮.৯৭ %			
		৫০০০.০০	১৭৫৫.৪৩	৩৫.১১ %	০		৪৬৫.৮৮	—			
		—	২১.৬৫%		—		১০৬.২৯ %				
৭৩	লং টার্ম সার্ভিস এপ্রিমেন্ট ফর ভেডামারা কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [মোঃ সাইফুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৬৫২৪৯.১৪	১৮৯৭২.৮৯	২৯.০৮ %	৩৪০০.০০	০.০০	৩৩১৫.৭৬	৯৭.৫২ %			
		১৫২৫৫.৯০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %			
		৩৩৫৩৭.৫০	১৮১৫৭.১৭	৫৪.১৪ %	৩৪০০.০০		৩৩১৫.৭৬	৯৭.৫২ %			
		১৬৪৫৫.৭৪	৮১৫.৭২	৪.৯৬ %	০		০.০০	—			
		—	৩৮.৭২%		—		৯৮.৫২ %				

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৭৪	পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [অরুন কুমার দত্ত (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৫০৬১.৯৭	৪৩৬২.৩৩	১৭.৪১ %	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১০০.০০%	
		২৪৭৬৬.১৭	৪২০০.০০	১৬.৯৬ %	৭৫০০.০০		৭৫০০.০০	১০০.০০%	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		২৯৫.৮০	১৬২.৩৩	৫৪.৮৮ %	০		১১৯.২৭	—	
		—	৩০.৮৬%	—	—		৮৯.৬৪ %	—	
নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		—	—	—	৩৪৯০০.০০	১২৫০০.০০	৩৬০৪০.২৭	—	
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড									
৭৫	সোনাগাজী ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২২), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোহাম্মাদ আনোয়ার হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৭৪৬৭৬.২৩	৮৯.৮৭	০.১২ %	৫০৫০.০০	০.০০	৩০৫০.৮৮	৬০.৪১ %	
		৮৭৫৪.২৫	০.০০	০.০০ %	৫০.০০		০.০০	০.০০ %	
		৬২১০০.৬৮	৮৯.৮৭	০.১৪ %	৫০০০.		৩০৫০.৮৮	৬১.০২ %	
		৩৮২১.৩০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—	
		—	৫.৫০%	—	—		২৩.০০ %	—	
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট:		—	—	—	৫০৫০.০০	০.০০	৩০৫০.৮৮	—	
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড									
৭৬	আশুগঞ্জ ৪০০ (+/-৫%) মেগাওয়াট কনক্রিট সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২২), আইডিবি, এডিবি, অনুমোদিত, [ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস (প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী পরিচালক)]	২৯৩১৩৬.৩৯	৭৩৬৯৫.৯৫	২৫.১৪ %	৩২০০০.০০	২০০০.০০	৩৩১৯৫.২০	১০৩.৭৪ %	
		৪২০৬৮.৫৩	২১৫৯.২৫	৫.১৩ %	২০০০.০০		১৫২৪.৮৩	৭৬.২৪ %	
		২৩৫৮২৮.০২	৭১৫৩৬.৭০	৩০.৩৩ %	৩০০০০.		৩১৬৭০.৩৭	১০৫.৫৭%	
		১৫২৩৯.৮৪	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—	
		—	৫১.৮৫%	—	—		১০০.৬৮ %	—	
৭৭	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্র্যান্ট এর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ", (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [প্রকৌঃ মোঃ কামরুজ্জামান জুএগ (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী)]	৮১৯৫১.৪৬	৮৪৯৭.৫৮	১০.৩৭ %	১২৩৯৫.০০	১২৩৯৪.১৯	১২৩৯৪.১৯	৯৯.৯৯ %	
		৭৭৩৮৯.০৯	৮০৮২.৭০	১০.৪৪ %	১২৩৯৫.০০		১২৩৯৪.১৯	৯৯.৯৯ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		৪৫৬২.৩৭	৪১৪.৮৮	৯.০৯ %	০		১৬২৫.৭৩	—	
		—	২০.৫২%	—	—		৯৬.৩৮ %	—	
আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		—	—	—	৪৪৩৯৫.০০	১৪৩৯৪.১৯	৪৫৫৮৯.৩৯	—	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা	মোট টাকা		আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

৭৮	মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফার্মার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২৩), জাইকা, অনুমোদিত, [আবুল কালাম আজাদ (নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প)]	৩৫৯৮৪৪৫.৯৮	১২৭৩৮৩৩.০৬	৩৫.৪০ %	৪২৮৩৯২.০০	৩২৯৯২.০০	৪১৮৩৯২.০০	৯৭.৬৭ %
		৪৯২৬৬৫.৬৬	২০৮০৫৬.৪৭	৪২.২৩ %	৪২৯৯২.০০		৩২৯৯২.০০	৭৬.৭৪ %
		২৮৯৩৯০৩.৬৩	১০৬৫৭৭৬.৫৯	৩৬.৮৩ %	৩৮৫৪০০.		৩৮৫৪০০.০০	১০০.০০ %
		২১১৮৭৬.৬৯	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—
		—	৩০.২২%	—	—		১০২.৯০ %	
৭৯	বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন এবং ফিজিবিগিটি স্ট্যাডি প্রকল্প (২য় সংশোধন), (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোহা: মনিরুণ ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী (পি এন্ড ডি)]	৮৫২৯৪.৪০	৫৫৭০৬.৫০	৬৫.৩১ %	৭৯০০.০০	৭৯০০.০০	৭৯০০.০০	১০০.০০ %
		৮৪৮৪৬.৫৬	৫৫৭০৬.৫০	৬৫.৬৬ %	৭৯০০.০০		৭৯০০.০০	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %
		৪৪৭.৮৪	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—
		—	৮১.২০%	—	—		১০০.২৯ %	
৮০	সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মো: মাহমুদ আলম (নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর)]	১২৭০০৮.৮৪	৯২০০০.০০	৭২.৪৪ %	৩৮৮৯.০০	৩৮৮৯.০০	৩৮৮৯.০০	১০০.০০ %
		১২৩৩৭২.৩২	৯২০০০.০০	৭৪.৫৭ %	৩৮৮৯.০০		৩৮৮৯.০০	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %
		৩৬৩৬.৫২	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—
		—	৬২.০০%	—	—		১০০.০০ %	
৮১	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এশএনজি বেইজিং কনসাল্ট সার্ভিসেস পাওয়ার প্র্যাক্টিসের জন্য ফিজিবিগিটি স্ট্যাডি সম্পাদন এবং গ্যাস সংকলন লাইন নির্মাণ, (০১/১০/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [এ এইচ এম রোকনুজ্জামান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (তড়িৎ) (ভারপ্রাপ্ত)]	১৬৯৯২.৮৬	৪৫৮.০২	২.৭০ %	২৫০.০০	২৫০.০০	২১৯.৯৪	৮৭.৯৮ %
		১৬৫৮৮.৬৯	৪৫৮.০২	২.৭৬ %	২৫০.০০		২১৯.৯৪	৮৭.৯৮ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %
		৪০৪.১৭	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	—
		—	১৮.৬০%	—	—		১০০.০০ %	
৮২	সিপিজিসিবিএল-সুমিতোমো ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সচিবাত সমীক্ষা, (০১/০৪/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [জনাব দিপায়ন পাণ (নির্বাহী প্রকৌশলী (তড়িৎ)]	১০৬৫.১৬	৩৭২.০০	৩৪.৯২ %	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৬৯.৮৭	১০০.০০ %
		১০৬১.১৬	৩৭২.০০	৩৫.০৬ %	১৭৫.০০		১৬৯.৮৭	৯৭.০৭ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	৯৭.০৭ %
		৪.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %
		—	৩৪.৩০%	—	—		১০০.০০ %	
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট:		—	—	—	৪৪০৬০৬.০০	৪৫২০৬.০০	৪৩০৫৭০.৮১	—

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	

রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড

৮৩	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কমলাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মো: সেলিম হুইয়া (নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল)]	৮৬৯৭০.৬২	৫৬১৩৯.১২	৬৪.৫৫ %	১১২৫০.০০	৮৭৪৮.০০	৮৭৪৮.০০	৭৭.৭৬ %
		৮২৩৩৬.৫১	৫৫১১৮.৫৬	৬৬.৯৪ %	১১২৫০.০০		৮৭৪৮.০০	৭৭.৭৬ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %
		৪৬৩৪.১১	১০২০.৫৬	২২.০২ %	০		১৯৫.২৭	---
		---	১৬৪.৭৫%	---	---		১০০.০০ %	---
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	১১২৫০.০০	৮৭৪৮.০০	৮৭৪৮.০০	---

শ্রেণি

৮৪	TA Project for Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation (SREPGen), (০১/০১/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২০), ইউএনডিপি, সং অনুঃ,	৩৯৬০.৮২	৩৩৩৬.৫৫	৮৪.২৪ %	৪৩৯.০০	০.০০	৪২১.০০	৯৫.৯০ %
		৭৯০.৭৪	৭৪৮.৭৩	৯৪.৬৯ %	১৮.০০		০.০০	০.০০ %
		৩১৭০.০৮	২৫৮৭.৮২	৮১.৬৩ %	৪২১.০০		৪২১.০০	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---
		---	১৫৩.০০%	---	---		১০০.০০ %	---
৮৫	House Hold Energy Platform Programme in Bangladesh, (01/07/2016 হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [সাগিমা জাহান (সদস্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি)]	২৬২.১৮	১৮৫.৫০	৭০.৭৫ %	৩১.০০	৩১.০০	২৪.০২	৭৭.৪৯ %
		২১২.৩২	১৩৯.৬৫	৬৫.৭৭ %	৩১.০০		২৪.০২	৭৭.৪৯ %
		৪৯.৮৬	৪৫.৮৫	৯১.৯৬ %	০		০.০০	০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---
		---	৩৭২.৮০%	---	---		১০০.০০ %	---
৮৬	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ রেজাউল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৯২৮.০৪	১৪৩৪.৩৩	২০.৭০ %	৮৩০.০০	২৫০	৬১২.৪২	৭৩.৭৯ %
		২৩২৫.১০	৪১২.৩৩	১৭.৭৩ %	৩২৫.০০		২৪৯.৪২	৭৬.৭৪ %
		৪৬০২.৯৪	১০২২.০০	২২.২০ %	৫০৫.০০		৩৬৩.০০	৭১.৮৮ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---
		---	২৬.২৫%	---	---		৯২.৮০ %	---

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	ভৌত অগ্রগতি (%)		
৮৭	নবায়নযোগ্য জ্বালানির রিসোর্স এস্যানসমেন্ট ও পাইটিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মো: মনজুর মোরশেদ (যুগ্ম-সচিব)]	৩০২৪.০০	০.০০	০.০০ %	২৬৯.০০	১৬০.০০	২০৮.৫৬	৭৭.৫৩ %			
		৬৭২.০০	০.০০	০.০০ %	১৬০.০০		১৫৮.৮৫	৯৯.২৮ %			
		২৩৫২.০০	০.০০	০.০০ %	১০৯.		৪৯.৭১	৪৫.৬০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---			
		---	২০.০০%		---		৯০.০০ %				
শ্রেণীর সর্বমোট:		---	---	---	১৫৬৯.০০	৪৪১.০০	১২৬৬.০০	---			
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিমিটেড											
৮৮	মরসরাই ১৫০ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [এ কে এম রাশেদুল হক চৌধুরী (নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশল)]	১০৬৮১৯.৭৩	৭৯৫৪৩.৮০	৭৪.৪৭ %	১৪৪০০.০০	৯৩০০.০০	৯৩০০.০০	৬৪.৫৮ %			
		৯৩১৩৭.২৫	৭৮৭১৭.৮৮	৮৪.৫২ %	১৪৪০০.০০		৯৩০০.০০	৬৪.৫৮ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %			
		১৩৬৮২.৪৮	৮২৫.৯২	৬.০৪ %	০		২৩৯.৭৫	---			
		---	৮৭.০০%		---		৮০.৭৭ %				
বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ারজেন লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	১৪৪০০.০০	৯৩০০.০০	৯৩০০.০০	---			
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:											
৮৯	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), অননুমোদিত, [মো: মাহবুবুল আলম চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৯৯৫২.০৮	২৮৭১.১২	৭.১৯ %	১৬০০০.০	১৫১৭১.০০	১৫০২৭.৭৭	৯৩.৯২ %			
		৩৯৯৫২.০৮	২৮৭১.১২	৭.১৯ %	১৬০০০.০		১৫০২৭.৭৭	৯৩.৯২ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---			
		---	১০.২৫%		---		৯৭.৫৬ %				
৯০	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), অননুমোদিত, [মো: মাহবুবুল আলম চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১০৫৬৪৩.৬৩	৮৯৯৯.৩৬	৮.৫২ %	২২৫০০.০০	১২৮৭০.০০	১২৮৭০.০০	৫৭.২০ %			
		১০৫৬৪৩.৬৩	৮৯৯৯.৩৬	৮.৫২ %	২২৫০০.০০		১২৮৭০.০০	৫৭.২০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---			
		---	১৬.৫০%		---		১০০.০০ %				

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	শুরু - জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা	
		মোট টাকা	মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট টাকা	প্রকল্প সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট টাকা	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
৯১	রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল]	১০৮৮৬০.০৮	৭৯৯৯.২৬	৭.৩৫ %	২৬২০০.০০	১২৫৫৬.০০	১২৫৫৬.০০	৪৭.৯২ %	
		১০৮৮৬০.০৮	৭৯৯৯.২৬	৭.৩৫ %	২৬২০০.০০		১২৫৫৬.০০	৪৭.৯২ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	১৫.৯৮%		---		১০০.০০ %		
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি:-এর সর্বমোট:		---	---	---	৬৪৭০০.০০	৪০৫৯৭.০০	৪০৪৫৩.৭৭	---	
বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর									
৯২	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তরের ডিজিটাইজেশন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [আবুল খায়ের মো: আক্কাস আলী (বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক)]	৯৯০.০০	০.০০	০.০০ %	৭৫০.০০	৭০৩	৭০০.৫০	৯৩.৮০ %	
		৯৯০.০০	০.০০	০.০০ %	৭৫০.০০		৭০০.৫০	৯৩.৮০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	০.০০ %	
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০		০.০০	---	
		---	০.০০ %		---		১০০.০০ %		
বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সর্বমোট:		---	---	---	৭৫০.০০	৭০৩.০০	৭০০.৫০	---	



ভাঙ্গুরা ১৩২ কেভি সাবস্টেশন



ভাঙ্গুরা ১৩২ কেভি সাবস্টেশন কন্ট্রোলরুম



রাজবাড়ি ১৩২ কেভি সাবস্টেশন

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে
অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(জুন ২০২১)

পরিশিষ্ট “চ”



জুলদা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (জুন ২০২১) বিবরণ:
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল প্রকল্প সাহায্যের উৎস অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		শুরু- জুন ২০২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা
		মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)			
		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ				
		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন		বৈদেশিক অর্থায়ন	বৈদেশিক অর্থায়ন				
---		ভৌত অগ্রগতি (%)		---		ভৌত অগ্রগতি (%)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮			

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

০১	কনস্ট্রাকশন অব ৪০০ মেঃওঃ +/- ১০% কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এট রাউজান, চট্টগ্রাম, (০১/০১/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মুন্সী বশীর আহমেদ (প্রধান প্রকৌশলী)]	২০৮৭১২.০৬	০.০০	০.০০	২০০০০.০০	০.০০	০.০০
		২০৮৭১২.০৬	০.০০	০.০০	২০০০০.০০	০.০০	০.০০
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		---	০.০০%		---	০.০০%	
০২	কনস্ট্রাকশন অব ১৫০ মেঃওঃ সিঙ্গেল জিটি টু ২২৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, (০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [প্রকৌশলী শেখ মঈন উদ্দীন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	৯১০০৬.০৮	৫৬৫৮৭.৭৩	৬২.১৮ %	২৫৫০০.০০	২৫৭৭৬.১৬	১০১.০৮ %
		৯১০০৬.০৮	৫৬৫৮৭.৭৩	৬২.১৮ %	২৫৫০০.০০	২৫৭৭৬.১৬	১০১.০৮ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %
		---	৯০.১৯%		---	৮৮.০০ %	
০৩	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা সাউথ ৪০০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [জনাব রতন কুমার পাণ (প্রধান প্রকৌশলী)]	২৬৫৪৩১.৯৮	১৮৫২৪৯.৩৯	৬৯.৭৯ %	৩০২২১.০০	৩০২২১.০০	১০০.০০ %
		২৬৫৪৩১.৯৮	১৮৫২৪৯.৩৯	৬৯.৭৯ %	৩০২২১.০০	৩০২২১.০০	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %
		---	৬৬.২০%		---	৭৭.৫৮ %	
০৪	শাহজীবাজার ১০০ মেঃওঃ গ্যাস টারবাইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), সং অনুঃ, [এ, কে, মফিজউদ্দিন আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯১০৯২.৯২	৬৪৬৭৮.৬৮	৭১.০০ %	২৪০০০.০০	২৪৩৩৩.৭৩	১০১.৩৯ %
		৯১০৯২.৯২	৬৪৬৭৮.৬৮	৭১.০০ %	২৪০০০.০০	২৪৩৩৩.৭৩	১০১.৩৯ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %
		---	৯৪.২৩%		---	৬১.৬৬ %	
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সর্বমোট:		---	---	---	৯৯৭২১.০০	৮০৩৩০.৮৯	---

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড

০৫	মল্লো-খুলনা (দঃ) ২৩০ কেভি লম্বাঘন লাইন, (০১/০১/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [প্রবীর চন্দ্র দত্ত]	১৩৯৭৮.০০	১২৮৯৮.২৩	৯২.২৮ %	১০৮৪.০০	১০৮৪.০০	১০০.০০ %
		১৩৯৭৮.০০	১২৮৯৮.২৩	৯২.২৮ %	১০৮৪.০০	১০৮৪.০০	১০০.০০ %
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০	০.০০	০.০০ %
		---	৩৪.৩৫%		---	৫১.০৬ %	
পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট:		---	---	---	১০৮৪.০০	১০৮৪.০০	---



প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি

প্রকাশনা উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
জনাব নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ-সম্পাদনায়

জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব এ. টি. এম. মোস্তফা কামাল
অতিরিক্ত সচিব (নবায়নযোগ্য জ্বালানি), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোঃ নূরুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোহাঃ সেলিম উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব সেলিম আবেদ
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

সহযোগিতায়

জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান
যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
জনাব মোঃ সাজিবুল হক
পরিচালক, পাওয়ার সেল
জনাব এস এম মাসুদুজ্জামান
উপ-পরিচালক, পাওয়ার সেল

যোগাযোগ

ই-মেইল : info@powercell.gov.bd
মোবাইল : +880 2223384641





বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, দ্রাব্যনি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mpemr.gov.bd

www.powerdivision.gov.bd